NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৮ প্রথম টি২০-র আগে সমালোচিত দক্ষিণ আফ্রিকা

হাস্যকর আউট হয়ে তাক লাগিয়ে দিলেন রাহুল ৮

কলকাতা ৯ নভেম্বর ২০২৪ ২৩ কার্তিক ১৪৩১ শনিবার অষ্টাদশ বর্ষ ১৪৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 09.11.2024, Vol.18, Issue No. 148, 8 Pages, Price 3.00

নবান্ন বাস স্ট্যান্ডের কাছে ধর্নার আবেদন খারিজ আদালতে

নিজস্ব প্রতিবেদন: নবান্ন বাস স্ট্যান্ডের সামনে ধর্না দেওয়ার আবেদন খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। আন্দোলনকারীদের নবান্নের বদলে মন্দিরতলা বাস স্ট্যান্ড চত্বরে অবশ্য অনুমতি দিয়েছে শীর্ষ আদালত। নবান্নের বাসস্ট্যান্ডের সামনে ধর্না করতে চেয়ে পুলিশে আবেদন জানিয়েছিল গ্রুপ ডি ঐক্য মঞ্চ। পুলিশ অনুমতি না দেওয়ায় মামলা গড়িয়েছিল হাইকোর্টে। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আগামী ১১-১৩ নভেম্বর নিজেদের দাবি দাওয়া নিয়ে নবান্নের সামনে দিবারাত্রি টানা ধর্না অবস্থান করতে চেয়েছিল গ্রুপ ডি ঐক্য মঞ্চ। পুলিশ অনুমতি না দেওয়ায় মামলা গড়িয়েছিল আদালতে। এদিন রাজ্যের আইনজীবী অমিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় আদালতে বলেন, 'নবান্নের বাসস্টপ ওটা। ওখানে রাজনৈতিক কর্মসূচি করা যাবে না।' জবাবে বিচারপতি বলেন, 'এরা তো রাজনৈতিক পার্টি নয়। এরা একটা অবস্থান করতে চাইছে। পুলিশের বাধা দেবার অধিকার নেই।' রাজ্যের তরফে জানানো হয়, 'নিরাপত্তার স্বার্থে এটা বারণ করা হচ্ছে। অন্য জায়গায় ধর্না করুক।' আবেদনকারী আইনজীবী কৌস্তভ বাগচী বলেন, 'বার বার মুখ্যমন্ত্রী কাছে আবেদন করা হয়েছে দেখা করার জন্য। তিনি দেখা করেননি। তাই মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য তাদের এই কর্মসূচি।' এ সময় বিচারপতিকে বলতে শোনা যায়, 'অন্য কোনও জায়গায় ধর্না করা যায় কি? যেখানে থেকে পাঁচ জন এসে নবান্ন ডেপুটেশন জমা দিয়ে যাবে। মুখ্য সচিব সেই ডেপুটেশন নেবেন।' আবেদনকারীদের আইনজীবী জানান, রাজ্য নয়, এ ব্যাপারে আদালতই জায়গা ঠিক করে দিক। এ সময় বিচারপতি জানান, 'ধর্না করতে পারবে মন্দির তোলা বাস স্ট্যান্ডের সামনে। কর্মসূচি শেষে পাঁচজন নবান্নে মুখ্যসচিবের সঙ্গে দেখা করতে পারবেন। জানাতে পারবেন তাদের দাবি।' এরপরই বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, কলকাতা শহরের কোথায় কোথায় ধর্না করা যাবে কোথায় যাবে না এটা নিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করা উচিত রাজ্য সরকারের। পাশাপাশি গাইডলাইনও তৈরি করুক রাজ্য।

মহারাষ্ট্রে ভোটপ্রচারে গিয়ে বিরোধী জোটকে তোপ মোদির

মুম্বই, ৮ নভেম্বর: মহারাষ্ট্রে ভোটপ্রচারের শুরুতেই মহা বিকাশ আঘাড়ির অন্দরের টানাপোড়েনকে হাতিয়ার করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর প্রশ্ন, 'জোটের চালকের আসন নিয়ে নিজেদের মধ্যেই খেয়োখেয়ি করছে আঘাড়ি। এরা মহারাষ্ট্রের উন্নতি কীভাবে করবে?'

বস্তুত, মহারাষ্ট্রের বিরোধী মহাজোটে শরিকি সমস্যা একটা আছে। মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী কে হবেন, তা নিয়ে দুই শিবিরের মধ্যে ইতিমধ্যেই একপ্রস্ত বিবাদ দেখা গিয়েছে। মহা বিকাশ আগাড়ির তিন প্রধান শরিক কংগ্রেস, এনসিপির শরদ পাওয়ার এবং শিবসেনার উদ্ধব ঠাকরে শিবির। উদ্ধব শিবির চাইছে বিধানসভায় তাঁদের দলের নেতাকেই মুখ্যমন্ত্রীর মুখ করে এগোক আগাড়ি। কংগ্রেস এবং এনসিপি সেটার পক্ষে নয়। তাঁদের নীতি, যে দল সবচেয়ে বেশি আসন পাবে তাঁদের শিবির থেকেই মুখ্যমন্ত্রী করা হবে। আসন সমঝোতা নিয়েও বিরোধী জোটে মহা জটিলতা তৈরি হয়েছিল।

জোটের অন্দরের সেই সমন্বয়ের অভাবকে হাতিয়ার করে মোদির কটাক্ষ, 'চালকের আসনে কে বসবে, সেই নিয়েই ওদের যত ঝামেলা।' প্রধানমন্ত্রী বলছেন, 'এই ধরনের জোট যখন ক্ষমতায় আসে ওরা সরকারি নীতিকে স্লথ করে দেয়। উন্নয়নের কাজে বাধা হিসাবে উঠে আসে। আপনারা আগেও আড়াই বছর ওদের সহ্য করেছেন।' মোদির সাফ কথা, একমাত্র মহাজুটিই মহারাষ্ট্রকে স্থায়ী সরকার দিতে পারে। বিরোধীরা ক্ষমতায় এলে 'লড়কি বহিন' যোজনাও বন্ধ করে দেবে।

ধুলের সভা থেকে কংগ্রেসকে নিশানা করে মোদির বক্তব্য, 'সমাজে যাবতীয় বিভেদ তৈরির কাজটা কংগ্রেস করে। ওরা মানুষে মানুষে বিভাজন তৈরি করে ভোটে জেতার চেষ্টা করে।' দেশভাগের দুঃসহ স্মৃতিও তুলে ধরেন মোদি। তিনি বলেন, 'ধর্মের নামে মানুষের বিভাজন সৃষ্টি করে কংগ্রেস দেশটাকেই দু-টুকরো করে দিয়েছিল'।

ছটেও উৎপাত শব্দ দানবের

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রশাসনের নির্দেশকে মান্যতা দিয়ে রবীন্দ্র সরোবর এবং সুভাষ সরোবরে ছট পালন করতে কাউকেই যেতে দেখা যায়নি। যে সব পুণ্যার্থী ওই দুই চত্বরে বৃহস্পতিবার ভিড় জমিয়েছিলেন, তাঁদের কী কারণে সরোবরে ছট পুজো করতে যেতে দেওয়া হচ্ছে না তা বোঝাতেও দেখা যায় নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশকর্মীদের। এদিকে পরিবেশ কর্মীরা জানাচ্ছেন, জাতীয় পরিবেশ আদালতের নির্দেশ মেনে দুই সরোবরকে দূষণের হাত থেকে বৃহস্পতিবার রক্ষা করা গেলেও শহরের অন্যত্র দূষণে রাশ টানতে সফল হয়নি প্রশাসন। পাশাপাশি তাঁরা এও জানান, কালীপুজো, দিওয়ালির তুলনায় ছটে বাজি তুলনামূলক ভাবে কম ফেটেছে। বৃহস্পতিবার রাত ন'টা নাগাদ শহরের উত্তর থেকে দক্ষিণ প্রান্তে বাতাসের গুণগত মান বা এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (একিউআই) ছিল সন্তোষজনক।

-বিস্তারিত শহরের পাতায়

সুর নরম ট্রুডোর

নয়াদিল্লি, ৮ নভেম্বর: কুখ্যাত খলিস্তানি নেতা হরদীপ সিং নিজ্জরের খুনের পর থেকে তলানিতে ঠেকেছে ভারত-কানাডা সম্পর্ক। কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর নানা মন্তব্য ও খলিস্তানপ্রীতির কারণে সংঘাত আরও তীব্র হয়েছে। এর মাঝেই কয়েকদিন আগে কানাডার এক মন্দিরে হিন্দু ভক্তদের উপর হামলা চালায় খলিস্তানি জঙ্গিরা। রীতিমত তাণ্ডব করে হলুদ পতাকাধারীরা। এই ঘটনাকে 'কাপুরুষোচিত হামলা' বলে কড়া ভাষায় নিন্দা জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

বারামুল্লায় নিকেশ ২ জঙ্গি

শ্রীনগর, ৮ নভেম্বর: রাতভর অভিযানে উপত্যকায় বড় সাফল্য নিরাপত্তাবাহিনীর। জম্মু ও কাশ্মীরের নানা জায়গায় একের পর এক জঙ্গি হামলার ঘটনায় মাঝেই সেনার গুলিতে নিকেশ হল ২ জঙ্গি। শুক্রবার রাত থেকে এই অভিযান চালানো হয় বারামুল্লার সোপোর এলাকায়। জঙ্গিদের নিকেশ করার পাশাপাশি উদ্ধার হয়েছে বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র। *-বিস্তারিত দেশের পাতায়*

অনুমতি আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'থ্রেট কালচারে' অভিযুক্ত থাকলেই সাসপেন্ড করে ক্লাস থেকে বিরত করা যাবে না। শুক্রবার এমনই নির্দেশ দিয়ে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের সাসপেন্ডেড পড়ুয়াদের ক্লাস করার অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। ফলে আপাতত ক্লাস করতে পারবেন ৭ জন ডাক্তারির পড়ুয়া।

-বিস্তারিত শহরের পাতায়

ঝাড়গ্রামের জুনিয়র ডাক্তার আত্মঘাতীই হয়েছেন

ইঙ্গিত ময়নাতদন্তে

নিজস্ব প্রতিবেদন: ঝাড়গ্রামে চিকিৎসকের রহস্যমৃত্যুর ঘটনাকে প্রাথমিক তদন্তের পর আত্মহত্যা বলেই মনে করছে পুলিশ। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট প্রকাশ্যে না এলেও, পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দেহে কোনও আঘাতের চিহ্ন ছিল না। তবে ওই চিকিৎসকের দেহের পাশ থেকে ইঞ্জেকশন দেওয়ার একটি সিরিঞ্জ উদ্ধার হওয়ায় রহস্য ঘনীভূত হয়। ওই সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, সিরিঞ্জের মাধ্যমে শরীরে কিছু ঢোকানো হয়েছিল বলে ময়নাতদন্তের রিপোর্টে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। আর তার জেরেই মৃত্যু হয় তাঁর।

শরীরে কোনও আঘাতের চিহ্ন না-থাকায় তদন্তকারীরা মনে করছেন, এই কাজ নিজেই করেছিলেন ওই চিকিৎসক। কারণ এটি খুনের ঘটনা হলে প্রতিরোধের চিহ্ন থাকত শরীরে। তা ছাড়া পেশাজীবনে অ্যানাস্থেসিস্ট হওয়ার কারণে কোন ওষুধ শরীরে কী প্রভাব ফেলতে পারে সে সম্পর্কে ওই চিকিৎসকের স্পষ্ট ধারণা ছিল বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা। তবে এই বিষয়ে নিশ্চিত হতে সবিস্তারে তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ। দেহের নমুনা সংগ্রহ করে ভিসেরা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। জেলা পুলিশের এক কর্তা বলেন, তআর যাই হোক, এটি খুনের ঘটনা নয় বলেই মনে হচ্ছে।'

বৃহস্পতিবার ঝাড়গ্রামের রঘুনাথপুর এলাকার একটি লজের ভিতর থেকে উদ্ধার হয় চিকিৎসক দীপ্র ভট্টাচার্যের দেহ। ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজের অ্যানাস্থেশিয়া বিভাগের সিনিয়র রেসিডেন্ট ডাক্তার হিসাবে কর্মরত ছিলেন তিনি। আদতে বেহালার বাসিন্দা দীপ্র বৃহস্পতিবার সকালেই পুজোর ছুটি কাটিয়ে ঝাড়গ্রামে ফেরেন। তার পর থেকে পরিবারের সদস্যেরা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছিলেন না। পুলিশ সূত্রে আগেই জানা গিয়েছিল যে, ব্যক্তিগত জীবনের নানা টানাপড়েনের কথা স্ত্রীকে মেসেজ করে জানিয়েছিলেন বছর বত্রিশের দীপ্র। সেখানে পুরনো স্মৃতি কাটিয়ে ওঠার আগে বিয়ে করার ইচ্ছা ছিল না বলেও জানান তিনি।

মেসেজে এসেছিল আরজি করের ঘটনার প্রসঙ্গও। তিনি মেসেজে লেখেন, 'নোংরা পৃথিবী, অবিচার, নোংরামি দেখেও অন্ধ হয়ে থাকে সবাই। এ ভাবে কি বেঁচে থাকা যায়? এ কোন দুনিয়ায় আমরা বাস করছি? ঘুম থেকে উঠতে ইচ্ছে করে না, জেগে থাকতে ইচ্ছে করে না, চারিদিকে শুধু অন্ধকার।' ময়নাতদন্তের পর বৃহস্পতিবার রাতেই দীপ্রের দেহ ঝাড়গ্রাম থেকে কলকাতার উদ্দেশে পাঠানো হয়েছে।

উদীয়মান সূর্যকে অর্ঘ্য...

ছট পুজো উপলক্ষে শুক্রবার সকালে পুণ্যার্থীদের পুজোর ছবিটি লেন্সবন্দি করেছেন অদিতি সাহা

ভোট পরবর্তী হিংসা

আলোচনায় বসছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সংসদীয় কমিটি

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলায় ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়ে সরব বিরোধীরা। এবার ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়ে আলোচনায় বসছে অমিত শাহের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সংসদীয় কমিটি। আগামী ১১ নভেম্বর সংসদে কমিটির ওই বৈঠক হবে। যে কমিটিতে শাসক এবং বিরোধী মিলিয়ে মোট ৩১ জন সাংসদ রয়েছেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সংসদীয় কমিটিতে বাংলার ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়ে আলোচনা প্রাধান্য পেতে পারে বলে জল্পনা। ওই বৈঠকে শুধু বাংলা নিয়ে আলোচনা হলে তৃণমূল তীব্র প্রতিবাদ জানাবে বলে জানালেন সংসদীয় কমিটির সদস্য তৃণমূল সাংসদ মালা রায়।

বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ রাধামোহন দাস আগরওয়াল এই কমিটির চেয়ারম্যান। বাকি ৩০ জন সাংসদের মধ্যে ১৩ জন বিজেপি বা এনডিএ জোটের শরিক দলগুলির। কমিটির সদস্য হিসেবে তৃণমূলের তরফে রয়েছেন কলকাতা দক্ষিণের সাংসদ মালা রায়, বারাসাতের সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার এবং রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন। এ রাজ্য থেকে বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য ওই কমিটিতে রয়েছেন।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সূত্রে খবর, যে ১০টি বিষয় নিয়ে সংসদীয় কমিটিতে আলোচনা হওয়ার কথা, তার মধ্যে ৯ নম্বরে রয়েছে ভোট পরবর্তী হিংসার বিষয়টি। ২০১৬ সালে দ্বিতীয় তৃণমূল সরকার গঠন হয়। তারপর থেকে লাগাতার রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপি এবং বামেরা নির্বাচন এবং নির্বাচন পরবর্তী সন্ত্রাস নিয়ে অভিযোগে সরব হয়েছে। ২০১৮ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচন, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচন পরবর্তী হিংসা, ২০২১ সালের পুরসভা নির্বাচন এবং ২০২৩ সালে পঞ্চায়েত ভোটে হিংসা নিয়ে শাসকদল তৃণমূলকে নিশানা করেছে বিরোধীরা। একের পর এক ঘটনায় কেন্দ্রের তরফে রাজ্যে ভোট পরবর্তী হিংসা দেখতে প্রতিনিধি দল পাঠানো হয়েছে।

বিজেপির তরফে বারবার অভিযোগ আনা হয়েছে, তাদের বহু কর্মী-সমর্থক ঘর ছাড়া। খুন হয়েছেন অনেকে। যা দেখতে কেন্দ্রীয় দলের সদস্যরা রাজ্যে এসেছেন এবং গিয়ে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাকে রিপোর্টও দিয়েছেন।

এই প্রথম স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সংসদীয় কমিটির বৈঠকে ভোট পরবর্তী হিংসার বিষয়টি উঠে আসতে চলেছে।

বিদায়ী ভাষণে আবেগঘন প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়

নয়াদিল্লি, ৮ নভেম্বর: আনুষ্ঠানিকভাবে প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের কর্মজীবনে শেষ হচ্ছে আগামী ১০ নভেম্বর। তবে আগামী দু-দিন শনি ও রবিবার হওয়ায় শুক্রবার ছিল তাঁর শেষ কর্মদিন। ফলে এদিন বিদায় সংবর্ধনা দেওয়া হল বিচারপতিকে। সেখানেই কপালে হাত ঠেকিয়ে সকলকে নমস্কার করলেন প্রধান বিচারপত। জানালেন, 'কারও মনে কষ্ট দিয়ে থাকলে আমি ক্ষমাপ্রার্থী।' একইসঙ্গে জানালেন, 'আগামিকাল থেকে আর ন্যায়বিচার দিতে পারব না। কিন্তু আমি সন্তুষ্ট।'

২০২২ সালের ৯ নভেম্বর প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হলেও, ডিওয়াই চন্দ্রচূড় বিচারপতি হিসেবে দায়িত্বভার সামলাচ্ছেন সেই ২০১৬ সাল থেকে। বিচারপতি হিসেবে এই ৮ বছরের কর্মজীবনে বহু জটিল মামলায় কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখিন হয়েছেন তিনি। দিয়েছেন একাধিক ঐতিহাসিক রায়। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য গোপনীয়তার অধিকার, অযোধ্যা মামলা, শবরীমালায় মহিলা প্রবেশের অনুমতি প্রভৃতি। শুক্রবার প্রধান বিচারপতির বিদায় সম্ভাষণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অভিষেক মনু সিংভি, কপিল সিব্বলের মতো আইনজীবীরা। সেখানে দেশের বিচারবিভাগে চন্দ্রচূড়ের অবদানের কথা তুলে ধরেন আইনজীবীরা। চলে হালকা রসিকতাও।

এদিন শীর্ষ আদালতে কর্মজীবনের শুরুর দিনের কথা স্মরণ করে প্রধান বিচারপতি বলেন, 'তরুণ বয়সে এই আদালতে আসতাম। খুঁটিয়ে দেখতাম এই আদালত আর আদালতের এই দুটো পোট্রেট। এর পর আজ রাতে ভাবছিলাম, দুপুর ২ টোয় আদালত খালি হয়ে যাবে, আমি নিজেকে স্ক্রিনে দেখব। আপনাদের সবার উপস্থিতিতে আমি অভিভূত। আমরা কাজ করব আবার চলেও যাব। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন থাকবে।' চন্দ্রচূড়ের পর দেশের প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব নেবেন বিচারপতি সঞ্জীব খান্না।

ট্যাবের টাকা গায়েব, স্ট্যাটাস রিপোর্ট তলব

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'তরুণের স্বপ্ন' প্রকল্পে ট্যাবের টাকা গায়েব হয়ে যাওয়ার তদন্ত কতদূর এগিয়েছে রাজ্য সরকার তার রিপোর্ট তলব করেছে। কলকাতা পুলিশের কাছ থেকে এই তদন্তের স্ট্যাটাস রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে বলে নবান্নে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। কিছুদিন আগে সরকারের দেওয়া ট্যাবের টাকা স্টুডেন্টস অ্যাকাউন্ট থেকে গায়েব হওয়া নিয়ে হইচই পড়ে যায় গোটা রাজ্যজুড়ে। জানা যায়, পূর্ব বর্ধমানের পড়ুয়াদের ট্যাবের টাকা চলে যায় উত্তর দিনাজপুরের কয়েকটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে।

তবে এই প্রথম নয়, ২০২২ সালেও একই ঘটনা ঘটেছিল। সেই ঘটনার তদন্তভার ছিল কলকাতা পুলিশের হাতে। তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য কী উঠে এসেছিল? কীভাবে ট্যাবের টাকা আত্মসাৎ হয়েছিল? সেই সব বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ রিপোর্ট এবার তলব করলেন নবান্নের শীর্ষ পর্যায়ের আধিকারিকরা। গোটা ঘটনার তদন্তের রিপোর্ট পেশ করার নির্দেশও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

উল্লেখ্য, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের 'তরুণের স্বপ্ন' প্রকল্পের আওতায় এককালীন দশ হাজার টাকা দেওয়া হয় ট্যাব কেনার জন্য।২০২২ সালের ট্যাব কেলেঙ্কারি ঘটনায় উত্তর দিনাজপুর থেকে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। অবশ্য পরে তারা জামিনে ছাড়াও পেয়ে যান। এবার রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সেই ঘটনার স্ট্যাটাস রিপোর্ট চাওয়া হল ।

বাংলায় গড়ে উঠবে সেমি কন্ডাক্টর শিল্পের হাব, প্রশস্ত হবে বিদেশি বিনিয়োগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকার বাংলাকে সেমি কন্ডাক্টর শিল্পের একটি হাব হিসাবে গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়েছে। কলকাতায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে সেমি কন্ডাক্টর প্ল্যান্ট নির্মাণের ঘোষণার পর এই ক্ষেত্রে রাজ্যে বৈদেশিক বিনিয়োগের পথ আরও প্রশস্ত হবে বলে মনে করা হচ্ছে। এই ক্ষেত্রে আরো লগ্নি টানতে শীঘ্রই আলাদা নীতিও আনা হচ্ছে। তার আগে খসড়া নীতি প্রকাশ করা হবে। সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত নিয়ে চূড়ান্ত নীতি প্রকাশ করা হবে। আগামী বছরের বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনেও সেমি কন্ডাক্টর শিল্পে বিনিয়োগ ও আধুনিকীকরণ বিশেষ আলোচ্য হতে চলেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশেষজ্ঞদল এই সম্মেলনে অংশ নিতে পারেন বলে সরকারি সূত্রে জানা গেছে। গত বছরের গোড়া থেকেই নামজাদা সেমি কন্ডাক্টর কোম্পানিগুলির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলছিল রাজ্যের তথ্যপ্রযুক্তি দপ্তর এবং ওয়েবেল। এর ফলে বহু চিপ ডিজাইনিং এবং প্যাকেজিং স্টার্ট আপ সংস্থা বিভিন্ন রাজ্য থেকে ওয়েবেল আইটি পার্কে নিজেদের ইউনিট সরিয়ে নিয়ে এসেছে। গ্লোবাল ফাউন্ড্রিজ, সিনপসিস, মাইক্রন সহ একাধিক আন্তর্জাতিক সেমি কন্ডাকটর কোম্পানি প্রযুক্তি সংক্রান্ত সম্মেলনের জন্য পশ্চিমবঙ্গকেই বেছে নিয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। একাধিক আন্তর্জাতিক কোম্পানি যোগ দিয়েছে কলকাতায় রাজ্য সরকার আয়োজিত গ্লোবাল ভিএলএসআই কনফারেন্সে। এভাবেই রাজ্যের সম্ভাবনার ক্ষেত্রগুলি আন্তর্জাতিক স্তরে তুলে ধরার ফলে এই সাফল্য বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সূত্রের খবর, সেমি কন্ডাক্টর ক্ষেত্রে অ্যাঙ্কর শিল্প হিসেবে গ্লোবাল ফাউন্ড্রিজের কলকাতায় বিনিয়োগের খবর আসার পরই সব ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া শুরু করল রাজ্য।

উল্লেখ্য, কলকাতায় প্ল্যান্ট নির্মাণে কাজ করবে ‘ভারত সেমি’, ‘থার্ডআইটেক’ এবং ‘ইউএস স্পেস ফোর্স’ নামে তিনটি সংস্থা। ‘গ্লোবাল ফাউন্ডারিজ’ নামে নিউ ইয়র্কের একটি সংস্থা এই প্রকল্পে সহায়তা করবে। এই কারখানা নির্মাণ হলে একদিকে কর্মসংস্থান তৈরি হবে এবং অন্যদিকে দূষণমুক্ত দেশ গড়ার লক্ষ্যে আরও একধাপ এগোবে দেশ।

ইতিহাসের সত্যতা বজায় রাখতে আর্জি বিশিষ্টদের

অশোক সেনগুপ্ত

‘ইতিহাস হওয়া উচিত সত্য, বস্তুনিষ্ঠ। কিন্তু আমরা যে ইতিহাস পাই, তা সরকারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।’ শুক্রবার ‘বিপ্লবী মহানায়ক সূর্য সেন স্মারক বক্তৃতায়’ এই মন্তব্য করলেন প্রবীন শিক্ষাবিদ, অধ্যাপক সুদীন কুমার চট্টোপাধ্যায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিপ্লবতীর্থ চট্টগ্রাম স্মৃতি সংস্থার যৌথ উদ্যোগে দক্ষিণ কলকাতার শহিদ সূর্য সেন ভবনে এই সভায় সংস্থার সভানেত্রী লীলা পুরকায়স্থ বলেন, যে পরিস্থিতিতে, যেভাবে মাস্টারদা তাঁর আন্দোলন পরিচালনা করেছেন, তাকে অবশ্যই সাধুবাদ জানাই। কিন্তু তাঁর আত্মত্যাগের শিক্ষা আমরা নিতে পারিনি। চারদিকে যে অব্যবস্থা, সামাজিক চাপানউতোর চলছে, তাতে মাস্টারদা সম্পর্কে নতুন করে জানার, সেই ইতিহাস নতুন করে ভাবার সময় এসেছে। সভায় বিশিষ্ট আইনজীবী তথা সাংসদ বিকাশ ভট্টাচার্যও ভাষণে ইতিহাসের মর্যাদার উপযোগিতার উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, আমরা এখন অবক্ষয়ের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছি। যেখানে দাঁড়িয়ে চলমান ইতিহাসকে অন্তর দিয়ে রক্ষা করতে হবে। সমগ্র ভারতবাসীকে অন্তর দিয়ে তা অনুভব করতে হবে। আমাদের ব্যর্থতা অভীষ্ঠ লক্ষ্যে আমরা পৌঁছতে পারছি না।

ভবানী পাঠক, দেবী চৌধুরানী, ফকির বিদ্রোহ, পলাশির যুদ্ধ, নৌ বিদ্রোহ প্রভৃতি বিস্তীর্ণ পটভূমির উল্লেখ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন পরীক্ষা নিয়ামক, পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের প্রাক্তন সভাপতি সুদীনবাবু বলেন, ১৯৭৭ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বিগত ৩০ বছরের নথি তাদের আইন অনুসারে প্রকাশ করেন। প্রতিটি প্রায় আড়াই হাজার পৃষ্ঠার, বেশ কয়েকটি খণ্ডে প্রকাশিত ওই সংকলনের শিরোনাম দেওয়া হলো ‘ট্রান্সফার অফ পাওয়ার’। সূর্য সেন বিপ্লবের নতুন দিগন্ত এনেছিলেন। কিন্তু ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্টের প্রাক্কালে জওহরলাল নেহরু মধ্যরাতে যে ভাষণ দেন, তার নির্যাস ছিল, এই স্বাধীনতা আনলেন বাপুজি। এভাবেই ইতিহাসের আখ্যানে লুকিয়ে কাঁদে সত্য। সূর্য সেন বিপ্লবের নতুন দিগন্ত এনেছিলেন। কিন্তু সব মুছে ফেলার চেষ্টা হয়েছে।

সভায় ধন্যবাদ জানান, এশিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদক ও বিপ্লবতীর্থ চট্টগ্রাম স্মৃতি সংস্থার সহ সভাপতি ডঃ সত্যব্রত চক্রবর্তী। দেশাত্মবোধক সংগীত পরিচালনা করেন স্মৃতি সংস্থার শিল্পীবৃন্দ। স্মৃতি সংস্থার যুগ্ম সম্পাদক তপনবিকাশ দত্ত ও অজয়কুমার সেন বলেন, ১৯৭৫ সালে শুরু হয় ‘সূর্য সেন স্মারক বক্তৃতা’। মাঝে করোনাকালে ২০২১ ও ২০২২ ছাড়া প্রতি বছর এই বক্তৃতার আয়োজন করা হচ্ছে।

চন্দননগর খলিশানি সর্বজনীন জগদ্ধাত্রী পুজো এবছর ৭৬ বছরে পা দিল, এবারের থিম ‘সৃষ্টি’।

২০২৬ সালে বাংলায় বিজেপি ক্ষমতায় আসছে: রূপা গাঙ্গুলি

নিজস্ব প্রতিবেদন, নৈহাটি: ২০২৬ সালে বাংলায় বিজেপি ক্ষমতায় আসছে। আত্মবিশ্বাসী রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ তথা তারকা বিজেপি নেত্রী রূপা গাঙ্গুলি। শুক্রবার বেলায় নৈহাটি কেন্দ্রের উপনির্বাচনের দলীয় প্রার্থী রূপক মিত্রের সমর্থনে প্রচারে আসেন গেরুয়া শিবিরের নেত্রী রূপা গাঙ্গুলি। হুড খোলা গাড়িতে চেপে মালঞ্চ রোডের বালিভাড়া তেল কল মোড় থেকে দলীয় প্রার্থীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি বিস্তীর্ণ অঞ্চল ভোট প্রচার করেন। নৈহাটিতে প্রচারে এসে রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ জোরের সঙ্গে দাবি করেন, ২০২৬ সালে বিজেপি ক্ষমতায় আসছে। এতে কোনও দ্বিমত নেই। তাঁর কথায়, যারা এতদিন অন্যায়, অত্যাচার করেছেন। তাঁরা এবার বাড়িতে বসে কয়েকদিন বিশ্রাম করুক। তাঁর দাবি, তৃণমূল ও সিপিএমের মধ্যে যারা ভালো আছেন। তাঁরাও আগামী নির্বাচনে বিজেপিকে ভোট দেবেন। বিজেপির তারকা নেত্রী আরও দাবি করলেন, নৈহাটি-সহ রাজ্যের ছয়টি কেন্দ্রের উপনির্বাচনে আর জি কাণ্ডের প্রভাব পড়বে। কারণ, বাংলার মানুষ এখন বীতশ্রদ্ধ, তিতিবিরক্ত। তাঁর আশা, উপনির্বাচনে মানুষ বিজেপিকে ভোট দিতে এগিয়ে আসবেন। তাঁর মন্তব্য, আরজি কর কাণ্ডের দায়ভার মমতা ব্যানার্জিকেই নিতে হবে। তাছাড়া এতবড় ঘটনাকে তৃণমূল সরকার ধামাচাপা দিতে তৎপর হয়ে উঠেছে। এটা বুঝতে বাংলার মানুষের আর কিছু বাকি নেই।

বাল্যবিবাহ রুখতে প্রতিটি ব্লকে বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে বাল্যবিবাহ রুখতে প্রতিটি ব্লকে বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক নিয়োগ করা হচ্ছে। ব্লকের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিশু উন্নয়ন প্রকল্প আধিকারিকদের অতিরিক্ত দায়িত্ব দিয়ে বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ আধিকারিক হিসাবে নিয়োগ করছে নারী, শিশু ও সমাজ কল্যাণ দপ্তর। এতদিন এমন ঘটনা আটকাতে কখনও পুলিশ, কখনও বিডিও আবার অনেক সময় বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, এমনকী স্থানীয় পঞ্চায়েতও পদক্ষেপ করত। এবার থেকে একজন নির্দিষ্ট আধিকারিককে এই দায়িত্ব দেওয়া হল। এই আধিকারিকরা নিজ নিজ ব্লক এলাকায় বাল্যবিবাহের ঘটনা রুখতে পদক্ষেপ করবেন এবং এই সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সবরকম কর্মসূচি নেবেন। দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদ, মালদা প্রভৃতি জায়গায় এখনও বিক্ষিপ্ত ভাবে হলেও বাল্যবিবাহের অভিযোগ উঠছে। কিছু খবর পুলিশ ও প্রশাসনের কাছে এলেও অনেক ক্ষেত্রে চুপিচুপি এই কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়। বিষয়টি যথেষ্ট উদ্বেগের বলেই অভিমত দপ্তরের। তাই নির্দিষ্ট একজন করে অফিসারকে এই ব্যাপারে দায়িত্ব দিয়ে বিষয়টির উপর আরও কঠোর নজরদারি চালাতে চাইছেন আধিকারিকরা। তবে সিডিপিওরা কীভাবে কাজ করবেন, বা এই সংক্রান্ত কোনও স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর দপ্তর থেকে দেওয়া হবে কি না সে ব্যাপারে এখনও স্পষ্টভাবে কিছু জানা যায়নি।

জাতির ভবিষ্যৎ গড়তে সরকার, সমাজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিল্পকে এগিযে আসতে হবে, বার্তা সিআইআই-এর

নিজস্ব প্রতিবেদন: যে কোনও সম্প্রদায় বা জাতির ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা অপরিহার্য। একইভাবে, আমাদের মাপকাঠিগুলি বিচার করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হওয়া উচিত, যেখানে সরকার, সমাজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিল্পকে অবশ্যই নিখুঁতভাবে কাজ করতে হবে। শুক্রবার কলকাতায় এমনটাই জানালেন সিআইআই ইস্টার্ন রিজিয়ন আয়োজিত তৃতীয় এডুকেশন ইস্ট সামিট-এ এআইইউ-এর অতিরিক্ত সচিব, এআইসিটিই-এর প্রাক্তন উপদেষ্টা এবং ইউজিসি-র প্রাক্তন যুগ্ম সচিব ডঃ মমতা রানি আগরওয়াল। পাশাপাশি তিনি এও বলেন, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আরও উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য শিল্পোদ্যোগকে এগিয়ে আসতে হবে। তিনি আরও বলেন, দক্ষতার প্রশিক্ষণ দ্বারা চিহ্নিত শিক্ষার ভবিষ্যৎ আসন্ন চাকরির প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য যৌক্তিক ও সৃজনশীল চিন্তাভাবনা উভয়কেই কার্যকরভাবে সংহত করার জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ। ম্যাককিনসির একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে শিল্প নিয়োগের প্রবণতাগুলির মধ্যে ৮৫ শতাংশ ম্যানেজার ফ্রিল্যান্স ভূমিকার জন্য নিয়োগের সময় শিক্ষাগত ডিগ্রির পরিবর্তে প্রার্থীদের দক্ষতাগুলিতে মনোনিবেশ করে। যা শিল্প নিয়োগের প্রবণতাগুলিতে একটি পরিবর্তন এনেছে।

এরই রেশ ধরে ডাঃ আগরওয়াল এদিন এও বলেন, বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের রিপোর্ট ইঙ্গিত করে যে ২০২৭ সালের মধ্যে, ৭৫ মিলিয়ন পুনরাবৃত্তিমূলক এবং ম্যানুয়াল চাকরি অদৃশ্য হয়ে যাবে, যেখানে ১২২ মিলিয়ন নতুন পদে বিভিন্ন দক্ষতা প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে তিনি জোর দিয়ে বলেন যে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক পেশাদারদের একটি প্রজন্মকে তৈরি করছে এবং আঞ্চলিক সীমাবদ্ধতাগুলি কাটিয়ে উঠতে বহু ভাষায় শিক্ষা প্রদান করছে। শুক্রবার ব্রিটিশ ডেপুটি হাই কমিশনের ডেপুটি হাই কমিশনার অ্যান্ড্রু আলেকজান্ডার ফ্লেমিং তাঁর বক্তব্য রাখতে গিয়ে জানান, ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষে মোট ১২৬,৫৩৫ জন ভারতীয় শিক্ষার্থী হিসেবে ইংল্যান্ডে গেছেন। এর থেকে এটা স্পষ্ট যে, এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরে এটি ভারতীয়দের কাছে দ্বিতীয় সর্বাধিক জনপ্রিয় গন্তব্য হয়ে উঠেছে। উপরন্তু, গত বছরে, ইউনাইটেড কিংডম ভারতীয় নাগরিকদের ১৪২,৮৪৮ জন ছাত্রকে ভিসা প্রদান করেছে। এই পরিসংখ্যান ভারতীয় ছাত্রদের ইংল্যান্ডে প্রতি তাঁদের বিশেষ যে আকর্ষণ রয়েছে তাতে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির এক ইঙ্গিত দেয়। সঙ্গে এও জানান, ইংল্যান্ডে ছাত্রছাত্রী পাঠানোর ক্ষেত্রে চিনকে ছাপিয়ে গিয়েছে ভারত। বর্তমানে, জাতীয় শিক্ষানীতি (এনইপি) ২০২০ ভারতের শিক্ষার ক্ষেত্রে রূপান্তরকারী হিসাবে প্রমাণিত। এই নীতির লক্ষ্য হল ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিকরণ করা, যার ফলে আরও বেশি আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী আকৃষ্ট হবে। পাশ্চাত্য দেশগুলির ছাত্রছাত্রীদের জন্য উচ্চশিক্ষার জন্য ভারতকে বিবেচনা করাও অপরিহার্য।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৮/১০/২০২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৪২ নং এফিডেভিট বলে আমি Riddhi Das D/o. Manojit Das নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Kabira Rahaman নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি হিন্দু ধর্ম হইতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৭/০২/২০২৪ 1st Class জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হাওড়া, কোর্টে M/59 নং এফিডেভিট বলে আমি MAMANI MONDAL D/o. DUKHIRAM SIKDAR নাম একই রেখে ধর্ম পরিবর্তন করিলাম। আমার নাম সর্বত্র MAMANI MONDAL-ই থাকিল। আমি হিন্দু ধর্ম হইতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

শ্রীমতী সবিতা অধিকারী স্বামী সুমিত অধিকারী সাকিম ও পোঃ আকনা, থানা পোলবা, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৪৮, বিগত ইং- 23/03/2023 তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-2572/2023 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী মিঠু শর্মা** পিতা ৺হরিওম শর্মা সাকিম খগেন্দ্র পল্লী পোঃ ও থানা মগরা, জেলা হুগলী, পিন-৭১২১৪৮ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমার মক্কেল বিগত ইং 09/02/2024 তারিখে ডি.এস.আর-II, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-328/2024 নং কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী রিঙ্কু দাস** স্বামী মৃণাল দাস সাকিম মগরা পূর্ব সেখপাড়া, পোঃ ও থানা মগরা, জেলা হুগলী, পিন-৭১২১৪৮ মহাশয়াকে বিক্রয় করেন।
তপশীল – জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা গজঘন্টা, জে.এল. 41, হাল এল. আর 2422 খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল এল.আর. 21 দাগে বাস্তু জমি 2 কাঠা 15 বর্গফুট আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **শ্রীমতী রিঙ্কু দাস** স্বামী মৃণাল দাস উক্ত খরিদা জমি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগড়া-চুঁচুড়া ব্লক, অফিসে আবেদন করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।
ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু)**, জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

শ্রী সন্টু বাউলদাস পিতা- স্বর্গীয় বিভূতি ভূষন বাউলদাস, সাকিম - কামতাই, পোঃ - মেঘসার, থানা-পান্ডুয়া, জেলা - হুগলী, মহাশয় তাহার স্বত্ব দখলি নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি দেখাশুনা ও বিক্রয়ের নিমিত্তে বিগত ইং ২৩/০৭/২০২৪ তারিখে তাহার ভ্রাতা ওরফে আমার মক্কেল **শ্রী সংগ্রাম বাউলদাস**, পিতা- স্বর্গীয় বিভূতি ভূষন বাউলদাস, সাং - কামতাই, পোঃ - মেঘসার, থানা-পান্ডুয়া, জেলা - হুগলী মহাশয়কে ADSR চুঁচুড়া হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ৮৩৬৫/২০২৪ নং আমোক্তার নামা দলিল মূলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমোক্তার নামা বলে তিনি **শ্রী রবি প্রকাশ তিয়ারী** এবং **অমিত কুমার তিয়ারী** উভয়ের পিতা চন্দ্র শেখর তিয়ারী, সাং- স্পেশ টাউন হাউসিং কমপ্লেক্স, পোঃ- এয়ারপোর্ট, থানা- বাগুইহাটি, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা মহাশয় দ্বয়কে উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিবার নিমিত্তে চুক্তি বদ্ধ হইয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনোরুপ আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে আমার মক্কেলের নিকট আপত্তি দখিল করিবেন, নচেৎ উক্ত আমোক্তার নামা বলে তাহাদের অনুকুলে সাফ বিক্রয় কোবলা দলিল সম্পাদন করিবেন এবং পরবর্ত্তী কালে কোনরুপ ওজর আপত্তি গ্রাহ্য হবে না। **তপশীল :** জেলা হুগলী ও থানা পোলবা অধীনস্থ মৌজা - নগরপাড়া, জে.এল.নং - ১, হাল খতিয়ান নং - ৭৬১ ভুক্ত। সাবেক তথা হাল দাগ - ৯৫ (পঁচানব্বই), ১৲ আনায় উপরোক্ত খতিয়ান ভুক্ত ০.১১১১ অংশে ১২ শতক, শ্রেনী- শালি।
বিনীত-**মহঃ রাজীব (এ্যাডভোকেট)**, জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

আমরা কল্পনা বিশ্বাস, পিতা ৺রাজেন্দ্র বিশ্বাস, সর্বসাকিন গোয়ালদহ নতুনপাড়া, পোঃ-গোয়ালদহ, থানা কোতয়ালি, জেলা নদীয়া, পিন ৭৪১১০৩ অপর্না ভক্ত (বিশ্বাস), স্বামী শ্রী জগদীশ ভক্ত সাকিন চরসড়াটি, পোঃ-মুরটিপুর, থানা কল্যাণী, জেলা নদীয়া, পিন ৭৪১২৩৫ মহাল ৯২ নং এল.আর ১৭৬৪৪ নাম্বার খতিয়ানে আর.এস ১৭২৮১, এল.আর ২১৪০০ নম্বর দাগের ৩৩ শতকের মধ্যে ২/৫ অংশে ১৩.২৩ শতক কম বেশি ৮ কাঠা জমি পাওয়ারকৃত করা হয় ২৯/০৯/২০২২ তারিখে কৃষ্ণনগর এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৪ নং বহির ১৩০২ ভল্যুমের ২৭৪৮ হইতে ২৭৫৯ নং পাতায় ১৫৯ নং আমমোক্তারনামার বলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত শ্রী চঞ্চল কুমার বিশ্বাস, পিতা স্বর্গীয় সৃষ্টিধর বিশ্বাস, সাকিন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোড, পোষ্ট কৃষ্ণনগর, থানা কোতয়ালী, জেলা নদীয়া, পিন ৭৪১১০১ মহাশয়কে। উক্ত সম্পত্তি ০৩/০১/২০২৪ তাং I-78/2024 নং দলিল বলে শ্রী সুজিত বিশ্বাস, পিতা স্বর্গীয় সন্ন্যাসী চরণ বিশ্বাস, সাকিন ও পোষ্ট বাদকুল্লা, থানা তাহেরপুর, জেলা নদীয়া, পিন ৭৪১১২১ মহাশয় কে ৩৩ শতকের মধ্যে ২/৫ অংশ ১৩.২৩ শতক, তন্মধ্যে ৪.৯৫ শতক বাংলা মাপে কম বেশি ৩ কাঠা সম্পত্তি বিক্রয় করা হয়। উক্ত সম্পত্তি বিষয়ে যদি কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকে তাহলে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর এ.ডি.এস.আর অফিসে এসে যোগাযোগ করবেন অন্যথায় আইন অনুসারে কার্য্য হইবে।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

আমার মক্কেল **শ্রী মুকুন্দ দাস** পিতা সাধন চন্দ্র দাস সাং রুকেশপুর, পোঃ বানেশ্বরপুর, বলাগড়, হুগলী-৭১২৫১৫ মহাশয়কে বিগত ইং ০৮/০৩/২০২২ তারিখে রুকেশপুর, বানেশ্বরপুর, বলাগড়, হুগলী-৭১২৫১৫ নিবাসী **তপতী দাস দীগর** চুঁচুড়া A.D.S.R. হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-770 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত ক্ষমতা বলে **মুকুন্দ দাস** রুকেশপুর মৌজায়, 113 নং জে.এল ভুক্ত, 1310, 1315 ও 1321 নং দাগে সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।
ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু)**, জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

আমার মক্কেল মধুসূদন মন্ডল, পিতা বলাই চন্দ্র মন্ডল মহাশয় গত ইং ২৫.০২.২০০৪ তারিখে হাওড়া এ্যাডিঃ ডিঃ সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত দলিল নং-IV ১৩৬ নং আমমোক্তার নামা দলিল বলে কোনা (জে. এল. নং ১০৭) মৌজায় হাল ১৬৯১ নং খতিয়ানে সাবেক ৬৫১ নং হাল ৬৭৭ নং দাগে ৭ কাঠা ৪ ছটাক জমি ১। জয়দেব দাস, ২। মনোরমা দাস, ১ নং পিতা, ২ নং স্বামী হারান চন্দ্র দাস, মহাশয়া/মহাশয়ার নিকট হইতে বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, উক্ত বিষয়ে কারোর কোনও আপত্তি থাকিলে তিনি বালী জগাছা বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও.অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

আমার মক্কেল অজয় কুমার বিশ্বাস, পিতা সতীশ চন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় গত ইং ০৭.০৩.২০২৪ তারিখে হাওড়া অ্যাডিঃ ডিঃ সাব রেজিষ্ট্রি অফিসে বুক নং-১, ভল্যুম নং-০৫০২-২০২৪, পাতা নং-৬২১৬৯ হইতে ৬২১৯৩, বিয়িং নং-০৫০২০২০৫২১ নং আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা ১। শঙ্কর লাল বিশ্বাস, পিতা প্রবোধ চন্দ্র বিশ্বাস, ২। অঞ্জুশ্রী বিশ্বাস, ৩। সমরজিৎ বিশ্বাস, ২নং স্বামী, ৩নং পিতা রঞ্জিত কুমার বিশ্বাস, ৪। কুমকুম বিশ্বাস, ৫। ইন্দ্রনীল বিশ্বাস, ৪নং স্বামী, ৫নং পিতা সনৎ কুমার বিশ্বাস, ৬। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, পিতা সতীশ চন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়া/মহাশয়া গণের নিকট হইতে জগদীশপুর (জে.এল. নং ২) মৌজায় সাবেক ২০০৭ নং হাল ২১৩৯ নং দাগে হাল ৩৯৭২ নং খতিয়ানে ০.০১৬৭ একর জমি, ঐ দাগে ২৭৭৬/১ নং খতিয়ানে ০.০১৬৬ একর ও ঐ দাগে হাল ২৩৯৭ নং খতিয়ানে ০.০২০০ একর জমি বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, উক্ত বিষয়ে কারোর কোনও আপত্তি থাকিলে তিনি বালী জগাছা বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

আমার মক্কেল পূর্ণিমা ভট্টাচার্য্য, স্বামী দেবব্রত ভট্টাচার্য্য, সাং চামরাইল বামুনপাড়া মহাশয়া গত ইং ১৬.১০.২০২৩ তারিখে হাওড়া অ্যাডিঃ ডিঃ সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে বুক নং-১, ভল্যুম নং-০৫০২-২০২৩, পাতা নং-৩১৩৮৪২ হইতে ৩১৩৮৬১, বিয়িং নং-০৫০২১১৫০৩ নং আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা জগদীশপুর মৌজায় (জে.এল. নং ২) মৌজায় হাল ৮৫২০, ৮৫২১ ও ৮৫২২ নং খতিয়ানে সাবেক ৫১৩৫ নং হাল ৫২৩৫ নং দাগে ২ কাঠা জমি ১। উজ্জ্বল ভট্টাচার্য্য, পিতা নারায়ণ ভট্টাচার্য্য ও ২। শ্রাবণী রায় (ভট্টাচার্য্য), স্বামী শপথ রায় মহাশয়া/মহাশয়ার নিকট হইতে বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, উক্ত বিষয়ে কারোর কোনও আপত্তি থাকিলে তিনি বালী জগাছা বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

আমার মক্কেল দীপক কুমার ডালমিয়া, পিতা শিউ কুমার ডালমিয়া, সাং- ৩৭, ডাঃ অবনীদত্ত রোড, সালকিয়া, মহাশয় ইং ১০.০৬.২০২০ তারিখে হাওড়া ডিঃ সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে বুক নং-৪, ভল্যুম নং-০৫০১-২০২০, পাতা নং-৫২১৩ হইতে ৫২৪২, বিয়িং নং-০৫০১০০১৮৩নং আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা ১। শিউ কুমার ডালমিয়া, পিতা মহাদেবলাল ডালমিয়া, ২। অনু ডালমিয়া, স্বামী দীপক কুমার ডালমিয়া, ৩। মনোজ কুমার ডালমিয়া, পিতা শিউ কুমার ডালমিয়া, ৪। পুনম ডালমিয়া, স্বামী মনোজ কুমার ডালমিয়া, ৫। সাবিত্রী দেবী ডালমিয়া, স্বামী শিউ কুমার ডালমিয়া, মহাশয়া/মহাশয়া গণের নিকট হইতে মৌজা বেলগাছিয়া-কিসমত, জে.এল. নং ১০৯, মৌজার হাল ৫৬৫৯, ৫৬৬০, ৫৬৬১, ৫৬৬৫, ৫৬৬৬ এবং ৫৬৬৭ নং খতিয়ানে, সাবেক/হাল ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০ নং দাগে ৪৩ কাঠা ৪ ছটাক জমি বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, উক্ত বিষয়ে কারোর কোনও আপত্তি থাকিলে তিনি বালী জগাছা বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও. দপ্তরে যোগাযোগ করিবেন।

নোটিশ

আমি **মধু আইয়ার**, স্বামী বিজয় আইয়ার, 247 লেক গার্ডেন্স, কোলকাতা-45. আমার নামীয় **নাগা ধুনসেরি গ্রুপ লিমিটেড** এর সার্টিফিকেট নং 2978, ডিস্টিংটিভ নং 427286 থেকে 427385, ফোলিও নং I00004, শেয়ার নং 100 ও সার্টিফিকেট নং 4154, ডিস্টিংটিভ নং 623680 থেকে 624082, ফোলিও নং 100004, শেয়ার নং 403 কিছুদিন আগে হারিয়ে গেছে। যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি উক্ত সার্টিফিকেট গুলি পান, তাহলে অনুগ্রহ করে নিম্নলিখিত মোবাইল নম্বরে জানাইবেন- 9831100936।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৯ ই নভেম্বর, ২৩ শে কার্তিক, শনিবার। অষ্টমী তিথি। জন্মে মকর রাশি, অষ্টোত্তরী বৃহস্পতি ও বিংশোত্তোরী চন্দ্র র মহাদশা, মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : মধ্যম মানের দিন। দিনটা বুদ্ধিমত্তা ও সতর্কতার সঙ্গে চলতে হবে। প্রতিবেশীর সঙ্গে বিবাদ বিতর্ক হলেও সন্ধ্যার পর শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অশুভ বিবাহের কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা, প্রবীণ নাগরিকের সম্মান প্রাপ্তি। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়।

বৃষ রাশি : শুভাশুভ মিশ্র অনুভূতি দিন। ভাবনা চিন্তা না করে, এক নারীর বুদ্ধিতে, আজকের দিনটি কাটাতে হবে, পিতা-মাতা বড় ভাই বোন, পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিকদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে কাজ করতে হবে। মায়েদের নিম্নতল পেটের সমস্যা, গলব্লাডার সমস্য হবে, প্রস্টেড গ্ল্যান্ড নিয়ে যারা সমস্যায় রয়েছেন তাদের সুচিকিৎসার সম্ভাবনা। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র।

মিথুন রাশি : দিনটি বিজয় সূচক। আজ ডিস্ট্রীবিউটার বা এজেন্ট বাজারে যারা খুচরো ব্যবসায়ী তাদের লাভ প্রাপ্তি। যে কাজটা হওয়ার কথা ছিল, যদি তাড়াহুড়ো না করেন তাহলে তা হয়ে পড়বে। পরিবারে গৃহশত্রু থেকে সতর্কতা। আজকের মন্ত্র গঙ্গা মন্ত্র।

কর্কট রাশি : শুভাশুভ মিশ্র দিন। লেখক শিল্পী সাংবাদিক তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। গুপ্ত কথা কেন প্রকাশ্যে আলোচনা করছেন? ভাইদের মধ্যে, কনিষ্ঠ যে তার দ্বারা কিছু সমস্যার তৈরি হবে। সতর্ক থাকা ভালো। জল ও তরল পদার্থ ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে পারেন। প্রতিবেশীর দ্বারা গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র। মন্ত্র ওম নমো শিবায়।

সিংহ রাশি : সতর্ক থাকতে হবে ভাই বন্ধু স্বজন থেকে কিছু দুশ্চিন্তা থাকবে। পরিবারে দাম্পত্য প্রেম-ভালোবাসায় তৃতীয় ব্যক্তির নাক গলানোর জন্য সমস্যা তৈরি হবে। সন্ধ্যার পর পুরাতন বান্ধব দ্বারা সমস্যা মুক্তি। মন্ত্র গণেশ দেব ভগবান।

কন্যা রাশি : যে ছলনা করছে তাকে আজ চিনতে পারবেন। পরিবারে বিবাদ বিতর্ক, বৃদ্ধি হবে। যাকে বিশ্বাস করে এগিয়েছেন তার ওপর ভরসা রাখুন, নিশ্চয়ই শুভ ফল পাবেন, প্রবীন নাগরিকদের পেট লিভার স্টমাক পীড়া দেখা দেবে। মন্ত্র মহাকালী মন্ত্র।

তুলা রাশি : পরিবারের ছোট ভ্রমণ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। আজ যে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাচ্ছেন। সেখানে বিরূপ সমালোচনা হবে। ধৈর্য রাখবেন জয় আপনার নিশ্চিত। ঋণ বিষয় চিন্তা আজ দুশ্চিন্তায় পরিণত হবে। মন্ত্র গনেশ মন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : প্রভাব শালী মানুষ আপনাকে স্বাগতম জানাবে। প্রেম শুভ পরিবারে বয়স্ক সদস্যের কারণে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। ব্যবসায় অস্থিরতা থাকবে। বিদ্যার্থীদের ধৈর্য ধরা উচিত প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ হবে। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

ধনু রাশি : সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি, বুদ্ধির দ্বারা ও এক মহিলার সহযোগিতায় শুভ হবে। ব্যাংকে গচ্ছিত সম্পদ থেকে আয় বৃদ্ধি। যারা বিদেশে কর্মরত তাদের শুভ সৌভাগ্য। কর্মের জন্য যারা চেষ্টা করছেন তাদের জন্য শুভ। মন্ত্র কালী মন্ত্র।

মকর রাশি : আজ বুদ্ধি প্রয়োগ করতে হবে। সিদ্ধান্ত নিতে হবে। নারীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। যে প্রতিবেশীকে খুব ভালো ভেবে কিছু গুপ্ত কথা বলেছিলেন, আজ তার স্বরূপ ধরতে পারবেন। ছলনাময়ী নারী পুরুষ থেকে দূরে থাকুন। মন্ত্র শনিমন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : কেন আপনার বিরুদ্ধাচারণ করবে তা ভাবা উচিত। তার থেকে সতর্ক থাকা ভালো। সংকল্প গোপন করুন। ন বিষয়ে দুশ্চিন্তা। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন। কর্ম প্রার্থীর সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি হবে। মন্ত্র। শনি মন্ত্র।

মীন রাশি : বিবাদ তর্ক আজ মিটে যাবে পরিবারে খুশির বাতা বরণ। যে বন্ধুর অপেক্ষায় ছিলেন আজ তার দ্বারা কোন উপকার সাধিত হবে। তবে ন বিষয়ে দুশ্চিন্তা। যারা কর্মের আবেদন করছেন তাদের জন্য আজ অত্যন্ত

(গোপাষ্টমী, গোগ্রাসদান। গোপুজন। গোষ্ঠঅষ্টমী। ঠশুভ কর্ম - অন্নপ্রাশন, দীক্ষা, গাত্রহরিদ্রা, দেবতা গঠন, শিল্প বাণিজ্য শুভারম্ভ, সাধভক্ষন।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ৯ নভেম্বর ২০২৪, ২১ কার্তিক, শনিবার

পদক্ষেপ নেওয়া হলেও ছটে শব্দ দানবের থেকে রক্ষা পেল না কলকাতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রশাসনের নির্দেশকে মান্যতা দিয়ে রবীন্দ্র সরোবর এবং সুভাষ সরোবরে ছট পালন করতে কাউকেই দেখা যায়নি। যে সব পুণ্যার্থী ওই দুই চত্বরে বৃহস্পতিবার ভিড় জমিয়েছিলেন, তাঁদের কী কারণে সরোবরে ছটপুজো করতে যেতে দেওয়া হচ্ছে না তা বোঝাতেও দেখা যায় নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশকর্মীদের। এদিকে পরিবেশ কর্মীরা জানাচ্ছেন, জাতীয় পরিবেশ আদালতের নির্দেশ মেনে দুই সরোবরকে দূষণের হাত থেকে বৃহস্পতিবার রক্ষা করা গেলেও শহরের অন্যত্র দূষণে রাশ টানতে সফল হয়নি প্রশাসন। পাশাপাশি তাঁরা এও জানান, কালীপুজো, দিওয়ালির তুলনায় ছটে বাজি তুলনামূলকভাবে কম ফেটেছে। বৃহস্পতিবার রাত ন'টা নাগাদ শহরের উত্তর থেকে দক্ষিণ প্রান্তে বাতাসের গুণগত মান বা এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (একিউআই) ছিল সন্তোষজনক। রবীন্দ্র ও সুভাষ সরোবরে যাতে কেউ যাতে ছট পালনের জন্য ঢুকতে না পারেন, তার জন্য বুধবার রাত আটটা থেকে শুক্রবার দুপুর ১২টা পর্যন্ত দুই সরোবরের গেট বন্ধ রাখার কথা আগেই জানিয়েছিল কেএমডিএ। দুই সরোবরের প্রতিটি গেটেই বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষী ছাড়াও পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন ছিল। সেই কারণে চেষ্টা করেও ভিতরে ঢুকতে পারেনি কেউ। পুণ্যার্থীদের যাতে ছট পালনে সমস্যা না হয়, সে জন্য রবীন্দ্র সরোবর লাগোয়া ১৩টি এবং সুভাষ সরোবরের আশেপাশে ১২টি বিকল্প ঘাট তৈরি রাখা ছিল কেএমডিএর তরফে। সেই সব ঘাটে বিকেলের পর থেকেই উপচে পড়েছে পুণ্যার্থীদের ভিড়। যাঁদের মধ্যে অনেককেই ডিজে বক্স বাজাতে দেখ া গেছে। তাতে দেদার শব্দদূষণ হয়েছে। পাশাপাশি ফেটেছে নানা রকমের বাজিও। যার আওয়াজ থেকেই স্পষ্ট, এই বাজির অধিকাংশই নিষিদ্ধ। পাশাপাশি, শহরে যে এ দিন ডিজের ভালোই দাপট ছিল, তা ধরা পড়েছে শব্দের মাত্রার পরিসংখ্যানেও। নিয়ম অনুযায়ী, বসতি এলাকায় সকাল ছ'টা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত শব্দের মাত্রা থাকা উচিত ৫৫ ডেসিবেল এবং হাসপাতালের মতো সাইলেন্স জোনে ৫০ ডেসিবেল। তবে এ দিন বিকেল থেকেই তা ছিল অনেকটাই বেশি। কেন ঠেকানো গেল না বাজির দাপট এই প্রশ্নে সবুজ মঞ্চের অন্যতম কর্মকর্তা নব দত্তের দাবি, 'দুর্গাপুজোর তিন মাস আগে থেকেই নিষিদ্ধ বাজি শহরে ঢুকতে শুরু করে। আগে থেকে নজরদারি না থাকার জন্যই সকলের হাতে বাজি পৌঁছেছে। তাই এই পরিস্থিতি।'

যদিও কলকাতা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার পদমর্যাদার এক অফিসারের দাবি, 'গত বছরের তুলনায় এই বছর ছটে বাজি ফাটানোর প্রবণতা অনেকটাই কম।' ছট পুজোয় দূষণ সম্পর্কে পরিবেশ বিজ্ঞানী অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'বৃহস্পতিবার শহরের বাতাসের গুণগত মান ঠিক থাকলেও শুক্রবার পরিস্থিতি বদলাবে। সৌজন্যে, নিষিদ্ধ বাজি।' পরিবেশকর্মী সুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, 'কড়া নিরাপত্তার জন্যই ছট পালনে এ দিন সরোবরের মধ্যে কেউ ঢুকতে পারেনি। কড়া নিরাপত্তার জন্য প্রশাসনকে ধন্যবাদ।' দুই সরোবরকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করতে প্রশাসন সফল হয়েছে ঠিকই। তবে, কড়া নজরদারি না থাকায় দেদার বাজি ফেটেছে, এমনটা জানান পরিবেশ কর্মী সুভাষ দত্ত।

থ্রেট কালচারে অভিযুক্ত ৭ ডাক্তারি পড়ুয়াকে ক্লাস করার অনুমতি দিল হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: থ্রেট কালচারে অভিযুক্ত থাকলেই সাসপেন্ড করে ক্লাস থেকে বিরত করা যাবে না। শুক্রবার এমনই নির্দেশ দিয়ে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের সাসপেন্ডেড পড়ুয়াদের ক্লাস করার অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। ফলে আপাতত ক্লাস করতে পারবেন ৭ জন ডাক্তারির পড়ুয়া। আদালত সূত্রে খবর, এঁদের মধ্যে বেশিরভাগ ইন্টার্ন এবং বাকিরা পিজিটি চিকিৎসক।

শুক্রবার বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর এজলাসে মামলাটি উঠলে তিনি অন্তর্বর্তী নির্দেশে জানান, আপাতত ক্লাস করতে পারবেন ওই ডাক্তারি পড়ুয়ারা। আর তা করতে গিয়ে কোনও বাধা পেলে স্থানীয় থানার সাহায্য নিতে পারবেন। তবে এখনই হস্টেলে প্রবেশে করতে পারবেন না। উল্লেখ্য, এর আগে এই থ্রেট কালচারে অভিযুক্ত আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের ৫১ জনকে সাসপেন্ড করা হলে, প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় কর্তৃপক্ষকেই। এবার বর্ধমান মেডিক্যালের অভিযুক্তদের সাসপেনশন স্থগিত করে হাইকোর্ট ক্লাসের অনুমতি দেওয়ায় তা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল।

এদিকে এই ঘটনার সূত্রপাত গত সেপ্টেম্বরে। সাত জুনিয়র চিকিৎসকের বিরুদ্ধে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের বেশ কয়েকজন ছাত্রী র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ তোলেন। এরপরই 'থ্রেট কালচার'র অভিযোগে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। কলেজ কাউন্সিল অবশ্য অভিযোগ পেয়েই তদন্তে নামে। জরুরি বৈঠকে অভিযোগ খ তিয়ে দেখে সাত পড়ুয়া-সহ বেশ কয়েকজনকে সাসপেন্ড করে কাউন্সিল। হস্টেলে প্রবেশও নিষিদ্ধ করা হয়। কলেজ কাউন্সিলের এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন ওই সাত পড়ুয়া। তাঁদের হয়ে মামলা লড়েন আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সওয়াল করতে গিয়ে কল্যাণ জানান, র‍্যাগিংয়ে ঠিক কী অভিযোগ, তা জানানো হয়নি। ফলে একতরফাভাবে কীভাবে কলেজ কাউন্সিল এই সিদ্ধান্ত নিতে পারে তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন আইনজীবী কল্যাণ। আদালত সূত্রে খবর, এই মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী ১১ নভেম্বর।

গত ৫ বছরে নয়ছয় হয়েছে বিপুল পরিমাণ সরকারি অর্থ, রিপোর্টে জানাল ক্যাগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি অর্থাৎ, ম্যাকাউট-এ পাঁচ বছরে বিপুল সরকারি অর্থ নয়ছয় হয়েছে বলে জানালো কন্ট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল বা ক্যাগ। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, সরকারি পদ্ধতি না মেনে ও বিকাশ ভবনের সম্মতি ছাড়াই নানা খ াতে প্রচুর বাড়তি ও অতিরিক্ত টাকা খরচ। প্রসঙ্গত, ২০১৮ সালের ১ এপ্রিল থেকে ২০২৩ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত এই তালিকায় একাধিক দুর্নীতি সামনে এসেছে। সূত্রে খবর, ক্যাগের রিপোর্টে বলা হয়েছে, টেন্ডারে অংশ নেওয়া সেরা সংস্থাকে এড়িয়ে দিনের পর দিন কাজের বরাত দেওয়া হয়েছে সবচেয়ে কম যোগ্যতার সংস্থাকে। এছাড়া নিয়োগ করা চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের বেতন খাতে টাকা দিতে গিয়ে দেড় কোটি টাকা অতিরিক্ত খরচ হয়েছে। পাশাপাশি শিক্ষকদের বেতনে বাড়তি টাকা খ রচের পাশাপাশি স্থায়ী শিক্ষকদের পদোন্নতিতে অনিয়ম এবং শিক্ষক, কর্মীদের অগ্রিম বাবদ বরাদ্দ বিপুল টাকা দীর্ঘদিন ধরে বকেয়া পড়ে রয়েছে। অনিয়মের এখানেই শেষ নয়, কর্মীদের ওভারটাইমেও প্রয়োজনীয় নোট ছাড়া বাড়তি ব্যয় করা হয়েছে।

এছাড়াও ক্যাগের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, নির্বাচনের যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে কার্যসমিতির (ইসি) অনুমোদন ছাড়াই নিয়মিত নিয়োগ করা হয়েছে। নির্বাচন কমিটি গঠনেও অস্বচ্ছতার অভিযোগ রয়েছে। ক্যাগের তরফে সম্প্রতি এ সব অনিয়ম সংক্রান্ত ১৩২ পাতার রিপোর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে পাঠানো হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

কিন্তু তা নিয়েও বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরে শুরু হয়েছে প্রশাসনিক চাপানউতোর। ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য তাপস চক্রবর্তী জানান, যে সময় অনিয়মের কথা বলা হচ্ছে, তখ ন তিনি দায়িত্ব ছিলাম না। তবে চলতি বছরের জুলাইয়ে ক্যাগ আধিকারিকদের এক্সিট মিটিংয়ের তিনি উপস্থিত ছিলেন। সে সময়ে বেশ কিছু গরমিলের বিষয়ে প্রশ্ন তুলে জবাব চাওয়া হয়েছিল। এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে রেজিস্ট্রার পার্থপ্রতিম লাহিড়ির মতামত জানতে চাওয়া হলে তাঁর জবাব, 'ব্রিটিশ আমল থেকে এভাবে অডিট কোয়ারি চলে আসছে। আমরা বিভিন্ন প্রশ্নের সাধ্যমতো জবাবও দিয়েছি। এরপর আর কিছু জানি না।' তবে ক্যাগের রিপোর্ট প্রসঙ্গে তাঁর দাবি, ওদের পাঠানো কোনও রিপোর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেনি। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর কাছে এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'রাজভবনের তত্ত্বাবধানে এ সব ঘটছে কি না, সেটা রাজ্যপাল স্পষ্ট করুন।'

বিজেপি নেত্রী রেখা পাত্রকে নিয়ে বিতর্কে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করলেন ফিরহাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সন্দেশখালির বিজেপি নেত্রী রেখা পাত্র সম্পর্কে করা মন্তব্যের জেরে বিতর্কের মুখে কলকাতা পুরনিগমের মেয়র ফিরহাদ হাকিম। ভোট প্রচারে গিয়ে লোকসভা ভোটের বিজেপি প্রার্থী সম্পর্কে তিনি যে মন্তব্য করেছেন, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই অভিযোগও দায়ের হয়েছে। এবার সেই মন্তব্য নিয়ে নিজের অবস্থান শুক্রবার স্পষ্ট করলেন পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম।

প্রসঙ্গত, হাড়োয়ায় উপনির্বাচনের প্রচারে গিয়ে বিজেপি নেত্রী রেখা পাত্রকে কটাক্ষ করেন তিনি। বক্তব্যের মাঝে 'হেরো মাল' কথাটি বলায় বিতর্ক তুঙ্গে ওঠে। মেইল মারফত অভিযোগ দায়ের হয় বিধাননগর কমিশনারেটে। অভিযোগ জানানো হয়, জাতীয় মহিলা কমিশনেও। এরপরই বিষয়টি নিয়ে সক্রিয় হয়েছে জাতীয় মহিলা কমিশন। আর এবার সেই মন্তব্য নিয়ে সাফাই দিতে গিয়ে ফিরহাদ হাকিম দাবি করলেন, তিনি মাল কথাটি বিজেপিকে বলতে চেয়েছেন। মহিলা হিসেবে তিনি কোনও অপমান করেননি রেখা পাত্রকে।

পাশাপাশি ফিরহাদ শুক্রবার এও বলেন, 'নারীদের আমি মাতৃরূপে দেখি। রেখা পাত্রকে আমি ভদ্রমহিলা বলে সম্বোধন করেছি। হেরো ভূত, হেরো মাল- এই কথাগুলো বিজেপিকে বলেছি। তারপরও যদি কারও মনে লেগে থাকে তাহলে আমি দুঃখিত।' পাশাপাশি তাঁরা সংযোজন, 'আমি মহিলাদের অপমান করার কথা দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারি না। আমার নেত্রী, আমার মা, আমার স্ত্রী, আমার তিন কন্যা, আমার নাতনি- সবাই নারী। আমি কোনও নারীকে অসম্মান করিনি।' একইসঙ্গে এও মনে করিয়ে দেন, বাংলার মহিলাদের তিনি সম্মান করেন বলেই দুর্গা পুজো, কালী পুজো করেন। অন্যদিকে, তৃণমূলের আর এক বিধায়ক মদন মিত্র ববি হাকিমকে সমর্থন করে বলেন, বিজেপি তো মালই, এই কথা বলার মধ্যে কোনও দোষ নেই।

শিল্প শ্মশানে পরিণত করা তৃণমূলের বিরুদ্ধে নৈহাটির মানুষ ভোট দেবে, দাবি অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, নৈহাটি: শুক্রবার ভোরে নৈহাটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের দলীয় প্রার্থী রূপক মিত্রকে সঙ্গে নিয়ে লঞ্চে চেপে জগদ্দলের ফেরিঘাট থেকে হাজিনগর লালবাবা ঘাট পর্যন্ত জলপথে পরিক্রমা করলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। গঙ্গার ঘাটগুলোতে আগত ছট ব্রতীদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানালেন। লঞ্চে দাঁড়িয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, ছট মা এবং ছট ব্রতীদের আশীর্বাদ পেতে তাঁরা জলপথে পরিক্রমা করেন। ভোট বৈতরণী পেরোতে তাঁরা ছট মায়ের কাছে শক্তি প্রার্থনা করলেন। তাঁর দাবি, শিল্প শ্মশানে পরিণত করা তৃণমূলের বিরুদ্ধে নৈহাটির মানুষ ভোট দেবে। প্রসঙ্গত, নৈহাটি কেন্দ্রের

তৃণমূল প্রার্থী সনৎ দে-র সমর্থনে ময়দানের তিন প্রধান ক্লাবের তিন কর্তা প্রচারে নেমেছেন। এপ্রসঙ্গে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, বাংলার বুকে মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল ও মহামেডানের যথেষ্ট সুনাম আছে। কিন্তু ওই ক্লাবগুলোকে রাজনীতিকরণ করলেন পার্থ ভৌমিকের মতো তৃণমূল নেতারা। তাঁর দাবি, তৃণমূল প্রার্থীর হয়ে প্রচারে আসা ময়দানের তিন প্রধানের তিন কর্তা সারদা, নারদা, রোজভ্যালি কাণ্ডে জেল খাটা আসামি। তিন ক্লাবের সমর্থকদের উচিত রাজনীতিকরনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা উচিত। তাঁর অভিযোগ, ময়দানে রাজনীতি টেনে এনে বাংলাকে কলুষিত করছে পার্থ ভৌমিকের মতো কিছু নেতারা। অপরদিকে বিজেপি প্রার্থী রূপক মিত্র বলেন, তৃণমূলের সঙ্গে মানুষ নেই। মানুষ আছে বিজেপির সঙ্গে। লোকসভা ভোটের আগে গৌরীপুর জুটমিল খোলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তৃণমূল। মিল তো খোলেনি, উল্টে মিল থেকে যন্ত্রাংশ লুটপাট হয়েছে। তাই পার্থ ভৌমিকের ভাঁওতাবাজি এখন বুঝে গেছে নৈহাটির মানুষ। এদিন জলপথে পরিক্রমায় হাজির ছিলেন প্রিয়াঙ্গু পান্ডে, জয় সাহা প্রমুখ।

দক্ষিণ কলকাতার পাটুলি মেলার মাঠে জগদ্ধাত্রী পুজোর মহাসপ্তমীর আরতি। ছবি : অদিতি সাহা

বেআইনি পার্কিংয়ের জেরে যানবাহন চলাচলে সমস্যা নিউ আলিপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: খাস কলকাতায় রমরমিয়ে চলছে বেআইনি পার্কিংয়ের কারবার। এমন ছবি সামনে এসেছে ৮১ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত নিউ আলিপুর মার্কেটের সামনে। যেখানে রাস্তার দু'পাশ জুড়ে চলছে বেআইনি পার্কিং। এদিকে আবার জনবহুল এলাকা হওয়ার দরুন রাস্তার দু'পাশে গাড়ি রাখার ফলে যানবাহন চলাচলে হচ্ছে সমস্যা। ব্যবহার করা হচ্ছে না ই-পশ মেশিনের, দেওয়া হচ্ছে কাঁচা বিল। পার্কিং কর্মীর কাছে নেই নির্দিষ্ট কোনও পরিচয় পত্র। মাসিক তোলা হচ্ছে ৪০০ থেকে ১২০০ টাকা তার বিনিময় দেওয়া হচ্ছে না কোনও পাকা বিল। এই প্রসঙ্গে ৮১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জুঁই বিশ্বাসের দাবি, 'আমি নিজেও বহুবার এই রাস্তার উপর দিয়ে যেতে গিয়ে

সমস্যায় পড়েছি। একাধিকবার আমি জানিয়েছি কলকাতা কর্পোরেশনে যাতে এই রাস্তাগুলো থেকে পার্কিং তুলে দেওয়া হয়। নিউ আলিপুর থানার ওসির সঙ্গেও আমি কথা বলেছি।' এর পাশাপাশি কাউন্সিলর জুঁই বিশ্বাস এও বলেন, 'সাধারণ মানুষের চলাফেরা করতে অসুবিধা হয়। আমি একাধিকবার গাড়ি নিয়ে যেতে গিয়ে সমস্যায় পড়েছি।'

রাজারহাটে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু যুবকের, ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, রাজারহাট: রাজারহাটে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু যুবকের। সূত্রে খবর, রাজারহাটে একটি নার্সারির বাগানে কাজ করতেন তিনি। এদিকে পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, মৃতের নাম শুভ সর্দার। কাজ করার সময়েই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন তিনি। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, নার্সারির মালিক মিটার বক্স থেকে অবৈধভাবে তার টেনেছিলেন। ঘটনায় নার্সারির মালিককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজারহাটের ঝালিগাছি এলাকায় একটি নার্সারিতে কাজ করতেন শুভ। সেই নার্সারির মালিক হলেন নিমাই মণ্ডল। অভিযোগ, তিনি মিটার বক্স থেকে অবৈধভাবে তার টেনেছিলেন নার্সারিতে। সেই তার উন্মুক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে ছিল। বাগানে কাজের সময়ে সেই তারে পা লেগে যায় শুভর। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মাটিতে ছিটকে পড়েন। সহকর্মীরা দেখতে পেয়ে মিটার বক্সে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে শুভকে উদ্ধার করে। দ্রুত খবর দেওয়া হয় পরিবারে। পরিবারের সদস্যরা গিয়ে শুভকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

সঙ্গে এ অভিযোগও উঠছে, শুভকে যখন পরিবারের সদস্যরা হাসপাতালে নিয়ে আসতে ব্যস্ত ছিলেন, তখনই তাঁর ফোন নিয়েও চম্পট দেয় জনৈক। পরিবারের সদস্যরা নার্সারির মালিকের বিরুদ্ধে রাজারহাট থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে নিমাইকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

নৈহাটিতে দলীয় প্রার্থী পরেশ সরকার জিতছেন, দাবি শুভঙ্কর সরকারের

নিজস্ব প্রতিবেদন: নৈহাটিতে দলীয় প্রার্থী পরেশ নাথ সরকার জিতছেন। শুক্রবার বিকেলে নৈহাটিতে দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে বর্ণাঢ্য পদযাত্রায় অংশ নিয়ে জোরের সঙ্গে এমনটাই দাবি করলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার। এদিন নৈহাটির নদিয়া জুটমিল গেটের কাছ থেকে হুড খোলা গাড়িতে দলীয় প্রার্থীকে সঙ্গে নিয়ে ভোট প্রচার করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার ও উত্তর ২৪ পরগনা জেলা কংগ্রেস সভাপতি তাপস মজুমদার। দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে সেই বর্ণাঢ্য পদযাত্রা নয়াবাজার মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। ভোট প্রচারে যোগ দিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেন, নৈহাটিতে এবার পরেশ সরকার জিতছেন। নৈহাটির মানুষ বলছেন, এবার এমন একজনকে ভোট দেবেন, রক্তের প্রয়োজন পড়লে যিনি মানুষকে রক্ত পাইয়ে দেবেন। তাঁর কথায়, দীর্ঘদিন ধরে পরেশ সরকার সামাজিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত। সেবামূলক কাজে লাগাতার তাঁকে পাওয়া যায়। তাই তো নৈহাটিবাসী ওনাকে বিধায়ক হিসেবে চাইছেন। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আরও বলেন, কংগ্রেস জমানা চলে গেছে কলকারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। কংগ্রেস জমানা শেষ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রও উঠে গেছে। কংগ্রেস জমানা নেই, পরিযায়ী শ্রমিক বেড়েছে। অতএব, নৈহাটির মানুষ

দু'হাত ভরে তাঁদের দলীয় প্রার্থীকেই ভোট দেবেন। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির সংযোজন, মানুষ জোট বাঁধলে গুন্ডা-মস্তানরা কিছুই করতে পারবে না। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের দেখা উচিত, মানুষ যাতে নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারে। তবে গণতন্ত্র ধ্বংস কিংবা ভোট লুট হলে, তা হবে বাংলার ক্ষেত্রে চরম লজ্জার। অপরদিকে সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেস নেত্রী পূজা রায় চৌধুরী বলেন, এবারে নৈহাটিতে গুরু শিষ্যের লড়াই। নব্বয়ের দশকে তাদের দলীয় প্রার্থী পরেশ সরকারের হাত ধরেই আজকের তৃণমূল প্রার্থী পঞ্চায়েত সদস্য করেছিলেন। সুতরাং শিরদাঁড়া সোজা রেখে নৈহাটির মানুষ ভোট দিলে তাঁদের প্রার্থীর জয় কিন্তু নিশ্চিত। তাঁর দাবি, শুধু নৈহাটি নয়, গোটা বাংলা এখন বাহুবলিদের স্বর্গরাজ্য। সুতরাং নির্বাচনে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ নিয়ে অনিশ্চয়তা থেকেই যাচ্ছে। তাঁর দাবি, বাংলায় ভোট হয় না। এখানে ভোট লুট হয়। তাঁর সংযোজন, আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করেছেন। তাই শিরদাঁড়া সোজা রেখে নৈহাটির মানুষ ভোট দিলে তাঁদের প্রার্থীর জয় নিশ্চিত। পূজার স্লোগান, টাটা গেল, সিঙ্গুর গেল। বাড়ল শুধু ক্ষমতা। আর কয়েকটা দিন সবুর কর, যাবে এবার মমতা।

ফের মেট্রোয় আত্মহত্যা, বিপর্যস্ত পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফের মেট্রোয় আত্মহত্যা। দমদম থেকে নিউ গড়িয়া গামী লাইনে শোভাবাজারে মেট্রোর ডাউন লাইনে ঝাঁপ এক ব্যক্তির। মেট্রো সূত্রে খবর, ঘটনার জেরে বন্ধ করা হয় ডাউন লাইনে মেট্রো চলাচল। মেট্রো চলে দক্ষিণেশ্বর থেকে দমদমের মধ্যে। অন্যদিকে সেন্ট্রাল থেকে কবি সুভাষের মধ্যে মেট্রো চলাচল করে। সূত্রে খবর, শুক্রবার বেলা ১২ টা বেজে ৩৬ নাগাদ মেট্রোটি দমদম ছাড়ে। ১২ টা বেজে ৪৫ মিনিট নাগাদ পৌঁছয় শোভাবাজারে। আচমকাই এক ব্যক্তি লাইনে ঝাঁপ দেন। স্বাভাবিকভাবেই সকলে হতচকিত হয়ে পড়েন। বিষয়টি বোঝামাত্রই লাইনের বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ করে দেওয়া হয়। আপ ও ডাউন-দুই লাইনেই আংশিকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয় পরিষেবা। থার্ড লাইনে পাওয়ার ব্লক করেই চলে উদ্ধার কাজ। মেট্রোর টেকনিক্যাল স্টাফেরাও পৌঁছে যান ঘটনাস্থলে। কিন্তু কী কারণে ওই ব্যক্তি ঝাঁপ দিলেন স্পষ্ট নয়। কলকাতা মেট্রো সূত্রে খবর, দুপুর দেড়টা নাগাদ শেষ পর্যন্ত লাইন থেকে ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করা হলেও শেষ রক্ষা হয়নি। চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তবে মৃতের নাম পরিচয় এখনও জানা যায়নি। রেল পুলিশ তার ঠিকানার খোঁজ করছে।

সম্পাদকীয়

পাঠ্যক্রমে থাকুক সেলফোনে আসক্তির বিপদের আলোচনা

আজ একটা পাঁচ বছরের শিশুও আমাদের অনেকের চেয়ে ভাল বোঝে স্মার্টফোনের কায়দাকৌশল; অনলাইনের অবাধ দুনিয়া। অথচ, ঠিক কোন ধরনের যৌন হিংসার শিকার সে হতে পারে যে কোনও সময়, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সচেতনতা ও ধারণা তার থাকে না। এক দিকে যৌন সচেতনতার বা সংবেদনশীলতার সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি আর অন্য দিকে ডিজিটাল মাধ্যমে বিকৃত যৌনতার নানাবিধ উপকরণ পরিস্থিতির জটিলতা বাড়িয়ে তুলছে। যৌনশিক্ষা আসলে মূল প্রতিপাদ্য ছাড়িয়ে আরও বহু দূরে যাওয়া একটি বিষয়। ক্ষুদ্র তাত্ত্বিক বিষয় ছাড়িয়ে প্রকৃত বাস্তবতাকে পাঠ্যক্রমের আওতায় আনাটাই এর মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন সাম্প্রতিক সমস্যাগুলো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া। থাকবে বিভিন্ন আইন এবং নীতিশাস্ত্রের অনুশাসনের আলোকে যৌন-নৈতিকতার পাঠ। শেখানো হবে ড্রাগ শক্তিবর্ধক নয়, জীবননাশক। পাঠ্যক্রমে থাকুক সেলফোন-আসক্তির বিপদের আলোচনা; কী ভাবে বিশ্বময় ইন্টারনেটের মাধ্যমে এক দল অপরাধী শিকার খুঁজে বেড়াচ্ছে, যাতে বলি হচ্ছে অসংখ্য কিশোর-কিশোরী। সাইবার-বুলিং, মুক্তিপণ আদায়কারীদের ফাঁদ, প্রেমের নামে প্রতারণা, গোপন ক্যামেরায় ছবি ও ভিডিয়ো তোলার চক্র, নারী ও শিশু পাচারকারীদের চক্রান্ত, জঙ্গিদের শিকারে পরিণত হওয়ার বিপদের মতো সাম্প্রতিক সমস্যার চুলচেরা বিশ্লেষণের পাঠ থাকবে। মূলত এই সমাজবিজ্ঞানকে সবার জন্য অবশ্যপাঠ্য করা হলে আলাদা ভাবে 'সেক্স এডুকেশন' নামের কোনও অধ্যায়ের আর প্রয়োজন হয় না। তবে নিয়মিত নতুন নতুন সমস্যার নিরিখে পাঠ্যক্রমের সংস্কারও প্রয়োজন। ঠিক কেমন হবে সে পাঠ্যক্রমের বিষয়তালিকা, কোন বয়স থেকেই বা আলোচনা হবে সে সব এবং কোন বিশেষ ভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকরা সেগুলো পড়াবেন; এ সব প্রশ্নে আরও সুগভীর চিন্তাভাবনা, আলোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন আছে। এর জন্য সমাজের বিবিধ ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞ এবং স্বাধীন চিন্তাশীল মানুষের এগিয়ে আসা আশু প্রয়োজন।

শব্দবাণ-৯৬

১		২	■	৩		৪
	■		■		■	
৫			■	৬		
■	■	■	■	■	■	■
৭		৮	■	৯		১০
	■		■		■	
১১			■	১২		

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১.অর্জুনের পুত্র ৩. নদী ৫. যা থেমে থাকে না ৬. ভাষা ৭.কেরানি, সরকারি কর্মচারীবিশেষ ৯. জ্যোৎস্না ১১.পার্থক্য, প্রভেদ ১২. তাসখেলায় রঙের সাহেব-বিবি।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. চিহ্ন ২. অভয়, নিঃশঙ্ক ৩. কারণহীন বা মূলহীন ৪. ব্যঙ্গে প্রহার ৭. তাঁবু ৮. ক্ষান্ত, মুলতুবি ৯. আরোহণ ১০. অধিকারী, কর্তা।

সমাধান: শব্দবাণ-৯৫

পাশাপাশি: ২. চব্বিশঘণ্টা ৩. শেরেবাবর ৬. কাজেরকাজি ৭. দুঃসাহস।

উপর-নীচ: ১. আলটপকা ২. চন্দ্রশেখর ৪. বাজে জিনিস ৫. রসনেন্দ্রিয়।

জন্মদিন

আজকের দিন

তেজস্বী যাদব

১৯৪৪ বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী চিত্রেশ দাসের জন্মদিন।
১৯৫১ বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় কল্যাণ চৌধুরীর জন্মদিন।
১৯৮৮ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ তেজস্বী যাদবের জন্মদিন।

দেশের ডিজিটাল ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করা

প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সঙ্গে জড়িত ঝুঁকি থেকে নাগরিকদের সুরক্ষিত রাখতে সাইবার-উপযোগী ভারত গড়ে তুলতে হবে

জ্যোতিরাদিত্য এম. সিন্ধিয়া
জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া কেন্দ্রীয় যোগাযোগ এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রী

ভারতে টেলিকম ব্যবস্থা সংযোগ রক্ষা করার কেজো গন্ডি অতিক্রম করে প্রান্তিক মানুষকে উন্নয়নে সামিল করার এক কার্যকর হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। গত এক দশকে দেশে ডিজিটাল সংযোগের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেছে। ভারতে ডেটার খরচ বিশ্বের মধ্যে সর্বনিম্ন। দেশে এখন ৯৫ কোটি ৪৪ লক্ষেরও বেশি ইন্টারনেট গ্রাহক রয়েছেন, যার মধ্যে ৩৯ কোটি ৮৩ লক্ষ গ্রামীণ এলাকার বাসিন্দা। গত এক দশকে ব্রডব্র্যান্ড সংযোগের সংখ্যা ৬ কোটি ৪০ লক্ষ থেকে বেড়ে ৯২ কোটি ৪০ লক্ষে পৌঁছেছে। সংযোগের এই ব্যাপক বিস্তার ডিজিটাল অর্থনীতির প্রসারে সাহায্য করেছে। বর্তমানে আমাদের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন জিডিপি-র ১০ শতাংশ আসে ডিজিটাল অর্থনীতি থেকে। ২০২৬ সালের মধ্যে এই হার ২০ শতাংশে পৌঁছোবে বলে মনে করা হচ্ছে। ব্যাঙ্কিং পরিষেবা, কেওয়াইসি যাচাই, ডিজিটাল অর্থ প্রদান এবং মোবাইল ভিত্তিক প্রমাণের ব্যবস্থা ভারতের ডিজিটাল বিপ্লবের মেরুদন্ড হয়ে উঠেছে, এর ফলে জনধন, আধার, মোবাইল , JAM ত্রিশক্তিও আরও মজবুত হয়েছে। চলতি বছরের অক্টোবর মাসে ভারতে আধার ভিত্তিক অর্থ প্রদান ব্যবস্থায় ১২ কোটি ৬০ লক্ষ ডিজিটাল লেনদেন হয়েছে।

তবে এই ডিজিটাল বিপ্লব আমাদের সামনে বেশকিছু কঠিন চ্যালেঞ্জও নিয়ে এসেছে। এর মধ্যে অন্যতম হল, প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সঙ্গে জড়িত ঝুঁকি থেকে আমাদের নাগরিকদের সুরক্ষিত রাখা। আমাদের হাতে থাকা মোবাইল যেমন আমাদের জীবনযাত্রাকে সহজ করে তুলেছে, তেমনি স্প্যাম কল, স্ক্যাম মেসেজ, অযাচিত টেলি মার্কেটিং কল, ফিশিং স্ক্যাম, ভুয়ো বিনিয়োগ ও ঋণের হাতছানির মতো সাইবার অপরাধগুলিও মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।

যে চ্যালেঞ্জটি আজ উদ্বেগজনক ভাবে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তা হল, 'ডিজিটাল গ্রেফতারি'। এক্ষেত্রে সাইবার অপরাধীরা সরকারি আধিকারিকের বেশ ধরে নিরপরাধ ব্যক্তিদের ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করছে। এতে আর্থিক ক্ষতি তো হচ্ছেই, তাছাড়া জীবিকা ব্যাহত হচ্ছে এবং ডিজিটাল অর্থনীতির প্রতি নাগরিকদের যে আস্থা ও বিশ্বাস রয়েছে, তা নষ্ট হচ্ছে। এর মোকাবিলায় সরকার সক্রিয় হয়েছে। প্রতারণার সঙ্গে যুক্ত মোবাইল সংযোগগুলি বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। ৭ লক্ষ ৬০ হাজার অভিযোগের প্রেক্ষিতে ব্যবস্থা নিয়ে ২,৪০০ কোটিরও বেশি টাকা বাঁচানো হয়েছে। এগুলি নিছক সংখ্যা নয়, এর মধ্য দিয়ে জীবন ও স্বপ্ন সুরক্ষিত রাখার অঙ্গীকার প্রতিফলিত হচ্ছে। ডিজিটাল পরিসরকে সুরক্ষিত করে তোলার জন্য আমরা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা অবশ্যই নিচ্ছি, কিন্তু নাগরিকদের সহযোগিতা না থাকলে এই প্রয়াস পূর্ণতা পাবে না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সম্প্রতি সাইবার নিরাপত্তার ওপর জোর দিয়ে নাগরিকদের উদ্দেশে তথামুন, ভাবুন আর ব্যবস্থা নিনদ শীর্ষক আহ্বান জানিয়েছেন। এই আহ্বান শুধু ক্রমবর্ধমান সাইবার অপরাধের মোকাবিলাতেই সীমাবদ্ধ নয়, এক সতর্ক ও সক্রিয় সমাজ গঠনের লক্ষ্যে আবেদনও বটে। তাঁর সাম্প্রতিক 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী, সন্দেহজনক কার্যকলাপ চোখে পড়লেই ১৯৩০ হেল্পলাইন এবং cybercrime.gov.in পোর্টালে জানাতে বলেছেন। সাইবার অপরাধীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নাগরিকদের অংশগ্রহণ একান্ত আবশ্যক। সাইবার অপরাধীরাও নতুন নতুন কৌশলের আশ্রয় নিচ্ছে, তারা স্থানীয় নম্বরের (+91-xxxxxxxxxx) ছদ্মবেশে আন্তর্জাতিক কল করছে। কলিং লাইন আইডেন্টিটির (সিএলআই) এই সুচতুর প্রয়োগ এই কলগুলিকে বৈধ স্থানীয় কল হিসেবে গ্রাহ্য করছে, এতে জালিয়াতির চালচিত্র আরও জটিল হয়ে উঠছে।

টেলিযোগাযোগ দপ্তর এর মোকাবিলায় দেশীয় ভাবে নির্মিত আন্তর্জাতিক ইনকামিং স্পুফড প্রিভেনশন সিস্টেম চালু করেছে। এই হাতিয়ার বেশ কার্যকর হয়ে উঠেছে, ৮৬ শতাংশ ভুয়ো কল এর মাধ্যমে আটকানো যাচ্ছে, অর্থাৎ প্রতিদিন প্রায় ১ কোটি ৩৫ লক্ষ কল।

সাইবার-নিরাপদ ভারতের যে দৃষ্টিভঙ্গী আমরা নিয়েছি, তার কেন্দ্রে রয়েছে নাগরিকদের ডিজিটাল ক্ষমতায়ন। এই মিশনে সঞ্চার সাথী প্ল্যাটফর্মে 'চাকসু'র মতো সরঞ্জামের সাহায্যে ব্যবহারকারীরা সন্দেহজনক বার্তা, কল ও হোয়াটসঅ্যাপ সম্পর্কে জানাতে পারেন। কৃত্রিম মেধার শক্তিকে কাজে লাগিয়ে টেলিযোগাযোগ বিভাগ আড়াই কোটিরও বেশি প্রতারণামূলক মোবাইল সংযোগ চিহ্নিত করে সেগুলি বিচ্ছিন্ন করেছে, ২ লক্ষ ২৯ হাজার মোবাইল হ্যান্ডসেট ব্লক করা হয়েছে, ৭১ হাজার বিক্রেতাকে কালো তালিকাভুক্ত করা হয়েছে এবং টেলিকম পরিষেবা সরবরাহকারীগুলির মাধ্যমে ১,৯০০ জনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।

তরুণ, প্রযুক্তি-স্বচ্ছন্দ জনগোষ্ঠী থাকার সুবিধার সদ্ব্যবহার করে আমরা তৃণমূল স্তরের প্রয়াসে ছাত্র-ছাত্রীদেরও অন্তর্ভুক্ত করেছি। দেশজুড়ে কলেজ পড়ুয়াদের 'সঞ্চার মিত্র' স্বেচ্ছাসেবক করা হয়েছে, তারা সঞ্চার সাথী পোর্টালের মাধ্যমে ডিজিটাল সুরক্ষা সংক্রান্ত সচেতনতার বার্তা সবার কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। টেলিকম সংক্রান্ত জালিয়াতি প্রতিরোধে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যায় সেসম্পর্কে এরা নাগরিকদের জানাচ্ছে। ২০২৩ সালের মে মাসে সঞ্চার সাথী পোর্টাল চালু হয়েছে। এর মধ্যে এই পোর্টাল ব্যবহার করেছেন ৭ কোটি ৭০ লক্ষ মানুষ। প্রতিদিন গড়ে ২ লক্ষ মানুষ এটি ব্যবহার করেন। ১২ লক্ষ ৫৯ হাজার চুরি যাওয়া ও হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোনের অনুসন্ধানেও এই পোর্টাল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। যেসব নাগরিক ডিজিটাল সুরক্ষা চান, তাঁদের ক্ষেত্রে এটি অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। সাইবার সুরক্ষা ও প্রতিরক্ষা যে এক সম্মিলিত দায়িত্ব, এই পোর্টাল তা আবারও মনে করিয়ে দিচ্ছে।

স্প্যাম কল, অবাঞ্ছিত এসএমএস ও টেলিমার্কেটিং কল প্রতিরোধে ভারতের টেলিকম রেগুলেটরি অথরিটি (TRAI) একগুচ্ছ ব্যবস্থা নিয়েছে। নিয়ম লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়ছে। ডিজিটাল বিশ্বাস ভঙ্গের ক্ষেত্রে জিরো টলারেন্স - নীতি নেওয়া হয়েছে। এপর্যন্ত অবাঞ্ছিত প্রচারমূলক কল করার জনষ্টট্টজ্জ ৮০০টিরও বেশি ব্যক্তি ও সংস্থাকে কালো তালিকাভুক্ত করেছে, ১৮ লক্ষ নাম্বারের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। এসএমএস জালিয়াতির ক্ষেত্রেও TRAI ব্যবস্থা নিয়েছে। সাড়ে তিন লক্ষ অব্যবহৃত ও যাচাই না করা মেসেজিং হেডার এবং ১২ লক্ষ টেমপ্লেট ব্লক করা হয়েছে। আমাদের সাইবার প্রতিরক্ষা কৌশলের কেন্দ্রে রয়েছে ডিজিটাল ইন্টেলিজেন্স প্ল্যাটফর্ম (ডিআইপি)। এর সঙ্গে ৫২০টিরও বেশি পক্ষ যুক্ত রয়েছে, যার মধ্যে ৪৬০টি ব্যাঙ্ক এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থা আছে। এর ফলে সাইবার ঝুঁকি সংক্রান্ত তথ্য দ্রুত আদান-প্রদান করা যাচ্ছে এবং এর বিরুদ্ধে সুসমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই ডিজিটাল যুগে সাইবার নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার অর্থ নিছক সতর্কতাই নয়, দেশের ডিজিটাল ভবিষ্যতের সুরক্ষার জন্যও এটি অত্যাবশ্যক। সুদৃঢ় ডিজিটাল জনপরিকাঠামো, প্রযুক্তি-স্বচ্ছন্দ তরুণ জনবিন্যাস এবং শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামোর সুবাদে ভারত ডিজিটাল পরিমণ্ডলের নেতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। জটিল এই চালচিত্রের মধ্য দিয়ে এগোবার সময়ে ক্রমোন্নতি ও অভিযোজন নিয়ে আমাদের সদা তৎপর থাকতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমরা এমন এক সাইবার-উপযোগী ভারত গড়ে তুলবো , যেখানে প্রতিটি নাগরিকের ক্ষমতায়ন সম্ভব হবে, তাঁদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত হবে এবং তাঁরা ডিজিটাল যুগে ক্রমবিকাশের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকতে পারবেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, ব্রিটিশদের যম বিপ্লবীদের ত্রাতা

প্রদীপ মারিক

বাংলায় ১৯২০ র দশকে এক নতুন ধরনের রাজনৈতিক ধারার উত্থান আমরা লক্ষ করি মূলত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে। বিংশ দশকের স্বাধীনতা সংগ্রাম একদিকে যেমন ব্রিটিশদের অত্যাচারের মোকাবিলা করার প্রয়োজন ছিল আবার বিশেষভাবে জরুরী হয়ে পড়েছিল সাম্প্রদায়িক রাজনীতির আস্ফালনের মোকাবিলা করার। ঐতিহাসিক সব্যসাচী ভট্টাচার্য তার 'দ্য ডিফাইনিং মোমেন্টস ইন বেঙ্গল' (১৯২০-৪৭) বইতে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বাংলার রাজনীতিতে সেই সময় এক নতুন প্রাদেশিক আবেগের জোয়ার দেখা দিয়েছিল। ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাস ছিলেন অনুশীলন সমিতির প্রধান পৃষ্ঠপোষক। মানিকতলা বোমার মামলায় প্রধান ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষকে দোষী সাব্যস্ত করতে উঠেপড়ে লেগেছিল পরাধীন ভারতের ব্রিটিশ সরকার। চিত্তরঞ্জন দাশ মামলা লড়েছিলেন বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষের হয়ে। বিপ্লবী বারীন ঘোষ, উল্লাসকর দত্তদেরও ফাঁসির সাজা থেকে বাঁচিয়েছিলেন দেশবন্ধু। ১৮৯০ সালে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করে উচ্চ শিক্ষার জন্য বিলেত যান। বিলেতে থাকার সময় রাজনৈতিক ব্যাপারে সক্রিয় ছিলেন এবং অনেক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৮৯৩ সালে ব্যারিস্টারি পড়া শেষ করে দেশে ফিরে আসেন এবং আইন পেশা শুরু করেন। ১৮৯৪ সালে কলকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টার হিসেবে তার নাম তালিকাভুক্ত হয়। পেশা জীবনের শুরুতে তার সামান্য আয় হত। যা দিয়ে তার দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় ব্যয় বহন করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। ট্রামভাড়ার সামান্য পয়সা বাঁচানোর জন্য তিনি হাইকোর্ট থেকে ভবানীপুর হেঁটে যেতেন। আইন পেশার পাশাপাশি গোপনে বিপ্লবী রাজনীতিতে যুক্ত ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ। ১৯০৩ সালে কলকাতায় প্রমথ মিত্র ও চিত্তরঞ্জন দাস প্রথমে 'অনুশীলন সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত তিনি এই সমিতির সহ-সভাপতি ছিলেন। অরবিন্দ ঘোষের 'বন্দে মাতরম' পত্রিকার সঙ্গেও তার সম্পৃক্ততা ছিল। ১৮৯৪ সালে কলকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টার হিসেবে নিজের নাম তালিকাভুক্ত করেন। ১৯০৮ সালে অরবিন্দ ঘোষের বিচার তাকে পেশাগত মঞ্চের সম্মুখ সারিতে নিয়ে আসে। তিনি এত সুনিপুণ দক্ষতায় মামলাটিতে বিবাদী পক্ষ সমর্থন করেন যে অরবিন্দকে শেষ পর্যন্ত বেকসুর খালাস দেওয়া হয়। তিনি ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় (১৯১০-১১) বিবাদী পক্ষের কৌশলী ছিলেন। তিনি দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় আইনেই দক্ষ ছিলেন। ওকালতি করেও যে দেশপ্রেমের পরিচয় দেওয়া যায়, তা দেখা যায় আইনজীবী চিত্তরঞ্জনের জীবন থেকে। রাজনৈতিক বন্দীদেরকে তাদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সরকার যে মারাত্মক মিথ্যা অভিযোগ করতেন তার হাত থেকে তিনি মুক্ত করে আনতেন তার অসাধারন মামলা পরিচালনার গুনে। চিত্তরঞ্জন দাশ ১৯০৬ সালে যোগদান করেন নাগপুর কংগ্রেসে। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহন করার জন্য তিনি আইন ব্যবসা সম্পূর্নরূপে বন্ধ করেন। আইনজীবী হিসেবে চিত্তরঞ্জন দাশের জন্য ১৯০৭ সাল ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এ সময় তিনি সিভিল ও ক্রিমিনাল উভয় কোর্টেই একজন সফল আইনজীবী হিসেবে নিজেকে প্রতিস্থাপন করেন। এ সময় কলকাতা কোর্টে দেশপ্রেমিক ও বিপ্লবী রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের যত মামলা এসেছে তিনি সেগুলোর বিরুদ্ধে অবিরাম লড়েছেন। শুধু আইনের জগতে নয় , সাহিত্যিক হিসেবেও তিনি প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। তখন সবে কলকাতা হাইকোর্টে পেশাদারি জীবনের ১৪ বছরে পা। ১৮৯৪ সালে কলকাতা হাইকোর্টে, ব্যারিস্টার হিসেবে নাম নথিভুক্ত করিয়েছেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। পরিবারে প্রায় সবাই আইনজীবী। আর হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করার মাঝেই প্রকাশ্যে আসে বিখ্যাত আলিপুর বোমা মামলা। ২৩-২৪ বছর বয়সে তরুণ চিত্তরঞ্জন কাঁধে তুলে নিয়েছেন সংসারের ভার। সাহিত্য তার ছিল প্রেরণা। যেতেন রবীন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোর 'খামখেয়ালি' ক্লাবে। তার লেখা প্রকাশ হয়েছিল 'সাহিত্য', 'নির্মাল্য', 'মানসী' প্রভৃতি পত্রিকায়। ১৮৯৬ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'মালঞ্চ'। এই কাব্যগ্রন্থে চিত্তরঞ্জন লিখেছেন 'ঈশ্বর' ও 'বারোবিলাসিনী' নামে দু'টি ব্যতিক্রমী কবিতা। যে কবিতা দু'টি নিয়েই যত বিতর্ক। জুটেছিল 'ঈশ্বর বিদ্রোহী', 'নাস্তিক' ও 'মাতাল' বিশেষণ। দেশকে স্বাধীন করার জন্য বাংলা উত্তাল হয়ে উঠেছিল বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে। রবীন্দ্রনাথ এগিয়ে এসেছেন তার গান ও রাখীবন্ধন উৎসব নিয়ে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিচ্ছেন। সেইসব সভায় বক্তৃতা দিচ্ছেন চিত্তরঞ্জন। দেখা যাচ্ছে বাসন্তী দেবীকেও। ১৯০৫ সালের ৭ আগস্ট কলকাতার টাউন হলে ডাকা হল সেই ঐতিহাসিক সভা যেখানে লোকমান্য তিলক, লালা লাজপত রায়, মদনমোহন মালব্য, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে দেখা গেল চিত্তরঞ্জন দাশকে। এই সভা থেকে ডাক দেওয়া হল স্বদেশি ও বয়কট আন্দোলনের। 'বন্দেমাতরম' মন্ত্র উচ্চারণে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাংলা। সেই সময়ে চিত্তরঞ্জন তার ছেলে চিররঞ্জনকে ভর্তি করেছিলেন 'জাতীয় শিক্ষামন্দির' স্কুলে, যেখানে অধ্যক্ষ হয়ে এলেন অরবিন্দ ঘোষ, সুরাটের মোটা মাইনের চাকরি ছেড়ে। রসা রোডের বাড়িতে তখন বিপিন পাল, সুরেন ব্যানার্জিকে ঘন ঘন যাতায়াত প্রমাণ করে চিত্তরঞ্জন জাতীয় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছেন। ১৯২০ সালে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের সময় আইনসভা বর্জন সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন চিত্তরঞ্জন দাশ। কিন্তু কিছুদিন পর তিনি নিজেই অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব কংগ্রেস অধিবেশনে উত্থাপন করেন এবং গান্ধীজীর ডাকে ব্যারিস্টারি পেশা ত্যাগ করে দেশ সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। স্বয়ং ভারত সরকার প্রখ্যাত মিউনিশনস বোর্ড ঘটিত মামলায় প্রচলিত নজীর উপেক্ষা করে সাহেব এডভোকেট জেনারেল অপেক্ষা অধিক পারিশ্রমিক দিয়ে তাকে সরকারি কৌসুলী নিযুক্ত করেন। অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্য তিনি এ দায়িত্ব পরিত্যাগ করেন। এই অসামান্য ত্যাগের জন্য ভারতবর্ষের জনগণ কর্তৃক তিনি 'দেশবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত হন। সংগঠক চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে 'স্বরাজ দল' তখন বাংলার কাউন্সিল হাউসের অধিকাংশ পদে নির্বাচিত হয়েছিল। অবস্থা এমন হয়েছিল যে, ১৯২৩ সালের ১১ ডিসেম্বর গভর্নর লর্ড লিটন চিত্তরঞ্জন দাশকে মন্ত্রিসভা গঠন ও পরিচালনা করার দায়িত্ব নেওয়ার অনুরোধ করেন। চিত্তরঞ্জন অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ, তিনি চান পূর্ণস্বরাজ। ১৯২৪ সালেই চিত্তরঞ্জন খসড়া তৈরি করলেন। ' দ্য বেঙ্গল হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট'। উদার জাতীয়তাবাদের নিদর্শন ছিল এই প্যাক্ট। যদিও এই প্যাক্ট কার্যকর করা যায়নি। সেই বছরেই কলকাতা কর্পোরেশন এর নির্বাচনে 'স্বরাজ দল' সমস্ত ওয়ার্ডে প্রার্থী দিল। প্রায় প্রত্যেক ওয়ার্ডে 'স্বরাজ দল' জয়যুক্ত হল। চিত্তরঞ্জন দাশ হলেন কলকাতা কর্পোরেশনের প্রথম মেয়র। সুরাবর্দি হলেন ডেপুটি মেয়র। আর নিজের প্রিয় শিষ্য সুভাষ বসুকে এগজিকিউটিভ অফিসার করে কলকাতা কর্পোরেশনে নিয়ে এলেন। ভারতবর্ষের প্রান্তে প্রান্তে ছুটে বেড়াচ্ছেন সংগঠক চিত্তরঞ্জন। কর্পোরেশনের মেয়র পদ থেকে স্বরাজ দলের নেতৃত্ব। সব দিকেই তিনি একাই একশো। ১৯২৩ সালে কংগ্রেস ত্যাগ করে মতিলাল নেহেরুর সহযোগীতায় স্বরাজ দল গঠন করেন। হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি সাধনের জন্য তাঁর নেতৃত্বে স্বরাজদল মুসলিম নেতাদের সঙ্গে উভয় সম্প্রদায়ের অধিকার বিষয়ে চুক্তি সম্পাদন করে। চিত্তরঞ্জন দাস বাংলার বহু রাজনৈতিক নেতার রাজনৈতিক গুরু। তাদের মধ্যে সুভাষচন্দ্র বসু, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, বিধানচন্দ্র রায়, শরৎচন্দ্র বসু, জ্যোতিন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত উল্লেখযোগ্য। ১৯২১ সালে ঘটে একটা ঘটনা, বাংলার পরবর্তী ইতিহাসে যার গুরুত্ব অনেক। আই.সি.এস ত্যাগ করে সুভাষচন্দ্র বসু কলকাতায় দেশবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তার অসামান্য উদারতায় মুগ্ধ হয়ে সুভাষচন্দ্র তার মধ্যে এক জন দেশ নেতাকে খুঁজে পেলেন এবং তিনি ঠিক করলেন দেশবন্ধুর পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন বলে সংকল্প নেন। দেশবন্ধুর সহধর্মিণী ও সুভাষচন্দ্রের মাতৃসমা বাসন্তী দেবীর গ্রেফতারের ফলে অসহযোগ আন্দোলনে নতুন জোয়ার এল। ১৯২১-এর ১০ ডিসেম্বর চিত্তরঞ্জন ও সুভাষচন্দ্র একই সঙ্গে কারারুদ্ধ হলেন। চিত্তরঞ্জন দাশ কলকাতা এক উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারে ১৮৭০ সালের ৫ ই নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন । তার পৈতৃক নিবাস বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের তেলিরবাগে। একটি সুপরিচিত বৈদ্য ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন । বিক্রমপুরের বহু শতাব্দী ধরে দীর্ঘ ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল রয়েছে । দ্বাদশ শতাব্দীতে এটি বল্লাল সেনা এবং লক্ষণ সেনার রাজধানী ছিল, সেন রাজবংশের রাজা এবং তখন থেকেই পূর্ব ভারতের জ্ঞানচর্চা ও সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ আসন হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল। দাস পরিবার ছিল ব্রাহ্মসমাজের সদস্য । চিত্তরঞ্জন ছিলেন ভুবন মোহন দেশের ছেলে এবং ব্রাহ্ম সমাজ সংস্কারক দুর্গা মোহন দাশের ভাগ্নে। বাবা ভুবন মোহন দাস কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাটর্নি ছিলেন ।ধনী পরিবারের হয়েও খুব সহজ সরল সাধারণ জীবনযাপন করতেন ।আইনজ্ঞের সাথে সাথে সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবেও খ্যাতি ছিলো তার । সকলকে গান শুনিয়ে মুগ্ধ করতেন । বাবার সমস্ত গুন লক্ষ্য করতেন চিত্তরঞ্জন । বাবার চরিত্রের ছাপ চিত্তরঞ্জনের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেছিলো। চিত্তরঞ্জনের মা নিস্তারিণী দেবী কোন গরীব মানুষকে খালি হাতে ফেরাতেন না । অনেক মানুষকে তিনি বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করতেন। এদিকে কলকাতা পৌর কর্পরেশান গঠিত হলে চিত্তরঞ্জন কে কলকাতা কর্পোরেশনের প্রথম মেয়র করা হল । তার আদর্শ ছিল প্রকৃত জনসেবা করা । সমাজের অনাচার ও আবর্জনা দূর করাই ছিল তার লক্ষ্য । দীনের সেবা, আর্তের সেবা করা জনগণের মধ্যে জ্ঞানের আলো ছড়ানোই তার জীবনের মূল ব্রত ছিল। নেতাজি নিজে দেশবন্ধুর উপর একটি দীর্ঘ মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন মান্দালয় জেলে ১৯২৬-এর ফেব্রুয়ারি মাসে। তিনি লিখেছিলেন, 'ভারতের হিন্দু জননায়কদের মধ্যে দেশবন্ধুর মতো ইসলামের এত বড় বন্ধু আর কেউ ছিলেন বলে মনে হয় না। তিনি হিন্দুধর্মকে এত ভালবাসতেন যে তার জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত ছিলেন অথচ তাঁর মনের মধ্যে গোঁড়ামি আদৌ ছিল না।' চিত্তরঞ্জনের পথ ধরেই ভারতবর্ষের ধর্মীয় বিভিন্নতার বিষয়ে এই উদার মহানুভবতার আদর্শকে সুভাষচন্দ্র তার নিজের রাজনীতিতে প্রতিফলিত করতে চাইলেন। নেতাজি শ্রদ্ধাভরে লিখলেন, 'চিত্তরঞ্জনের জাতীয়তাবাদ পূর্ণতা লাভ করত আন্তর্জাতিক সংযোগের মধ্যে। কিন্তু সেই বিশ্বপ্রেমের জন্য নিজের দেশের প্রতি প্রেম তিনি বিসর্জন দেননি। আবার তার সঙ্গে এও ঠিক যে এই স্বজাতিপ্রেম তার মধ্যে কোনও সঙ্কীর্ণ আত্মকেন্দ্রিকতাও তৈরি করেনি।' দেশবন্ধুর এই অপূর্ণ স্বপ্ন এবং আশার মধ্যেই তার ''সর্ববৃহৎ উত্তরাধিকার'' খুঁজে পেয়েছিলেন নেতাজি।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীকে র‍্যাগিংয়ে নাম তৃণমূল ছাত্র পরিষদের এক নেতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ফের শিরোনামে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়। এক ছাত্রী র‍্যাগিংয়ের শিকার হওয়ায় ঘটনার খবরে শোরগোল পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয় জুড়ে।

এই ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলের মেস কমিটির কয়েকজন সদস্য এবং তৃণমূল ছাত্র পরিষদের এক নেতার নাম জড়িয়েছে। ওই ছাত্রীর অভিযোগ, তাকে হস্টেল থেকে বের করে দিতে নানাভাবে চাপ দেওয়া হচ্ছে। এমনকি হুমকি দেওয়া হচ্ছে। ওই ছাত্রীকে ছাত্র সংসদে গিয়ে টিএমসিপি-র ওই নেতার কাছ থেকে অনুমতি আনার জন্য শাসানো হচ্ছে। হস্টেলের খাবার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ।জানা গিয়েছে ওই ছাত্রীর বাড়ি বাঁকুড়ায়।

তিনি প্রথমে ইংরেজিতে স্নাতকোত্তর করেছেন। তার পর ওম্যান স্টাডিজে স্নাতকোত্তরে ভর্তি

হন। কিন্তু বিষয়টি ভালো না লাগায় তিনি এডুকেশনে স্নাতকোত্তরে ভর্তি হন। ওই ছাত্রী জানিয়েছে, এডুকেশনে তৃতীয় সেমিস্টার পর্যন্ত নিয়মিত ক্লাস করে পরীক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু চতুর্থ সেমিস্টারের সময় ব্যক্তিগত কিছু সমস্যার কারণে নিয়মিত ক্লাস করতে পারেননি। পরীক্ষাও দিতে পারেননি। এখন চতুর্থ সেমিস্টারে ক্লাস করা ও পরীক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অনুমতি দিয়েছে বলে ওই ছাত্রী জানান। কিন্তু গণ্ডগোল বাধে হস্টেলে থাকা শুরু করতেই।

ওই ছাত্রী বলেন, 'হস্টেল সুপার, ওয়ার্ডেন সকলেই তাঁকে অনুমতি দিয়েছেন। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও তাঁর বিষয়টি জানার পরে অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু বর্তমান মেস কমিটি তাঁকে হস্টেলে থাকতে দেবে না বলে নানাভাবে মানসিক অত্যাচার চালাচ্ছে।' গোটা বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, রেজিস্ট্রার সহ অন্যান্য আধিকারিকদের কাছে ইমেলে অভিযোগ করেছেন ওই ছাত্রী। বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটিতেও জানিয়েছেন পুরো ঘটনা। ইউজিসির অ্যান্টি র‍্যাগিং সেলেও অভিযোগ জানিয়েছেন ওই ছাত্রী।

তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও ইউজিসির অ্যান্টি র‍্যাগিং সেলে অভিযোগে জানিয়েছেন, হস্টেলের বর্তমান মেস কমিটির কয়েকজন সদস্য তাঁকে হস্টেল ছাড়ার জন্য নানাভাবে চাপ দিচ্ছে। হুমকিও দিচ্ছে। অত্যাচার করছে। মেসে মাসিক খাবারের খরচ জমা নিচ্ছে না বর্তমান মেস কমিটি। ফলে মেসে তিনি খাবার পাচ্ছেন না। বেশি টাকা খরচ করে বাইরে থেকে খাবার কিনে খেতে হচ্ছে। ওই ছাত্রীর কথায়, চরম মানসিক নির্যাতন ও অত্যাচারের শিকার হতে হচ্ছে তাঁকে।

তবে যাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে সেই ছাত্রী অদিতি গুপ্তা অবশ্য তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁর দাবি, ওই ছাত্রী চার বছর ধরে হস্টেলে রয়েছেন সুপার সিনিয়র হিসেবে। ২০২২-২৪ শিক্ষাবর্ষ শেষ হয়ে গেলেও উনি থেকে গিয়েছেন হস্টেলে। এখন প্রথম বর্ষের ছাত্রীরা আসছে। তাই ওই ছাত্রীকে ঘর ছাড়ার জন্য বলা হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমানে এমবিএর ছাত্র তথা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য কমিটির সম্পাদক খোন্দেকার আমিরুল ইসলাম ওরফে রামিজ জানিয়েছেন, হস্টেলে থাকার ব্যাপারে ছাত্র সংসদের কোনও ভূমিকাই নেই। সেটা বিশ্ববিদ্যালয় ঠিক করে। আর যার কথা বলা হচ্ছে উনি ২০২২-২৪ শিক্ষাবর্ষের ছাত্রী। বর্তমানে ছাত্রীই নন। চতুর্থ সেমিস্টার চালু হলে ওঁকে রিঅ্যাডমিশন নিতে হবে। তার পরে হস্টেলে থাকার কথা। বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটির কনভেনার পার্থ মিত্র জানিয়েছেন, অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। তবে অভিযোগের এখনও পর্যন্ত তেমন কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটি বিষয়টি খতিয়ে দেখবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

নদীতে ডুবে মৃত্যু এক ছট পুণ্যার্থীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: এক ছট পুণ্যার্থীর স্নান করতে এসে নদীতে ডুবে মৃত্যুর ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার সকালে রায়গঞ্জ কুলিক নদীর খরমুজঘাট ঘাটে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম রঞ্জিত রাম (৩২), বাড়ি রায়গঞ্জ থানার বারদুয়ারি এলাকায়। মৃতদেহটি পুলিশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ গভর্নমেন্ট ও মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে। এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার ছটপূজা উপলক্ষে ভোরবেলায় বহু পুণ্যার্থীরা কুলিক নদীতে স্নান করতে এসেছিলেন। রায়গঞ্জের বারদুয়ারি এলাকার বাসিন্দার রঞ্জিত রাম ও তাঁর ছেলেকে নিয়ে কুলিক নদীতে ছটপূজা উপলক্ষে স্নান করতে এসেছিলেন। রায়গঞ্জ প্রশাসন ও পুলিশ উপাসন থেকে কুলিক নদীতে বাঁশ দিয়ে ব্যারিকেড তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল যাতে কোনও পুণ্যার্থী এই ব্যারিকেড পেরিয়ে মাঝনদীতে না চলে যায়। তারই মাঝে ওই ব্যক্তি ব্যারিকেড টপকে মাঝনদীতে চলে যান। স্থানীয় বাসিন্দারা দেখতে পেয়ে চিৎকার করতে থাকে সে সময় পুলিশের চতুর্থ আরক্ষা বাহিনী তড়িঘড়ি সেই জায়গায় ছুটে যায়। তাঁর ছেলেকে কোনও ভাবে সেখান থেকে উদ্ধার করে কুলিক পাড়ে নিয়ে চলে আসে। কিছুক্ষণ পর রঞ্জিত রামের মৃতদেহটি চতুর্থ আরক্ষা বাহিনী উদ্ধার করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে রায়গঞ্জ থানা পুলিশ বাহিনী।

রাস্তার নির্মাণে বাধা নয়, অফিসে গিয়ে বক্তব্য পেশের দাবি মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: সতেরো কোটি টাকা ব্যায়ে কাঁকসার বামুনাড়া শিল্প তালুকে রাস্তা নির্মাণের কাজের সূচনা করলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। শুক্রবার এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের ও সমবায় দপ্তরের মন্ত্রী তথা দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক প্রদীপ মজুমদার।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুরের মহকুমা শাসক ডক্টর সৌরভ চ্যাটার্জি, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আসানসোল দুর্গাপুর ডেভেলপমেন্ট অথোরিটির চেয়ারম্যান কবি দত্ত, দক্ষিণ বঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার চেয়ারম্যান সুভাষ মন্ডল, কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ভবানী ভট্টাচার্য সহ কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা ও জেলা পরিষদের সদস্যরা। পঞ্চায়েত মন্ত্রী জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরে বামুনাড়া শিল্প তালুকের রাস্তা বেহাল অবস্থায় পড়েছিল। আসানসোল দুর্গাপুর ডেভেলপমেন্ট অথোরিটির কাছে সেই রাস্তা নির্মাণ করার জন্য আবেদন জানানো হলে। আসানসোল দুর্গাপুর ডেভেলপমেন্ট অথরিটির আর্থিক অনুদানে শিল্প তালুকের মধ্যে মোট তিন কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ করা হবে। এর ফলে ওই শিল্প তালুকের মধ্যে যে সমস্ত কারখানাগুলো রয়েছে সেই কারখানাগুলোর যানবাহন চলাচলের ক্ষেত্রে অনেকটাই সুবিধা হবে। তবে এই রাস্তা নির্মাণ করতে কারও যদি কোনও সমস্যা হয় বা এলাকার মানুষের রাস্তার বিষয়ে কিছু বলার থাকে তবে তারা যেন তাদের অভিযোগ আসানসোল দুর্গাপুর ডেভেলপমেন্ট অথরিটির অফিসে গিয়ে জানায়।এবং রাস্তা নির্মাণের কাজে কোনও রকম যাতে বাধা সৃষ্টি না হয় সেই বিষয় নিয়ে তিনি সকল স্তরের মানুষের কাছে আবেদন জানিয়েছেন।

রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: কালনা এক নম্বর ব্লকের ধাত্রীগ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ধাত্রীগ্রাম খেলার মাঠে ধাত্রীগ্রাম সার্বজনীন জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে আমরা 'ক' জন ক্লাবের পরিচালনায় একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে জানা যায় ১৯ বছর ধরে তাঁরা এই পুজো করে আসছেন। তাঁরা আরও বলেন, সমাজের মঙ্গলের জন্য কিছু কাজ করার জন্য তাগিদ থেকেই তাদের এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন। কারণ রক্তদান জীবন দান। একটু রক্ত বাঁচাতে পারে মুমূর্ষ রোগীর প্রাণ। তাই শুক্রবার কালনা ব্লাড ব্যাংকের কর্মীরা শিবিরে রক্ত সংগ্রহ করেন। উদ্যোক্তারা জানান এদিন শিবিরে ৫০ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় তাদের রক্তদান করেন। রক্তদাতার সংখ্যা আরো বাড়তেও পারে বলে জানান তারা। রক্ত সংকটের সময় ধাত্রীগ্রাম আমরা 'ক' জন ক্লাবের এই উদ্যোগের প্রশংসার দাবি রাখে। উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে আরো জানা যায় এই বছর তাদের পুজোর বাজেট ৭ লক্ষ টাকা। ৬ দিন বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সাজানো থাকবে তাদের এই বছরের অনুষ্ঠান সূচি।

রবিউল ইসলামের সমর্থনে নির্বাচনী জনসভা হাড়োয়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাড়োয়া: এই উপনির্বাচনের হারজিতের ওপর সরকারের স্থায়িত্ব নির্ভর করছে না। কিন্তু হাড়োয়ার উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে এই নির্বাচনের হারজিত নির্ভর করছে। শুক্রবার বিকেলে হাড়োয়ার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী শেখ রবিউল ইসলামের সমর্থনে নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এমনই মন্তব্য করেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ। এদিন বিকেলে বারাসত ২ নম্বর ব্লকের দাদপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের আয়োজনে নির্বাচনী জনসভায় হয়।

সেখানে প্রার্থী শেখ রবিউল ইসলাম এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন খাদ্যমন্ত্রী মাননীয় রথিন ঘোষ, দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু, বসিরহাট জেলা তৃণমূল কংগ্রেস চেয়ারম্যান সরোজ ব্যানার্জি সহ অন্যান্যরা। খাদ্যমন্ত্রী বলেন, বিজেপি রাজ্যের আবাস যোজনা, ১০০ দিনের টাকা আটকে রেখেছে। তারা বাংলার মানুষের স্বাচ্ছন্দ চায় না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একের পর এক প্রকল্প এনে বাংলার মহিলা, গরিব মানুষকে অর্থনৈতিক ভাবে স্বচ্ছল করতে চাইছেন। বিজেপি সেটা চাইছে না বলেই বাংলার সঙ্গে বিমাতৃসুলভ আচরণ করছে। তাই বাংলার উন্নয়ন হাড়োয়ার উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হাত শক্ত করতে তাঁরাই মনোনীত প্রার্থী রবিউলকে ভোট দিয়ে জয়ী করতে আহ্বান জানান।

তিনি বলেন হাড়োয়া তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি। গত লোকসভা নির্বাচনেও তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী প্রয়াত হাজি শেখ নুরুল ইসলাম ১ লক্ষ ১১ হাজার ভোট পান। তারই ছেলে রবিউল হাড়োয়া প্রাক্তন বিধায়ক হাজি শেখ নুরুল ইসলামের বাকি থাকা কাজ করে হাড়োয়াকে আরও সাজিয়ে তুলবে। আপনাদের প্রিয় ও কাছের মানুষ প্রয়াত হাজি শেখ নুরুল ইসলামের আত্মার শ্রদ্ধা জানাতে তাঁরই ছেলেকে বিপুল ভোটে জয়ী করুণ বলে জনসভা থেকে বার্তা দেন খাদ্যমন্ত্রী।

২০২৬ এ বাংলায় ২৫০ এর বেশি আসন নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস আবার ক্ষমতায় আসবে। হাড়োয়ার জনসভায় দাঁড়িয়ে এমনই মন্তব্য করেন রাজ্যের দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু। তিনি বলেন, বাংলার মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর আস্থা রাখছেন। আপনারা হাড়োয়ার মানুষেরাও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত শক্ত করতে শেখ রবিউল ইসলামকে বিপুল ভোটে জয়ী করুন। কারণ বিজেপি বা অন্যান্য দলগুলির ওপর মানুষ আস্থা রাখতে পারছে না। বিজেপি বড় লোকেদের দল। গরিব ও মধ্যবিত্তের দল তৃণমূল কংগ্রেস। একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই তাদের পাশে থাকেন। তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মনোনীত প্রার্থী রবিউল কে বিপুল ভোটে জয়ী করুন।

স্বপন দেবনাথের বিরুদ্ধে সুকান্তর অভিযোগের প্রেক্ষিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্বস্থলী: গত ৪ নভেম্বর কালনার পুরশ্রী হলে বিজেপির দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ স্কুলের জমি বিক্রি করে দিয়েছেন বলে অভিযোগ তোলেন। আর পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে হেমাতপুর মোড় এলাকায় শুক্রবার প্রতিবাদ সভা ও বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের এই সভায় উপস্থিত হয়ে মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ বলেন স্কুলের জমি ছিল। সরকারকে দেওয়া হয়েছে। সেখানে সরকারি প্রজেক্ট তৈরি হয়েছে। তিনি একটা করে কাজ ধরবেন। আর তার পরেই তাঁর নামে কুৎসা অপপ্রচার রটাবে বিজেপি। এদিন প্রতিবাদ সভায় সামিল হওয়ার জন্য তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানান তিনি। পাশাপাশি স্কুলের দান করা জমির সমস্ত তথ্য তুলে ধরে বিজেপির রাজ্য সভাপতি যে কুৎসা প্রচার রটিয়েছে তা যে পুরোপুরি মিথ্যা তা সকলের সামনে তুলে ধরেন।

হুগলিতে কৃষকদের ক্ষতি যাচাইয়ে সমীক্ষার কাজ পর্যালোচনা বৈঠক মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: প্রথমে বন্যা, পরে ঘূর্ণিঝড় ডানার প্রভাব। হুগলি জেলায় কৃষকদের ক্ষতির পরিমাণ যাচাইয়ের জন্য সমীক্ষার কাজ কতটা এগোল, তা তদারকির জন্য শুক্রবার পর্যালোচনা বৈঠক করলেন কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, '২০১৯ সাল থেকে শস্যবিমা দেওয়া হচ্ছে। তবে, এই প্রথম এমন মিটিং করা হলো। এ বছর তিনবার আমাদের দুর্যোগের মধ্যে পড়তে হয়েছে। প্রথমে অতি বৃষ্টি, এরপর ডিভিসির জল ছাড়ার কারণে বন্যা পরিস্থিতি এবং শেষে দানা ঘূর্ণিঝড়।' শোভনদেব বলেন, 'একমাত্র এই রাজ্যেই বিমার জন্য কোনও টাকা নেওয়া হয় না। সবটাই সরকার দেয়। এমনকী, ভাগচাষিদেরও বিমার টাকা দেওয়া হয়। কিছু তথ্যের সমস্যা আছে, তবে কাজ ভালোই হয়েছে।'

প্রাথমিকভাবে, স্যাটেলাইট থেকে ক্ষতিগ্রস্ত জমির ছবি নেওয়া হয়েছে। সরকারি আধিকারিকরা সরেজমিনে দেখবেন। তারপর ফসল উৎপাদন কতটা কম হলো, সেটা দেখার পরই বিমার টাকা স্থির হবে। মন্ত্রীর আশ্বাস, 'এই কাজগুলো বর্তমানে চলছে। আরও একমাস সময় বাড়ানো হয়েছে। কোনও চাষি বাদ পড়ুক, সেটা আমরা চাই না।' বিমা নিয়ে কোনও অভিযোগ যাতে না থাকে তার জন্য স্যাটেলাইট ছবির পরেও জমিতে নেমে সংশ্লিষ্ট সবাইকে নিয়ে সরেজমিনে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বিষ্ণুপুর পোকা বাঁধে ছটপুজোয় মেতে হিন্দিভাষী সম্প্রদায়।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
পার্ক স্ট্রিট ব্রাঞ্চ
৫৭, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৬

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(১) অধীন

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, পার্ক স্ট্রিট শাখা, কলকাতা** (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) এফজিএম অফিস কলকাতা - ১ কর্পোরেট অফিস ২৫৪-২৬০, অভাই শানমুগাম সালাই, রয়াপিঠ, চেন্নাই - ৬০০০১৪ অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১৩.০৩.২০২৪** তারিখে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা : **শ্রী বিদেশ কুমার শর্মা (ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতা পিতা রাজেন্দ্র কুমার শর্মা ঠিকানা ২৬৫/বি এম বি রোড ১ নং রবীন্দ্র নগর পর্ণশ্রী পল্লী কলকাতা - ৭০০০৬০ এবং শ্রীমতি পিয়ালি শর্মা (সহ-ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতা স্বামী শ্রী বিদেশ কুমার শর্মা ২৬৫/বি এম বি রোড ১ নং রবীন্দ্র নগর পর্ণশ্রী পল্লী কলকাতা** - ৭০০০৬০ নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **কুড়ি লাখ সাতাশ হাজার নশো উনসত্তর টাকা এবং তিরানব্বই পয়সা) টাকা ১৩.০৩.২০২৪ অনুযায়ী অধার্য সুদ সহ** পুঞ্জীভূত সুদ এবং ব্যয় সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **৮ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, পার্ক স্ট্রিট শাখার নিকট বকেয়া **২০,২৭,৯৬৯.৯৩ টাকা (কুড়ি লাখ সাতাশ হাজার নশো উনসত্তর টাকা এবং তিরানব্বই পয়সা) ১৩.০৩.২০২৪ অনুযায়ী** ব্যাঙ্কের নিকট পুঞ্জীভূত পরবর্তী সুদ, ব্যয় ইত্যাদি সহ।
''ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।''

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

বিবরণ অ্যাড/নং	সীমানা	মালিক/বন্ধকদাতা
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ২বি, পরিমাণ কমবেশি ৮১০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া মার্বেল মেঝে,পূর্ব দিকে 'দীপাশা' ভবনের তিনতলায় , ২ বেড রুম, ১ ডাইনিং তথা কিচেন, ২ টয়লেট, ১ ডব্লু সি এবং সকলের ব্যবহারের লিফট সুবিধা, পরিষেবা সমন্বিত, প্রেমিসেস নং ৭৩৩, জয়রামপুর জলা রোড, কেএমসি ওয়ার্ড নং ১২৯ এবং ডাক ঠিকানা নং ৪১৫/১,গোয়ালা পাড়া রোড, কলকাতা:৭০০০৬০।	**চৌহদ্দি : উত্তরে :** শ্রীমতি নলিনী বালা নস্কর এর সম্পত্তি, **দক্ষিণে :** ১৮ ফুট চওড়া গোয়ালা পাড়া রোড, **পূর্বে :** শিবানী রায় এর সম্পত্তি, **পশ্চিমে :** শ্রীমতি শেফালি দত্ত এবং রেবতী ভূষণ মন্ডলের সম্পত্তি।	**শ্রী বিদেশ কুমার শর্মা এবং শ্রীমতি পিয়ালী শর্মা**

তারিখ :০৮.১১.২০২৪, স্থান : কলকাতা **স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

SBI **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান
উল্লাস গেট নং ১, বর্ধমান - ৭১৩১০৪, ইমেল ঃ sbi.14817@sbi.co.in
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ অভিজিৎ চক্রবর্তী, ইমেল আইডি ঃ **sbi.14817@sbi.co.in**, মোবাইল নং ঃ ৯৬৭৪৪৫৮৮৮৮

অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
[রুল ৮(৬) তৎসহ পঠিত রুল ৬(২) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
অস্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিনকস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের [৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে]

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ তারিখ ঃ ১২.১২.২০২৪
সময় ঃ ২৪০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৩টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ
সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ ঃ ০৫.১২.২০২৪ সময় : সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত

সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) এর প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার** কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত এবং তা বিক্রয় করা হবে **'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যেমন অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে ১২.১২.২০২৪** সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৩টার মধ্যে।

ক্রম নং ০১ **[দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) তৎসহ পঠিত রুল ৬(২)]**
সংশ্লিষ্ট **২,০৩,৫৭,৩২১.০০ টাকা (দুই কোটি তিন লাখ সাতান্ন হাজার তিনশ একুশ টাকা) ০৭.০২.২০২৩** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, অন্যান্য ব্যয় এবং শুল্ক জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় **মেসার্স প্রতিভা রেফ্রিজারেশন সেন্টার, স্বত্বা. শ্রীমতি অঞ্জনা দাস, জামিনদাতা শ্রী ভিক্টর দাস**-এর কাছ থেকে আদায়ের জন্য **১২.০৬.২০২৩** থেকে।
সংরক্ষিত মূল্য ঃ
১,৫৮,০০০.০০ টাকা এবং বায়না জমা ১৫,৮০০.০০ টাকা
ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ **১০,০০০.০০ টাকা**
(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ অস্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
অস্থাবর অবিক্রীত তালিকা রেফ্রিজারেটর তোশিবা (৫টি),ওয়াশিং মেশিন তশিবা (৪ টি) এবং একটি আরও ওয়াটার পিউরিফায়ার (৩ টি)।
সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট **www.sbi.co.in** এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন **https://ebkray.in** দরদাতা হিসেবে রেজিস্ট্রেশনের জন্য দেখুন **https:-//ebkray.in>eauction-psb>bidder-registration**
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ **ebkray/PSB Alliance Pvt. Ltd.** সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। (ই-মেইল আইডি **support.ebkray@psballiance.com) https://ebkray.in**-এ নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে **NEFT/RTGS** স্থানান্তর করে

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

তারিখ ঃ ০৯.১১.২০২৪ অনুমোদিত অফিসার
স্থান ঃ বর্ধমান এসবিআই, স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি শাখা, বর্ধমান

DUKE COMMERCE LIMITED

CIN : L51909WB1982PC035425
Registered Office : Hongkong House, 1st Floor, 31 B. B. D. Bagh (S), Kolkata - 700001
Phone : (033) 22488891/92, E-mail : duke.commerce@yahoo.com

Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30 September 2024 (Rs. In Lakhs)

Sl No.	Particulars	Quarter ended 30-09-2024 (Unaudited)	Quarter ended 30-06-2024 (Unaudited)	Quarter ended 30-09-2023 (Unaudited)	Half year Ended 30-09-2024 (Unaudited)	Half year Ended 30-09-2023 (Unaudited)	Year Ended 31-03-2024 (Audited)
1	**Income**						
	(a) Revenue from Operations						
	Interest Income	16.30	10.18	0.15	26.49	0.30	264.71
	Dividend Income	29.03	-	27.35	29.03	27.35	79.03
	Net gain on fair value changes	6.57	8.55	1.31	15.12	2.08	12.93
	Total Revenue from Operation	**51.90**	**18.74**	**28.81**	**70.64**	**29.73**	**356.68**
	(b) Other Income	-	-	-	-	-	400.00
	Total Income (a+b)	**51.90**	**18.74**	**28.81**	**70.64**	**29.73**	**756.68**
2	**Expenses**						
	a) Finance Costs	-	-	-	-	-	-
	b) Impairment on Financial Instruments	0.18	0.98	-	1.16	-	0.26
	c) Employees benefit expenses	0.61	0.36	1.82	0.97	3.17	7.11
	d) Depreciation and amortisation expense	0.40	0.25	0.33	0.65	0.53	1.27
	e) Other expenditure	0.69	1.11	1.26	1.79	2.61	4.53
	Total Expenses	**1.88**	**2.69**	**3.41**	**4.57**	**6.31**	**13.17**
3	**Profit / (Loss) before tax (1-2)**	**50.02**	**16.05**	**25.40**	**66.07**	**23.42**	**743.50**
4	**Tax Expenses**	-	-	-	-		**47.25**
5	**Profit / (Loss) for the period (3-4)**	**50.02**	**16.05**	**25.40**	**66.07**	**23.42**	**696.25**
6	**Other comprehensive income**						
	(i) Items that may be reclassified to profit or loss (net of tax)	-	-	-	-	-	-
	(ii) Items that will not be reclassified to profit or loss (net of tax)	-4,200.85	11,115.60	4,836.30	6,914.75	8,427.70	12,926.46
	Total comprehensive income/ (loss) for the period (net of tax)	(4,200.85)	11,115.60	4,836.30	6,914.75	8,427.70	12,926.46
7	**Total comprehensive income/ (loss) for the period (5+6)**	(4,150.83)	11,131.65	4,861.70	6,980.82	8,451.12	13,622.71
8	**Paid-up equity share capital (Face value per share : Rs. 10/-)**	95.66	95.66	95.66	95.66	95.66	95.66
9	**Other Equity**	-	-	-	-	-	**13,756.39**
10	**Earnings/ (loss) per Equity Share of face value of Rs. 10/- each (Not Annualised)**						
	(a) Basic	**5.23**	**1.68**	**2.65**	**6.91**	**2.45**	**72.78**
	(b) Diluted	**5.23**	**1.68**	**2.65**	**6.91**	**2.45**	**72.78**
		(Not Annualised)	(Not Annualised)	(Not Annualised)	(Not Annualised)	(Not Annualised)	(Annualised)

NOTES:
1) The above results has been reviewed and recommended by Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on 08th of November, 2024.
2) The Company is engaged primarily in the business of Investing and accordingly there are no separate reportable segments as per Ind AS 108 dealing with Operating Segments.
3) The Provision for current tax and statutory reserves, expected credit loss, gratuity & leave if any, will be provided at the year end.
4) The financial results of the company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ("Ind AS") as prescribed under section 133 of Companies Act, 2013 read with companies (Indian Accounting Standard) Rules, 2015 and relevant amendment rules there after.
5) The Limited Review for the quarter ended 30th September 2024 has been carried out by the Statutory Auditors, as required under Regulation 33 of SEBI (LODR) Regulation 2015.
6) The figure of the previous periods has been regrouped / reclassified, wherever necessary, to conform to the classification for the quarter ended 30 September 2024.

Standalone Statement of Assets And Liabilities as on 30th September, 2024 (Rs In Lakhs)

	Particulars	As at 30-09-2024 (Unaudited)	As at 31-03-2024 (Audited)
	ASSETS		
(1)	**Financial Assets**		
(a)	Cash and Cash Equivalents	21.71	14.81
(b)	Loans	576.24	60.00
(c)	Investments	35,756.10	29,316.24
(d)	Other Financial Assets	-	0.49
		36,354.05	**29,391.53**
(2)	**Non-Financial Assets**		
(a)	Current Tax Assets (Net)	22.21	3.82
(b)	Property, Plant & Equipment	2.31	1.59
		24.52	5.42
	TOTAL ASSETS	36,378.57	29,396.95
	LIABILITIES AND EQUITY		
(1)	Financial Liabilities		
(a)	Other Financial Liabilities	0.00	0.36
		0.00	0.36
(2)	Non-Financial Liabilities		
(a)	Provisions	1.44	0.28
(b)	Deferred Tax Liabilities (Net)	1,921.56	1,921.56
		1,922.99	1,921.83
(3)	**Equity**		
(a)	Equity Share Capital	95.66	95.66
(b)	Other Equity	34,359.92	27,379.10
		34,455.58	27,474.76
	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY	**36,378.57**	**29,396.95**

For and on behalf of the Board of Directors
DUKE COMMERCE LIMITED
BIHARI LAL KANOONGO
DIRECTOR
DIN : 00486606
Place : Kolkata
Date : 8th November, 2024

অ্যালফ্রেড হারবার্ট (ইন্ডিয়া) লিমিটেড

CIN: L74999WB1919PLC003516
রেজিস্টার্ড অফিস ১৩/৩, স্ট্র্যান্ড রোড, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন: ০৩৩ ২২২৬ ৮৬১৯ / ২২২৯ ৯১২৪
ই-মেল: kolkata@alfredherbert.com, ওয়েবসাইট: alfredherbert.co.in

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবর্ষের অনিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ

(লাখ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৪	স্ট্যান্ডঅ্যালোন অর্ধ বর্ষ সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৪	স্ট্যান্ডঅ্যালোন অর্ধ বর্ষ সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৩	কনসোলিডেটেড ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৪	কনসোলিডেটেড অর্ধ বর্ষ সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৪	কনসোলিডেটেড অর্ধ বর্ষ সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৩
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	৮৩.৫০	১২১.৫৯	১১১.৩৭	৮৮.৮৭	১৩০.৮৫	১২১.৪১
২	নিট লাভ/(ক্ষতি)সময়কালের জন্য (কর এবং ব্যতিক্রমী দফা পূর্ববর্তী)	১৪.৪৯	৪.৯৫	৩৯.০৭	১৯.২৭	১৩.৪৩	৪২.১৫
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ববর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)	১৪.৪৯	৪.৯৫	৩৯.০৭	১৯.২৭	১৩.৪৩	৪২.১৫
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)	(৬.৪৬)	(৪১.৮৭)	৬৬.৪৭	(৩.০১)	(৩৫.৭০)	৬৭.৮৬
৫	সময়কালের জন্য মোট আনুপুঙ্খিক আয় [সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত(কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় (করের পরে)]	(২১০.৭৩)	(৮.৭৮)	৬০২.২৪	(২১৩.৬৫)	২৮৫.০৩	৬৭২.৫১
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেসভ্যালু ১০/- টাকা প্রতিটি)	৭৭.১৪	৭৭.১৪	৭৭.১৪	৭৭.১৪	৭৭.১৪	৭৭.১৪
৭	ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি আয় (ফেসভ্যালু ১০/- টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়) : মৌলিক (টা.)	(০.৮৪)	(৫.৪৩)	৮.৬২	(০.৩৯)	(৪.৬৩)	৪.৮০
	মিশ্রিত (টা.)	(০.৮৪)	(৫.৪৩)	৮.৬২	(০.৩৯)	(৪.৬৩)	৪.৮০

দ্রষ্টব্য :
১ সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস)-র রেগুলেশন, ২০১৫ সালের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে সংভার বিনিময় কেন্দ্রে ফাইল করা ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবর্ষের আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরোক্তটি। সংভার বিনিময় কেন্দ্রের ওয়েবসাইট **www.bseindia.com** এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.alfredherbert.co.in** -এ ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবর্ষের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে।
২ কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-র সেকশন ১৩৩ অধীন নির্ধারিত কোম্পানিজ (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস) রুলস, ২০১৫ অনুযায়ী কোম্পানি এই স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের প্রস্তুতি নিয়েছে।

পরিচালন পর্ষদের পক্ষে
এ. ভি. লোধা
চেয়ারম্যান
(DIN: 00036158)
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ৮ নভেম্বর, ২০২৪

মানাকসিয়া অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানি লিমিটেড

কর্পোরেট আইডেন্টিটি নম্বর: L27100WB2010PLC144405
রেজিস্টার্ড অফিস: ৮/১, লালবাজার স্ট্রিট, বিকানির বিল্ডিং, ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০০১
ই-মেল : info@malcoindia.co.in, ওয়েবসাইট : www.manaksiaaluminium.com
দূরভাষ : +৯১-৩৩-২২৪৩ ৫০৫৩ / ৫০৫৪

''৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবর্ষের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ''

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪	অর্ধ বর্ষ সমাপ্ত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩
কার্যাদি থেকে মোট আয়	১৫০৬১.৪৮	২৩২৩৩.১৭	৯৯৬৪.৯০
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব	২১৩.৫৪	৩১৬.২৫	১৫৯.৪৯
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী	১৬৮.৪৫	২৩৯.৭৪	১১৮.০৩
মোট ব্যাপক আয় [কর পরবর্তী লাভ/(ক্ষতি) এবং কর পরবর্তী অন্যান্য ব্যাপক আয় সমন্বিত]	১৬৮.৪৫	২৩৯.৭৪	১১৮.০৩
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৬৫৫.৩৪	৬৫৫.৩৪	৬৫৫.৩৪
শেয়ার প্রতি আয় (১/- টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়)			
(ক) মৌলিক (টা.)	০.২৬	০.৩৭	০.১৮
(খ) মিশ্রিত (টা.)	০.২৬	০.৩৭	০.১৮

দ্রষ্টব্য:
(ক) ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে কোম্পানির সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবর্ষের আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি কর্তৃক পুনরীক্ষিত ও সুপারিশ করা হয়েছে এবং কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরর্স কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে ০৮ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত তাঁদের স্ব-স্ব সভায়। কোম্পানির বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ এই সকল ফলাফলের সীমায়িত পুনরীক্ষণ করেছেন।
(খ) সংস্থাটি ৩০ অগস্ট ২০২৪ -এ ৮ দ্য গ্রিন এসটিই, ডোভার ডি ১৯৯০১, স্টেট অফ ডেলাওয়্যার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি নতুন সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সহায়ক সংস্থা অর্থাৎ মানাকসিয়া অ্যালুমিনিয়াম ইনকর্পোরেটেড অন্তর্ভুক্ত করেছে। তবে, সহায়ক সংস্থাটি এখনও তার কার্যক্রম শুরু করেনি এবং তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। শেয়ার আবেদনের অর্থ শীঘ্রই সাবসিডিয়ারি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা হবে এবং তাই ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য কনসোলিডেটেড আর্থিক প্রস্তুত করা হচ্ছে না।
(গ) উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশনস ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের নির্যাস। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.nseindia.com এবং www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.manaksiaaluminium.com-তেও পাওয়া যাবে।

ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে
মানাকসিয়া অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানি লিমিটেড
সুনীল কুমার আগরওয়াল
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
DIN: 00091784
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০৮.১১.২০২৪

ছেলেকে শিকল দিয়ে বেঁধে মারে অভিযোগে ধৃত বাবা

নিজস্ব প্রতিবেদন, গোপালনগর: ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকেছে কিনা চেক করায় নিজের ছেলেকে শিকল দিয়ে বেঁধে বীভৎস মার বাবার। মায়ের অভিযোগে গ্রেপ্তার বাবা। উত্তর ২৪ পরগনার গোপালনগর থানা এলাকার শুল্ক দুর্গাপুরের বাসিন্দা সঞ্জয় কর্মকারের ১৩ বছরের ছেলে নিজের ব্যাংকের বই নিয়ে ঠাকুরদার সঙ্গে ব্যালেন্স চেক করতে গিয়েছিল ব্যাংকে।যার জন্য গত বুধবার রাতে সঞ্জয় কর্মকার বাড়ি ফিরে ছেলেকে শিকল দিয়ে বেঁধে কেবিল তার দিয়ে বেধরক মারধর করে বলে অভিযোগ। ছেলেকে এমন ভাবে মারধর করা সহ্য করতে পারেনি মা সোমা কর্মকার। বাবার বাড়ি ভাইকে খবর দেয়। পরবর্তীতে তাঁর ভাই গিয়ে দিদিকে ও ভাগ্নেকে উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে আসেন। বৃহস্পতিবার বনগাঁ থানায় স্বামীর বিরুদ্ধে ছেলেকে মারধরের লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন সোমা কর্মকার।

সোমা কর্মকারের অভিযোগ পেয়ে শুক্রবার সকালে বনগাঁ থানার পুলিশ গোপালনগর এলাকা থেকে সঞ্জয় কর্মকারকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতকে গ্রেপ্তার করে বনগাঁ মহকুমা আদালতে পাঠিয়েছে বনগাঁ থানার পুলিশ। এই বিষয়ে স্ত্রী সোমা কর্মকার জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরে তাঁর স্বামী তাঁকে নির্যাতন করে। মাঝেমধ্যেই ছেলেকেও মারধর করে সংসার করার জন্য সব মেনে নেয়। কিন্তু বুধবার ছেলেকে যেমন ভাবে মেরেছে তিনি সহ্য করতে পারেননি। তিনি বনগাঁ থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। তিনি চাইছেন স্বামীর শাস্তি হোক।

উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব শুক্রবার ভোরে গঙ্গার ঘাটে ছট পুজোর তদারকি করছেন। ছবি বনস্পতিতে

শুক্রবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কাকদ্বীপে শুরু হল ‘বাংলা মোদের গর্ব’ অনুষ্ঠান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিম হাজরা, জেলা সভাধিপতি নীলিমা মিস্ত্রি বিশাল, মথুরাপুরের সাংসদ বাপি হালদার, জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা, সুন্দরবন পুলিশ জেলা আরক্ষাধ্যক্ষ কোটেশ্বর রাও, কাকদ্বীপের বিধায়ক মন্টুরাম পাখিরা, অতিরিক্ত জেলা শাসক (জেলা পরিষদ) সৌমেন পাল, সুমিতা দে, অপর অধিকর্তা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

তৃণমূল ঘনিষ্ঠ ক্লাবের পুজো উদ্বোধনে বিডিওর উপস্থিতিতেতে তোপ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: উপনির্বাচনের প্রাক্কালে জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধনে এসেও তৃনমুল নেত্রীকে আশীর্বাদ করার আহ্বান আরামবাগ তৃণমূলের এক উচ্চ নেতৃত্ব। পাশাপাশি মঞ্চে অভিষেক ব্যানার্জির জন্মদিন পালন পুজো উদ্যোক্তাদের। অরাজনৈতিক পুজো মণ্ডপে রাজনৈতিক কর্মসূচি আর সেই মঞ্চে খানাকুল ২ বিডিওর উপস্থিতিকে ঘিরে উদ্বোধনের দিনেই বিতর্কে খানাকুল রেনেসাঁস ক্লাবের পুজোয়।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় খানাকুল ফুটবল মাঠে খানাকুল রেনেসাঁস ক্লাবের জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধন অনুষ্ঠান ছিল। যদিও ক্লাবের অধিকাংশ সদস্য তৃণমূলের নানা মাপের নেতা বলে স্থানীয়রা এই ক্লাবটি তৃণমূলের ক্লাব বলেই চেনেন। সেই পুজোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে খানাকুল ২ বিডিও সহ মঠের মহারাজ, স্থানীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের মতো অতিথি উপস্থিত ছিলেন। সেখানে তাঁদের সামনেই বক্তব্য রাখতে গিয়ে তৃণমূল নেতা বলেন,জগদ্ধাত্রীর সঙ্গে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর জন্যও প্রার্থনা করবেন। আর এরপরে ওই মঞ্চতেই অভিষেক ব্যানার্জির জন্মদিন পালন করেন ক্লাবের সদস্যরা। যা নিয়েই তৈরি হয়েছে বিতর্ক। এনিয়ে সুর চড়িয়েছে বিরোধীরা।

এদিনের কর্মকাণ্ড নিয়ে খানাকুল বিজেপির দাবি, তারা এতদিন প্রশাসনকে দলদাস বলে দাবি জানিয়ে আসছিলেন। এদিনের এই ধরনের অনুষ্ঠানে বিডিওর উপস্থিতি যে তারই প্রমাণ তার দাবি তুলেছে তারা। তৃণমূল ঘনিষ্ঠ ক্লাবে বিডিওর উপস্থিত নিয়ে খানাকুলের বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ রীতিমতো তোপ দাগেন। তিনি বলেন, প্রশাসনের কিছু কিছু আধিকারিকের ভয় থাকে শাসকদল তৃণমূলকে সন্তুষ্ট না করলে তাদের পদ চলে যাবে। তাই তৃণমূলকে সন্তুষ্ট করার একটা প্রয়াস। এটা শুধু খানাকুল নয়, সারা রাজ্যজুড়ে চলছে তৃণমূলের মঞ্চে সরকারি কর্মীদের।

খানাকুল দুই নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রমেন প্রামাণিক বলেন, এটা মিথ্যা অভিযোগ। অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর কেক কাটা হয়। বিডিও সহ অন্যান্য আধিকারিকরা চলে গিয়েছিলেন।

পানীয় জলের প্রকল্পের শিলান্যাস শতাব্দীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, মল্লারপুর: অবশেষে আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় পানীয় জলের সংকট কিছুটা হলেও মিটতে চলেছে।

বীরভূম জেলার অন্তর্গত মহঃবাজার ব্লকের অধীনে ভাঁড়কাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ঢোলকাটা গ্রামের মানুষেরা দীর্ঘদিন যাবৎ পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছিলেন। সমস্যার কথা শুনে বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ শ্রীমতি শতাব্দী রায় মল্লারপুর নঈসুভা দ্বারা পরিচালিত ব্রেইথওয়েট অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেডের আর্থিক সহযোগিতায় সিএসআরের অন্তর্গত পানীয় জলের প্রকল্পের শিলান্যাস করলেন।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বীরভূম জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি শ্রীমতি স্বর্ণলতা সরেন এবং মহঃ বাজার ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীমতি

প্রভাসিনি মুর্মু। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা মল্লারপুর নঈসুভার সম্পাদক সাধন সিংহ বলেন দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় পানীয় জলের সংকট ছিল কিন্তু পানীয় জলের প্রকল্পের ছিলেন না হওয়ায় কিছুদিনের মধ্যেই সাধারণ মানুষ জল পাবেন এটা ভেবেই আনন্দ লাগছে।

---

5 STAR SUPER COLOUR

Manaksia Steels Limited
AN ISO 9001 : 2015 COMPANY

কর্পোরেট আইডেন্টিটি নাম্বার L27101WB2001PLC138341
রেজিস্টার্ড অফিস: ৬ লায়নস রেঞ্জ, টার্নার মরিসন বিল্ডিং, দ্বিতীয় তল, কলকাতা-৭০০০০১
ই-মেল: info.steels@manaksiasteels.com, ওয়েবসাইট: www.manaksiasteels.com
দূরভাষ: +৯১-৩৩-২২৩১ ০০৫৫ / +৯১-৩৩-২২৩১ ০০৫৬

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবর্ষের কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(₹ লক্ষ-তে)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩	অর্ধ বর্ষ সমাপ্ত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২২
কার্যাদি থেকে মোট আয়	১০,৪৪৫.৩৬	২৬,৯৬৩.২০	১৬,৬৩৩.৪৭
মোট রাজস্ব	১১,২২৯.১২	২৮,১২৭.১২	১৭,০৮২.৭৪
সুদ, কর, অবচয় এবং ঘাত-শোষণ পূর্ব লাভ/(ক্ষতি) (ইবিআইটিডিএ)	৪৭৩.৮১	১,১৬৪.৫৯	১,৪২৭.৪৫
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব (পিবিটি) (কর, ব্যতিক্রমী দফা এবং/বা অতিরিক্ত দফা পূর্ব)	১৯০.২৩	৫৬৫.৭৪	১,১৭৬.৬০
ব্যতিক্রমী দফা	(২০.৯২)	(৬৩.৮৯)	৪.০৫
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব (পিবিটি) (কর, ব্যতিক্রমী দফা এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	১৬৯.৩১	৫০১.৮৫	১,১৮০.৬৫
কর ব্যয়	৫৯.৮৭	২২৯.৪৪	২৮৯.০৭
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (পিএটি) (ব্যতিক্রমী দফা এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	১০৯.৪৪	২৭২.৪১	৮৯১.৫৮
মোট ব্যাপক আয় [সময়কালের (কর পরবর্তী লাভ/(ক্ষতি) এবং কর পরবর্তী অন্যান্য ব্যাপক আয়ের অন্তর্গত]	(১৯৩.৭৪)	(৭৩.০৫)	৭৩.৮২
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৬৫৫.৩৪	৬৫৫.৩৪	৬৫৫.৩৪
শেয়ার প্রতি আয় (১/- টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়) :			
(ক) মৌলিক (₹)	০.১৭	০.৪২	১.৩৬
(খ) মিশ্রিত (₹)	০.১৭	০.৪২	১.৩৬

স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের মুখ্য সংখ্যা : (₹ লক্ষ-তে)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩	অর্ধ বর্ষ সমাপ্ত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২২
কার্যাদি থেকে মোট আয়	৯,৫৪৪.৭৩	২৫,১৭৫.৩৯	১৫,৪৫৬.১৬
মোট রাজস্ব	১০,৪৩৮.৭৭	২৬,৪৪৯.৫৮	১৫,৯০৫.৯৮
সুদ, কর, অবচয় এবং ঘাত-শোষণ পূর্ব লাভ/(ক্ষতি) (ইবিআইটিডিএ)	৫৪৭.০৯	১,১৮৫.৮৯	১,২৯১.৮৬
কর পূর্ববর্তী নিট লাভ/(ক্ষতি) (পিবিটি)	৩০৩.৮০	৬৭৩.৭৯	১,১২৪.০৪
কর পরবর্তী নিট লাভ/(ক্ষতি) (পিএটি)	২৩৭.৯৬	৪৭০.৫৫	৮৬৩.৭৫

দ্রষ্টব্য:

(ক) ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষের কোম্পানির আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি কর্তৃক পুনরীক্ষিত ও সুপারিশ করা হয়েছে এবং কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরর্স কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে ৮ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত তাঁদের স্ব-স্ব সভায়। কোম্পানির বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ এই সকল ফলাফলের সীমায়িত পুনরীক্ষণ করেছেন এবং ফলাফলগুলি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অনুসারে প্রকাশ করা হচ্ছে।

(খ) কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের মধ্যে রয়েছে মানকসিয়া স্টিলস লিমিটেড, এর সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সহায়ক সংস্থা, ফেডারেটেড স্টিল মিলস লিমিটেড, ফার ইস্ট স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এবং সুমো অ্যাগ্রোকেম লিমিটেড।

(গ) যেহেতু কোম্পানির ব্যবসায়িক কার্যকলাপ একটি একক প্রাথমিক ব্যবসা সেগমেন্টের মধ্যে পড়ে, যেমন, “মেটালস”, ইন্ড এএস ১০৮, “অপারেটিং সেগমেন্টস” -এর প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা প্রযোজ্য নয়।

(ঘ) নাইজেরিয়ান মুদ্রার উল্লেখযোগ্য অবমূল্যায়নের ফলে অব্যাহত অস্থিরতার কারণে, গ্রুপটি নাইজেরিয়া ভিত্তিক তার সহায়ক সংস্থাগুলিতে বৈদেশিক মুদ্রার ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। এই ক্ষতিগুলি গ্রুপের একীভূত আর্থিক ফলাফলে একটি ব্যতিক্রমী দফা হিসাবে রিপোর্ট করা হয়েছে।

(ঙ) পর্যালোচনাধীন ত্রৈমাসিকে, সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সহায়ক সংস্থা টেকনোমেট ইন্টারন্যাশনাল এফজেডই-এর লিকুইডেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। এই লিকুইডেশন অনুসারে, বৈদেশিক মুদ্রা ট্রান্সলেসন রিজার্ভে পূর্বে স্বীকৃত ৬০৩.৫২ লক্ষ টাকার ক্রমপুঞ্জিত বৈদেশিক মুদ্রার পার্থক্যটি একীভূত ফলাফলের লাভ-ক্ষতির বিবরণীতে অন্যান্য বিস্তৃত আয় থেকে অন্যান্য আয়ে পুনরায় শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে।

(চ) তুলনামূলক পরিসংখ্যানগুলি যেখানে প্রয়োজন সেখানে পুনর্বিন্যাস/পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে।

(ছ) উপরেরটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহে ফাইল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফল সমূহের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটসমূহ, www.nseindia.com এবং www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.manaksiasteels.com -এ পাওয়া যাবে।

পরিচালন পর্ষদে পক্ষে
মানাকসিয়া স্টিলস লিমিটেড
স্বা/-
বরুণ আগরওয়াল
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
DIN: 00441271

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ৮ নভেম্বর, ২০২৪

পঞ্জাব নৈশনল বৈংক (भारत सरकार का उपक्रम) pnb punjab national bank (Govt of India Undertaking)

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

হেড অফিস : প্লট নং ৪, সেক্টর -১০ দ্বারকা, নিউ দিল্লি - ১১০ ০৭৫
সস্ত্র ডিভিশন, সার্কেল অফিস : কলকাতা পশ্চিম, ১১, হেমন্ত বসু সরণি, ৫ম তল, কলকাতা - ৭০০০০১, ইমেল : cs4479@pnb.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
ইএমডি এবং অন্যান্য নথিতথ্যাদি জমা দেবার শেষ তারিখ এবং সময়

সম্পত্তি লট (নিম্নে উল্লিখিত)	ডাক জমা দেবার শেষ তারিখ	সময় পর্যন্ত
ক্রম নং ১, ২, ৩ এবং ৪	অনলাইন : ২৬.১১.২০২৪	দুপুর ৩টে পর্যন্ত

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি প্রতীকী দখল নিয়েছেন জামিন অধীনে ঋণদাতা ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার এবং তা **‘যেখানে যা আছে’, ‘যেখানে যেমন আছে’ এবং ‘যে অবস্থায় আছে’** ভিত্তিতে উল্লিখিত তারিখে নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্ক/জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া সমুদয় সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের কাছ থেকে আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে। সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা নিম্নে টেবিলে উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে জমা দিতে হবে।
সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি ওয়েব পোর্টাল **(https://ebkray.in)** প্রদত্ত প্ল্যাটফর্মে ই-নিলামের দ্বারা নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক বিক্রি করা হবে। সাধারণকে স্বয়ং বা অনুমোদিত প্রতিনিধি মারফত ডাক দাখিলের আহ্বান করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ক) শাখার নাম খ) অ্যাকাউন্ট নাম	বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত/মালিকের নাম	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) বকেয়া পরিমাণ গ) দখলের তারিখ	ক) সংরক্ষিত মূল্য (লাখ টাকায়) খ) ইএমডি (ইএমডি জমার শেষ তারিখ) গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ	ক) ই-নিলামের তারিখ/সময়
১.	ক) পিএনবি : কলকাতা পার্ক সার্কাস খ) এ/সি রফিকুল ইসলাম	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত বসবাসের ফ্ল্যাট নং ডি ০৬ , মার্বেল মেঝে ৩য়তলে, (দক্ষিণ পূর্ব দিকে), পরিমাণ ১১১০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি জি-৪ তলা ভবনে, ৩ বেড রুম,১ কিচেন, ১ ডাইনিং রুম, ১ টয়লেট, ১ ব্যালকনি, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির অবস্থান মৌজা : খড়দহ, জেএল নং ২, তৌজি নং ১৪৫, এবং ২৯৯৮, অংশ আরএস দাগ নং ২৮৯৬, এলআর দাগ নং ৫৩১৭,আরএস খতিয়ান নং ১৫৫৮, খড়দহ পুরসভার ওয়ার্ড নং ১৭ ,হোল্ডিং নং ১৪/৬/২, পি এন মুখার্জি রোড, থানা : খড়দহ, জেলা :উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০১১৬, লিফট সুবিধা সহ। দলিল নং: ১-১৫০১০১৭২৫-২০২০ সালের, শ্রীরফিকুল ইসলামের নামে। **(সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি প্রতীকী দখলীকৃত)** **ডি এম নির্দেশ গৃহীত**	ক) ২৬.১২.২০২২ খ) ৪৪,৩০,০০০.৯৯ টাকা এনপিএ তারিখ থেকে সুদ সহ/শেষ চার্জ সুদ এবং অন্যান্য ব্যয় এবং চার্জ সহ গ) ১৬.০৩.২০২৩	ক) ৩২.৮২ লাখ টাকা খ) ৩.২৮ লাখ টাকা গ) ০.১০ লাখ টাকা	২৬.১১.২০২৪ সকাল ১১.৩০টা থেকে দুপুর ৩.৩০টা পর্যন্ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ (লেনদেনকারী অফিসারের যোগাযোগ নং ৭০৪৪৫০২০৬০)
২.	ক) পিএনবি : কলকাতা পার্ক সার্কাস খ) এ/সি : রফিকুল ইসলাম	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত বসবাসের ফ্ল্যাট নং ডি ০৭ , মার্বেল মেঝে ৩য়তলে, (উত্তর পশ্চিম দিকে), পরিমাণ ৫১০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি জি-৪ তলা ভবনে, ১ বেড রুম, ১ ডাইনিং তথা কিচেন রুম, ১ টয়লেট, ১ ব্যালকনি, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির অবস্থান মৌজা : খড়দহ, জেএল নং ২, তৌজি নং ১৪৫, এবং ২৯৯৮, অংশ আরএস দাগ নং ২৮৯৬, এলআর দাগ নং ৫৩১৭, আরএস খতিয়ান নং ১৫৫৮, খড়দহ পুরসভার ওয়ার্ড নং ১৭ ,হোল্ডিং নং ১৪/৬/২, পি এন মুখার্জি রোড, থানা : খড়দহ, জেলা :উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০১১৬, লিফট সুবিধা সহ। দলিল নং: ১-১৫০১০১৭৩৪-২০২০ সালের, শ্রীরফিকুল ইসলামের নামে। **(সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি প্রতীকী দখলীকৃত)** **ডি এম নির্দেশ গৃহীত**	ক) ২৬.১২.২০২২ খ) ৪৪,৩০,০০০.৯৯ টাকা এনপিএ তারিখ থেকে সুদ সহ/শেষ চার্জ সুদ এবং অন্যান্য ব্যয় এবং চার্জ সহ গ) ১৬.০৩.২০২৩	ক) ১৫.০৮ লাখ টাকা খ) ১.৫১ লাখ টাকা গ) ০.১০ লাখ টাকা	২৬.১১.২০২৪ সকাল ১১.৩০টা থেকে দুপুর ৩.৩০টা পর্যন্ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ (লেনদেনকারী অফিসারের যোগাযোগ নং ৭০৪৪৫০২০৬০)
৩.	ক) পিএনবি : কলকাতা পার্ক সার্কাস খ) মেসার্স বর্ণালী এন্টারপ্রাইজ	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ফ্ল্যাট/অ্যাপার্টমেন্ট পরিমাণ ১২৩৩.৬০ বর্গফুট এবং একটি কার পার্কিং স্পেস পরিমাণ ২০৮ বর্গফুট একতলায়বা অংশ ফ্ল্যাট অ্যাপার্টমেন্টের ২য়তলে,হোল্ডিং নং ২৬৩/১, নয়া পট্টি রোড নং (৯৪/৩৬, নয়াপট্টি রোড),মৌজা : সাতগাছি, জেএল নং ২০, সিএস দাগ নং ৪১১, সিএস খতিয়ান নং ২৭৮, ওয়ার্ড নং ২১, দক্ষিণ দমদম পুরসভা অধীন, থানা : দমদম, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা,কলকাতা : ৭০০০৫৫। দলিল নং ১-০৪২২৭/২০১৪, ১-০৭৭২৯/২০১৪, এবং ১-১০২৯০/ ২০১৪, শ্রী জয়ন্ত মুখার্জির নামে। **(সম্পত্তি প্রতীকী দখলীকৃত)** **ডি এম নির্দেশ গৃহীত**	ক) ১৬.১১.২০২২ খ) ৬৪,২৩,৭২৮.০১ টাকা এনপিএ তারিখ থেকে সুদ সহ/শেষ চার্জ সুদ এবং অন্যান্য ব্যয় এবং চার্জ সহ গ) ০৯.০৩.২০২৩	ক) ৫১.৩২ লাখ টাকা খ) ৫.১৩ লাখ টাকা গ) ০.১০ লাখ টাকা	২৬.১১.২০২৪ সকাল ১১.৩০টা থেকে দুপুর ৩.৩০টা পর্যন্ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ (লেনদেনকারী অফিসারের যোগাযোগ নং ৭০৪৪৫০২০৬০)
৪.	ক) পিএনবি : কলকাতা পার্ক সার্কাস খ) মেসার্স বর্ণালী এন্টারপ্রাইজ	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ফ্ল্যাট/অ্যাপার্টমেন্ট পরিমাণ ১১৩১ বর্গফুট এবং একটি কার পার্কিং স্পেস পরিমাণ ১২০ বর্গফুট একতলায় বা অংশ ফ্ল্যাট অ্যাপার্টমেন্টের ৩য়তলে, হোল্ডিং নং ২৬৩, নয়া পট্টি রোড নং (৯৪/৩৬, নয়াপট্টি রোড), মৌজা : সাতগাছি, জেএল নং ২০, সিএস দাগ নং ৪১১, সিএস খতিয়ান নং ২৭৮, ওয়ার্ড নং ২১, দক্ষিণ দমদম পুরসভা অধীন, থানা : দমদম, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা,কলকাতা : ৭০০০৫৫। দলিল নং ১-০৪২২৭/২০১৪, ১-০৭৭২৯/২০১৪, এবং ১-১০২৯০/ ২০১৪, শ্রী জয়ন্ত মুখার্জির নামে। **(সম্পত্তি প্রতীকী দখলীকৃত)** **ডি এম নির্দেশ গৃহীত।**	ক) ১৬.১১.২০২২ খ) ৬৪,২৩,৭২৮.০১ টাকা এনপিএ তারিখ থেকে সুদ সহ/শেষ চার্জ সুদ এবং অন্যান্য ব্যয় এবং চার্জ সহ গ) ০৯.০৩.২০২৩	ক) ৪৭.৪৬ লাখ টাকা খ) ৪.৭৫ লাখ টাকা গ) ০.১০ লাখ টাকা	২৬.১১.২০২৪ সকাল ১১.৩০টা থেকে দুপুর ৩.৩০টা পর্যন্ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ (লেনদেনকারী অফিসারের যোগাযোগ নং ৭০৪৪৫০২০৬০)

ই-নিলাম বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদি

সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বিক্রয় করা হবে ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের নিয়ম এবং শর্তাদি অধীনে এবং নিম্নোক্ত শর্তাধীনেও

১. সম্পত্তি বিক্রি করা হবে **‘অনলাইন ই-নিলাম মাধ্যমে’ https://ebkray.in**।
২. আগ্রহী ডাকদাতা/ক্রেতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে **(https://ebkray.in)** পোর্টালে তাদের মোবাইল নম্বর এবং ইমেল আইডি নথিভুক্ত করতে। আরও অবগত করা হচ্ছে তাদের প্রয়োজনীয় কেওয়াইসি নথি সংযুক্ত করতে। কেওয়াইসি নথি একবার যাচাই করার পর ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা (দুই কাজের দিন প্রয়োজন হতে পারে), আগ্রহী ডাকদাতা/ক্রেতারা ইএমডি পরিমাণ অনলাইন মাধ্যমে গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে **২৬.১১.২০২৪ মাধ্যমে (ক্রম নং ১, ২, ৩ এবং ৪ জন্য)** নিলামের তারিখের আগে এবং সময়ে দাখিল করতে পারেন। রেজিস্ট্রেশন কেওয়াইসি নথি যাচাই এবং ওয়ালেটের ইএমডি স্থানান্তর নিলামের যথেষ্ট পূর্বে সম্পাদিত হওয়া জরুরি।
৩. বায়না জমা দাখিল (ইএমডি) পরিমাণ উল্লিখিত মতে অনলাইন মাধ্যমে তিনটি আকারে অর্থাৎ এনইএফটি/নগদ/স্থানান্তর চালান গ্রহণের **(https://ebkray.in)** ডাকদাতাদের গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেট মাধ্যমে দাখিল করতে হবে। এনইএফটি স্থানান্তর যেকোনও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক থেকে করা যাবে যাহোক নগদ/অন্যান্য স্থানান্তরের জন্য ডাকদাতাদের পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের শাখায় যেতে হবে। ইএমডি দাখিল অন্য যেকোনও ভাবে চেক মাধ্যমে গৃহীত হবে না। ডাকাদাতারা প্রয়োজনীয় ইএমডি অনলাইনে দাখিল না করলে ই-নিলামে অংশ নেওয়ার জন্য অনুমতি দেওয়া হবে না। বায়না জমা দাখিল কোনও সুদ দেওয়া হবে না।
৪. **বিক্রয় সম্পাদিত হবে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম যা ওয়েবসাইট (https://ebkray.in) মাধ্যমে ইবিক্রয়/পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি. (ইমেল আইডি : support.ebkray@psballiance.com)। আগ্রহী ডাকদাতা/ক্রেতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার ওয়েবসাইট https://ebkray.in মাধ্যমে অংশ নিতে। এই পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা অনলাইন প্রদর্শন/প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে ই-নিলাম পোর্টালের জন্য।**
৫. বিক্রয়ের সাধারণ নিয়ম ও শর্তাবলী সম্বলিত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিটি নিম্নলিখিত ওয়েবসাইট/ওয়েবপেজ পোর্টালে উপলব্ধ/প্রকাশিত i. **https://ebkray.in** ii. **www.pnbindia.in** সংযুক্ত।
৬. ই-নিলামে ইচ্ছুক অংশগ্রহণকারীরা বিনামূল্যে ডাউনলোড করতে পারেন, বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির অনুলিপি, ই-নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলী, এই ই-নিলাম সম্পর্কিত ই-নিলামের অপারেশনাল অংশে সহায়তা ম্যানুয়াল ই-বিক্রয়, IBAPI পোর্টাল থেকে **(https://ebkray.in)**।
৭. ইচ্ছুক দরদাতা/ক্রেতাদের তাদের মোবাইল নম্বর এবং ইমেল-আইডি ব্যবহার করে পোর্টালে **(https://ebkray.in)** নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। উপরন্তু, তারা প্রয়োজনীয় KYC নথি আপলোড করবে। একবার KYC নথিগুলি ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী দ্বারা যাচাই করা হলে (২ কার্যদিবস সময় লাগতে পারে), ইচ্ছুক দরদাতা/ক্রেতাকে তার গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে অনলাইন মোড ব্যবহার করে EMD পরিমাণ স্থানান্তর করতে হবে। তার ওয়ালেটে পর্যাপ্ত ইএমডি থাকার পরেই, সুদ দরদাতা ই-নিলামের তারিখে বিড করতে সক্ষম হবেন।
৮. বিডিংয়ের সময় দরদাতার গ্লোবাল ওয়ালেটে পর্যাপ্ত ব্যালেন্স (>=EMD পরিমাণ) থাকতে হবে।
৯. ই-নিলামের সময় দরদাতাদের উদ্ধৃত শেষ বিডের উপরে এবং তার উপরে ইন্টার-সে বিডিংয়ে উচ্চতর দর অফার করার অনুমতি দেওয়া হবে এবং দরদাতাদের শেষ উচ্চতর বিড থেকে বিডের পরিমাণ ন্যূনতম ১০,০০০.০০ টাকা হতে হবে দশ মিনিট পরপর উচ্চতর দর উদ্ধৃত করার জন্য দরদাতাদের সময় দেওয়া হবে এবং শেষ সর্বোচ্চ বিডের দশ মিনিটের পরে যদি কোনও দরদাতা উচ্চতর দর প্রস্তাব না করে তবে ই-নিলাম বন্ধ হয়ে যাবে।
১০. ই-নিলামের বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি, শর্তাবলী এবং ই-অকশনের কার্যকারিতা সংক্রান্ত হেল্প ম্যানুয়াল সঠিকভাবে পড়া এবং কঠোরভাবে অনুসরণ করা দরদাতাদের দায়িত্ব ই-নিলাম প্রক্রিয়ার আগে বা চলাকালীন কোনো অসুবিধা বা সহায়তার প্রয়োজন হলে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর **(support.ebkray@psballiance.com)** অনুমোদিত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। যার বিশদ বিবরণ ই-নিলাম পোর্টালে পাওয়া যায়।
১১. অনুমোদিত অফিসার দ্বারা ই-নিলাম চূড়ান্ত করার পরে, শুধুমাত্র সফল দরদাতাকে আমাদের উপরে উল্লেখিত পরিষেবা প্রদানকারী এসএমএস/ইমেলের মাধ্যমে অবহিত করবেন। (মোবাইল নম্বরে/ তাদের দেওয়া ইমেল ঠিকানায়/পরিষেবা প্রদানকারীর সাথে নিবন্ধিত)।
১২. সুরক্ষিত সম্পদ রিজার্ভ মূল্যের নিচে বিক্রি করা হবে না। নিয়মানুযায়ী, বিডিং রিজার্ভ মূল্যের চেয়ে এক খাঁজ বেশি থেকে শুরু হবে।
১৩. সফল দরদাতাকে বিডের পরিমাণের ২৫ শতাংশ (পঁচিশ শতাংশ) জমা দিতে হবে, জমা করা কম EMD পরিমাণ, একই দিনে বা পরবর্তী কার্যদিবসের পরে নয় এবং অবশিষ্ট অর্থ ১৫ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। ব্যাংক কর্তৃক বিক্রয় নিশ্চিতকরণের তারিখ থেকে, **‘অথরাইজড অফিসার, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, A/c (A/C-এর নাম)** এর পক্ষে টানা একটি তফসিলি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক দ্বারা জারি করা ব্যাঙ্কার্স চেক/ডিমান্ড ড্রাফ্টের আকারে কলকাতায় প্রদেয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উপরোক্ত পরিমাণ অর্থ জমা দিতে ব্যর্থ হলে, সফল দরদাতার জমাকৃত অর্থ ব্যাংকে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং অনুমোদিত কর্মকর্তার সম্পত্তির নতুন নিলাম/বিক্রয় করার স্বাধীনতা থাকবে এবং খেলাপি দরদাতা তা করতে পারবে না। বাজেয়াপ্ত পরিমাণ এবং সম্পত্তি উপর কোন দাবি আছে।
১৪. সফল দরদাতার দ্বারা ব্যাঙ্কে বিক্রয় বিবেচনার অর্থ প্রদান আয়কর আইন ১৯৬১-এর ধারা ১৯৪- ১এ এর অধীনে (সাপেক্ষে হবে এবং সফল দরদাতাকে শুধুমাত্র অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ জমা করার সময় TDS করতে হবে। বিডের পরিমাণ/বিআইডি পরিমাণের সম্পূর্ণ জমা।
১৫. অনুমোদিত আধিকারিক যেকোনও দরপত্র গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করেন, যদি গ্রহণযোগ্য না পাওয়া যায় বা নিলামের শর্তাবলী স্থগিত/বাতিল/স্থগিত/বন্ধ করার বা যেকোনো সময় কোনো কারণ উল্লেখ না করে পরিবর্তন করার এবং এই বিষয়ে তার সিদ্ধান্ত যে কোন পর্যায়ে চূড়ান্ত হবে।
১৬. কোনো বিরোধ বা মামলা বা উপযুক্ত আদালত বা ট্রাইব্যুনাল ইত্যাদির দ্বারা প্রদত্ত প্রতিকূল আদেশের ক্ষেত্রে বা যে কোনো কারণে, ব্যাঙ্ক দরদাতাদের টাকা ফেরত দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, সেই সময়ের জন্য কোন সুদ প্রদান করা হবে না ব্যাংকের কাছে রাখা হয়েছে, এ ব্যাপারে অনুমোদিত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
১৭. বিক্রয় শংসাপত্রটি আইনের বিধান অনুযায়ী সম্পূর্ণ দর জমার ক্ষেত্রে সফল দরদাতার অনুকূলে জারি করা হবে।
১৮. সম্পত্তিগুলি বিক্রি করা হচ্ছে **‘যেখানে আছে তেমনই’ এবং ‘যেমন আছে তাই আছে’ এবং ‘যা আছে ভিত্তি আছে’** ভিত্তিতে।
১৯. উপরে তফসিলে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম তথ্যের জন্য বিবৃত করা হয়েছে, তবে অনুমোদিত অফিসার এই ঘোষণায় কোনও ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা বাদ দেওয়ার জন্য দায়ী থাকবেন না।
২০. বিড জমা দেওয়ার আগে সম্পদ এবং স্পেসিফিকেশন সম্পর্কে পরিদর্শন করা এবং নিজেদের সন্তুষ্ট করা দরদাতাদের দায়িত্ব হবে। দরদাতা প্রদত্ত বিবরণ অনুযায়ী ডিলিং কর্মকর্তার সাথে পরামর্শ করে সম্পত্তি পরিদর্শন করে।
২১. সমস্ত সংবিধিবদ্ধ বকেয়া/অ্যাটেন্ডেন্ট চার্জ/রেজিস্ট্রেশন চার্জ, স্ট্যাম্প ডিউটি, ট্যাক্স ইত্যাদি সহ অন্যান্য বকেয়া ক্রেতাকে বহন করতে হবে।
২২. অনুমোদিত অফিসার বা ব্যাঙ্কের কাছে পরিচিত নয় এমন সম্পত্তির (ই-নিলাম) বিষয়ে সরকার বা অন্য কারও কাছে কোনও চার্জ, লেনদেন, দায়বদ্ধতা বা অন্য কোনও বকেয়া জন্য দায়ী থাকবে না। ইচ্ছুক দরদাতাকে বিধিবদ্ধ দায়, সম্পত্তি কর বকেয়া, বিদ্যুতের বকেয়া ইত্যাদি সহ সম্পত্তির দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে তাদের নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধান করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
২৩. দরদাতাকে অবশ্যই যথাযথ ইন্টারনেট সংযোগ, পাওয়ার ব্যাক-আপ ইত্যাদি নিশ্চিত করতে হবে। ইন্টারনেট ব্যর্থতা, পাওয়ার ব্যর্থতা বা প্রযুক্তিগত কারণে বা ই-নিলামকে প্রভাবিত করার কারণে/অপ্রত্যাশিত কারণে কোনও ব্যাঘাতের জন্য ব্যাঙ্ক দায়ী থাকবে না।
২৪. একটি প্রতিনিধি নিয়োগ এবং স্ব-বিড করা এবং নিলামে অংশ নেওয়ার জন্য এটি ব্যাংকের জন্য

বিক্রির বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাদির জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন https://ebkray.in/ www.pnbindia.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ৮(৬) অধীনে বিধিবদ্ধ বিক্রয় নোটিশ

তারিখ : ০৯.১১.২০২৪
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
সস্ত্র ডিভিশন, কলকাতা পশ্চিম সার্কেল,
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

রাতভর অভিযানের পর বারামুল্লায় নিকেশ ২ জঙ্গি

শ্রীনগর, ৮ নভেম্বর: রাতভর অভিযানে উপত্যকায় বড় সাফল্য নিরাপত্তাবাহিনীর। জম্মু ও কাশ্মীরের নানা জায়গায় একের পর এক জঙ্গি হামলার ঘটনায় মাঝেই সেনার গুলিতে নিকেশ হল ২ জঙ্গি। শুক্রবার রাত থেকে এই অভিযান চালানো হয় বারামুল্লার সোপোর এলাকায়। জঙ্গিদের নিকেশ করার পাশাপাশি উদ্ধার হয়েছে বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র।

পুলিশের তরফে জানা গিয়েছে, গত বৃহস্পতিবার নিরাপত্তাবাহিনীর কাছে খবর আসে বারামুল্লার সোপোর এলাকায় গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে বেশ কয়েকজন সন্ত্রাসবাদী। গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযানে নামে সেনা ও পুলিশের যৌথবাহিনী। সোপোরের পানিপুরায় গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে শুরু হয় তল্লাশি অভিযান। সেনার উপস্থিতি টের পেয়ে এবং পিছু হঠবার জায়গা না থাকায় নিরাপত্তাবাহিনীকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তে শুরু করে জঙ্গিরা। পালটা জবাব দেয় বাহিনীও। প্রায় ১৪ ঘণ্টা ধরে দুই তরফের গুলির লড়াইয়ের পর ২ জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

শুক্রবার এই তথ্য প্রকাশ্যে এনেছে কাশ্মীর পুলিশ। এক্স হ্যান্ডলে জানানো হয়েছে, 'সোপোরে নিরাপত্তাবাহিনীর গুলিতে দুই জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে। মৃত জঙ্গিদের পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। তাদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র ও বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয়েছে।' পাশাপাশি সেনার তরফে জানানো হয়েছে, জঙ্গিদের বিরুদ্ধে উপত্যকায় আমরা জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েছি। সন্ত্রাস রুখতে আগামী দিনেও এই ধরনের অভিযান জারি থাকবে।

এদিকে বৃহস্পতিবার ফের জঙ্গি হামলায় মৃত্যু হয়েছে গ্রামরক্ষা বাহিনীর দুই সদস্যের। বৃহস্পতিবার কাশ্মীরের কিস্তওয়ার জেলার আধওয়ারি এলাকার একটি জঙ্গলের কাছ থেকে গ্রামরক্ষা বাহিনীর দুই সদস্যকে অপহরণ করে জঙ্গিরা। পরে তাদের গুলি করে হত্যা করা হয়। এই হত্যাকাণ্ডের দায় নিয়েছে কাশ্মীর টাইগার্স নামের একটি সংগঠন। মৃত দুই গ্রাম রক্ষী বাহিনীর সদস্যের মৃতদেহের ছবিও প্রকাশ করেছে ওই জঙ্গি সংগঠন। প্রাথমিকভাবে নিরাপত্তাবাহিনীর ধারনা জঙ্গিরা এখনও ওই এলাকায় লুকিয়ে রয়েছে। তাদের খোঁজে গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে শুরু হয়েছে তল্লাশি অভিযান।

যোগী-রাজ্যে নয়া প্রস্তাব

মহিলাদের পোশাকের মাপ নিতে পারবেন না পুরুষ দর্জিরা

লখনউ, ৮ নভেম্বর: পোশাকের মাপ নেওয়ার নামে মহিলাদের শ্লীলতাহানির ঘটনা ঘটছে উত্তরপ্রদেশে। এই ঘটনা রুখতে এবার নয়া প্রস্তাব উত্তরপ্রদেশের মহিলা কমিশনের। প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, কোনও পুরুষ দর্জি মহিলাদের পোশাকের মাপ নিতে পারবেন না। শুধু তাই নয়, সেলুনে মহিলাদের চুলও কাটতে পারবেন না পুরুষরা। গত ২৮ অক্টোবর রাজ্যের মহিলাদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিয়ে মহিলা কমিশনের তরফে এক বৈঠকের আয়োজন করা হয়। সেখানেই হেনস্থা রুখতে এই প্রস্তাব দেয় কমিশন। এ প্রসঙ্গে কমিশনের সদস্য হিমানী আগরওয়াল বলেন, 'বৈঠকে প্রস্তাব উঠেছে এখন থেকে মহিলাদের পোশাকের মাপ শুধুমাত্র মহিলারাই নিতে পারবেন। পাশাপাশি দোকানে লাগাতে হবে সিসিটিভি ক্যামেরা।' এছাড়া সেলুনের ক্ষেত্রে আগরওয়াল বলেন, 'দর্জির দোকানের পাশাপাশি সেলুন বা পার্লারেও মহিলা গ্রাহকদের পরিষেবা দেবেন মহিলারা। কোনও পুরুষ কর্মীকে মহিলাদের জন্য নিয়োগ করা যাবে না। বৈঠকে এই প্রস্তাব উঠলে সকলে এই প্রস্তাবকে সমর্থন করেন।'

মহিলা কমিশনের বৈঠকে এও প্রস্তাব রাখেন কমিশনের চেয়ারপার্সন ববিতা চৌহান। এই প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে যুক্তি দেওয়া হয়, পর্যবেক্ষণে দেখা গিয়েছে এই ধরনের পেশায় মহিলা গ্রাহকরা হেনস্থার শিকার হন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আপত্তিকরভাবে স্পর্শ করা হয় মহিলাদের। অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এই কাজ করে দর্জি ও সেলুনের কর্মীরা। তাই কমিশনের দাবি, রাজ্য সরকার শীঘ্র এই ঘটনা রুখতে আইন আনুক। আগরওয়াল বলেন, গোটা বিষয়টা প্রস্তাবের আকারে রয়েছে। রাজ্যসরকারকে এই প্রস্তাব পাঠিয়ে আইন আনার আমাদের তরফে অনুরোধ করা হবে।

সপ্তাহের শেষ দিনে ফের নামল সূচক

নয়াদিল্লি, ৮ নভেম্বর: কোনও উন্নতি নেই শেয়ার বাজারের। সপ্তাহের শেষ লেনদেনের দিনেও কমল স্টকের সূচক। এই নিয়ে পর পর দু'দিন নামল সেনসেক্স ও নিফটি। ফলে লোকসান থামছে না লগ্নিকারীদের। আপাতত ভাগ্য ফেরার আশায় নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে তাঁদের।

শুক্রবার, ৮ নভেম্বর বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের (বিএসই) সূচক নেমে যায় ৫৫.৪৭ পয়েন্টে। ফলে দিনের শেষে ৭৯,৪৮৬.৩২ পয়েন্টে গিয়ে থেমেছে সেনসেক্স। এতে ০.০৭ শতাংশের পতন লক্ষ্য করা গিয়েছে। বাজার খোলার সময়ে সেনসেক্স ৭৯,৬১১.৯০ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছিল। আর দিনের মধ্যে সর্বোচ্চ ৭৯,৮০৭.২৬ পয়েন্টে উঠেছিল এই সূচক। অন্যদিকে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জেও (এনএসই) একই রকমের পতন দেখা গিয়েছে। এ দিন ৫১.১৫ পয়েন্ট নেমেছে এর সূচক। যা প্রায় ০.২১ শতাংশ। বাজার বন্ধ হওয়ার পর নিফটি ২৪,১৪৮.২০ পয়েন্টে দাঁড়িয়ে যায়। দিনের শুরুতে যা ছিল ২৪,২০৭.৭০। আর দিনের মধ্যে সর্বোচ্চ ২৪,২৭৬.১৫ পয়েন্টে উঠেছিল নিফটি। ব্রোকারেজ ফার্মগুলির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এ দিন ১ হাজার ৩১৪টি শেয়ারের দাম বেড়েছে। আবার দর কমে যাওয়া স্টকের সংখ্যা ২ হাজার ৪৭৫। দিনভর কোনও উত্থান পতন হয়নি ৯৫টি শেয়ারের। নিফটিতে সর্বাধিক লাভ করেছেন, এম অ্যান্ড এম, টাইটান, টেক মাহিন্দ্রা, ইনফোসিস ও নেসলের স্টকের লগ্নিকারীরা। আর কোল ইন্ডিয়া, টাটা স্টিল, ট্রেন্ট, এশিয়ান পেইন্টস ও শ্রীরাম ফিন্যান্সের বিনিয়োগকারীদের সর্বাধিক লোকসানের মুখে পড়তে হয়েছে।

তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলির শেয়ার ০.৭ শতাংশ ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক, সংকর ধাতু, তেল ও গ্যাস, বিদ্যুৎ এবং রিয়্যাল এস্টেট সংস্থাগুলির স্টক এক থেকে দু'শতাংশ নিম্নমুখী হয়েছে। বিএসইতে মাঝারি ও ছোট পুঁজির সংস্থাগুলির স্টকে এক ও ১.৬ শতাংশ পতন দেখা গিয়েছে।

রোবটের তৈরি শিল্পকর্মের মূল্য ১২ কোটির বেশি

নিউইয়র্ক, ৮ নভেম্বর: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) বিকাশের হাত ধরে প্রযুক্তি রূপকথার গল্প বা বিজ্ঞান কল্পকাহিনীকে বাস্তবে রূপ দিচ্ছে। মানবসদৃশ বা হিউম্যানয়েড রোবটের তৈরি এক ব্যক্তির প্রতিকৃতি নিলামে রেকর্ড দামে বিক্রি হওয়ার পর এআইয়ের জয়যাত্রা আরও পোক্ত হল। ইংরেজ গণিতবিদ অ্যালান টুরিংয়ের একটি প্রতিকৃতি নিউইয়র্কে গত বৃহস্পতিবার ১ দশমিক শূন্য ৮ মিলিয়ন ডলারে বিক্রি হয়েছে।

মানবসদৃশ রোবটের তৈরি টুরিংয়ের ৭ দশমিক ৫ ফুটের প্রতিকৃতির নাম দেওয়া হয়েছে 'এআই গড'। মানবসদৃশ যে রোবট প্রতিকৃতিটি তৈরি করেছে, তার নাম 'আই-দা'। বৃহস্পতিবার নিউইয়র্কে এআই গড নিলামে তোলে বিখ্যাত নিলাম আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠান সোথবি'স। ২৭ প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি নিলামে অংশ নেয়। প্রাথমিক ভাবে প্রতিকৃতিটি ১ লাখ ২০ হাজার থেকে ১ লাখ ৮০ হাজার ডলারে বিক্রি হতে পারে বলে ধারণা করা হয়েছিল। কিন্তু সব প্রত্যাশা ছাড়িয়ে তা বিক্রি হয়েছে প্রায় ১২ কোটি ১ লাখ ১৮ হাজার ৬০০ টাকায়।

মানবসদৃশ রোবট আই-দা বিশ্বের সবচেয়ে আধুনিক প্রযুক্তির রোবটগুলোর একটি। অতিবাস্তব প্রকৃতির এই 'রোবট শিল্পীর' জন্ম দুই বছর আগে। একদল প্রোগ্রামার, রোবোটিস্ট, শিল্পবিশেষজ্ঞ এবং মনোবিজ্ঞানী আই-দা-কে তৈরি করেন। এআই প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আই-দাকেও শক্তিশালী করা হয়েছে। রোবটের তৈরি শিল্পকর্ম এত বেশি দামে বিক্রি হওয়ায় শিল্পসমালোচকদের মধ্যে তোলপাড় চলছে। এক বিবৃতিতে সোথবি'স জানিয়েছে, একটি মানবসদৃশ রোবট শিল্পীর তৈরি শিল্পকর্ম রেকর্ড দামে বিক্রি হওয়াটি আধুনিক ও সমসাময়িক শিল্পকলার ইতিহাসের জন্য বিশেষ ঘটনা। এআই প্রযুক্তি ও আন্তর্জাতিক শিল্পকলার বাজার কী ভাবে নতুন গতিপথ তৈরি করছে, এ ঘটনা সেটার ইঙ্গিত দেয়।

আই-দা এআইয়ের সাহায্যে কথা বলতে পারে। নিজের কাজ সম্পর্কে সে বলেছে, নিত্যনতুন প্রযুক্তি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করার ক্ষমতাই আমার শিল্পকর্মের মূল বৈশিষ্ট্য। টুরিংয়ের প্রতিকৃতি নিয়ে আই-দা জানায়, এআইয়ের প্রকৃতি অনেকটা ঈশ্বরের মতো। প্রযুক্তির এসব অগ্রগতির নানা ধরনের নৈতিক ও সামাজিক দিক আছে। টুরিংয়ের প্রতিকৃতি আমাদের সেই সব বিষয়ে চিন্তা করতে সুযোগ করে দেবে। ইংরেজ গণিতবিদ অ্যালান টুরিং (১৯১২-১৯৫৪) প্রথম দিকের কম্পিউটার বিজ্ঞানীর একজন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাৎসিদের কোড ফাঁস করার ক্ষেত্রে তাঁর বড় ভূমিকা ছিল। কোড ফাঁস করতে পারায় নাৎসিদের বিরুদ্ধে লড়াই করা সহজ হয়েছিল। ১৯৫০ এর দশকেই তিনি এআইয়ের উত্থান নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন।

সর্বাধুনিক প্রযুক্তি দিয়ে তৈরি আই-দার নকশা করা হয়েছে একজন নারী আদলে। বিশ্বের প্রথম কম্পিউটার প্রোগ্রামার অ্যাডা লাভলেসের নামেই এই মানবসদৃশ রোবটের নামকরণ করা হয়েছে। আধুনিক ও সমসাময়িক শিল্পকলার বিশেষজ্ঞ আইদান মেলারকে আই-দার রূপকল্পকার বলা হয়। আই-দাকে উদ্ভাবন করা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, প্রতিটি যুগের সেরা শিল্পীরা নিজেদের সময়ের নানা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন। সমাজের পরিবর্তনকে উদযাপন করার পাশাপাশি প্রশ্ন করেন।

গ্রামীণ ব্যাঙ্কেরও সংখ্যা কমানোর পথে কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ৮ নভেম্বর: রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের পর এবার গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সংখ্যাও কমানোর উদ্যোগ কেন্দ্রের। দেশের একাধিক রাজ্যে একের বেশি গ্রামীণ ব্যাঙ্ক রয়েছে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলির সংখ্যা কমিয়ে সেগুলিকে আরও আর্থিকভাবে শক্তিশালী এবং প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত করার চেষ্টা করতে চাইছে। গত ৪ নভেম্বর চতুর্থ পর্যায়ের গ্রামীণ ব্যাঙ্ক সংযুক্তিকরণের প্রস্তাব সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে অর্থ মন্ত্রক।

এই মুহূর্তে দেশে মোট ৪৩টি আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক রয়েছে। সেটাকে কমিয়ে ২৮-এ নামানোর ভাবনা অর্থমন্ত্রকের। কেন্দ্রের প্রস্তাব অনুযায়ী একটি রাজ্যে একটি করেই বড় আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক থাকার কথা। ইতিমধ্যেই আঞ্চলিক ব্যাঙ্কগুলির নিয়ন্ত্রক সংস্থা নাবার্ডের সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনা সেরে ফেলেছে কেন্দ্র। এই মুহূর্তে বেশ কয়েকটি রাজ্যে এই গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সংখ্যাটা একের বেশি। বাংলাতেই আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সংখ্যা তিন। এ রাজ্যের তিনটি আরআরবি হল, বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক, পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক এবং উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক। এমনিতে গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলির ৫০ শতাংশ শেয়ার থাকে কেন্দ্রের হাতে। বাকিটা থাকে রাজ্য সরকার এবং স্পনসর ব্যাঙ্কগুলির হাতে। ফলে এ নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হলে রাজ্য সরকারগুলি এবং ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গে আলোচনার প্রয়োজন। কেন্দ্র অবশ্য জানিয়েছে, রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে আলোচনার পরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

যে আঞ্চলিক ব্যাঙ্কগুলির কথা বলা হচ্ছে, প্রতিটি ব্যাঙ্কের সঙ্গেই একটি কর বড় ব্যাঙ্ক যুক্ত থাকে। যাকে বলা হয় স্পনসর ব্যাঙ্ক। যেমন বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্কের সঙ্গে যুক্ত পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক। একইভাবে ইউকো ব্যাঙ্কের পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সঙ্গে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক এবং উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সঙ্গে ইউকো ব্যাঙ্ক যুক্ত। কেন্দ্রের প্রস্তাব অনুযায়ী, বাকি দুটি আঞ্চলিক ব্যাঙ্ককে বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্কের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হবে। সেটার স্পনসর ব্যাঙ্ক হবে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কই।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ও-এসি-টি-১৫৩ থেকে ১৫৪-২৪-২৫ (ওপেন), তারিখ ০৬.১১.২০২৪। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিশন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩ ৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার (ওপেন) আহ্বান করছেন ঃ **ক্র. নং. ১. কেস নং ঃ** ও-এসি-টি-১৫৩-২৪-২৫। **কাজের নাম ঃ** সিনি. ডিইএন/৩/আসানসোলের অধীনে ডিসিওপি-ডিজিআর পঞ্চম লাইন ডাউন দিকের সম্পর্কিত দুর্গাপুর ইয়ার্ডের পুনর্নির্মাণের জন্য ওপেন টেন্ডার (দুই প্যাকেট ব্যবস্থায়)। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১৩,১৪,৫৪,১২৫.৫৬ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ৮,০৭,৩০০ টাকা। **ক্র. নং. ২. কেস নং ঃ** ও-এসি-টি-১৫৪-২৪-২৫। **কাজের নাম ঃ** আসানসোল ডিভিশনের অধীনে আসানসোল, অন্ডাল, তাপসী ইত্যাদির সার্কুলেটিং এলাকায় পাইপলাইন, আনুষঙ্গিক কাজ সহ আরসিসি ওএইচ ট্যাঙ্ক দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ ট্যাঙ্কের প্রতিস্থাপনের জন্য ওপেন টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৫,৬৬,৮৯,৭২৫.৫৬ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ৪,৩৩,৫০০ টাকা। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ১৮ মাস, উভয়ের জন্য। **বন্ধের ও খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ০৪.১২.২০২৪-এ দুপুর ১২টা, উভয়ের জন্য। সম্পূর্ণ বিবরণ রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ দেখা যাবে। (ASN-219/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

সাহারা হাউজিংফিনা কর্পোরেশন লিমিটেড
সিআইএন: L18100WB1991PLC099782
রেজিঃ এবং কর্পো. অফিস : ৪৬, ডঃ সুন্দরী মহল এভিনিউ, কলকাতা-৭০০ ০১৪
ফোন: +৯১৩৩২২৮৯০১৪৮/৬৭০৮
ই-মেইল: info.saharahousingfina@gmail.com/ info.saharahousingfina@sahara.in
ওয়েবসাইট: www.saharahousingfina.com

নোটিস

সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ২৯ এবং ৪৭ অনুসারে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ -এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য কোম্পানির অ-নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের একটি সভা বৃহস্পতিবার, ১৪ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে।
এই তথ্যটি www.saharahousingfina.com -এ কোম্পানির ওয়েবসাইটে এবং বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.bseindia.com -এও উপলব্ধ।

সাহারা হাউজিংফিনা কর্পোরেশন লিঃ-র পক্ষে
স্বা/-
(ডি. জে. বাগচি)
স্থান: কলকাতা **সিইও, কোম্পানি সেক্রেটারি**
তারিখ: ০৮.১১.২০২৪ **এবং কমপ্ল্যায়ান্স অফিসার**

TENDER NOTICE

The building contractors are hereby invited to submit the quotation for the construction of G+4 Residential Building with 8 Nos. of flats of Rudrani Co-operative Housing Society Limited, having its Plot at Premises no. 07-0884, Plot No. AA-IIIG/2115, Action Area –IIIG, New Town, Kolkata. The last date of submission of the Quotation is (7 days gap from the date of publication) at **BOX No : T-0911/2024-25** of newspaper **EKDIN PATRIKA, Narasingha Broadcasting Pvt. Ltd.1, Old Court, House Corner, Tobacco House, 3rd Floor, Room no 306(S) Kolkata-700001.,** The Selection Process is the discretionary part of the society.

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএলএস/এসডিএএইচ/ওটি/২৪-০০৮আর, তারিখ ০৬.১১.২০২৪। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/ইএমইউ/ শিয়ালদহ, ২য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, শিয়ালদহ, পূর্ব রেলওয়ে, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **টেন্ডার নং ঃ ইএলএস/এসডিএএইচ/ওটি/২৪-০০৮ আর। কাজের নাম ঃ** টিআরএস/শিয়ালদহের অধীনে নারকেলডাঙ্গা, বারাসাত, রাণাঘাট ও সোনারপুর কারশেডে ফিটিংস সহ শক্তি সাশ্রয়ী এলইডি লাইট দ্বারা পুরোনো ক্ষতিগ্রস্থ লাইট ফিটিংস প্রতিস্থাপন করে হাই বে লাইটস-এর আলোকিতকরণের উন্নয়ন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩২,২১,৪০০ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ৬৪,৪০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ** শূন্য। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ০৪ মাস। **বন্ধের তারিখ ঃ** ০৩.১২.২০২৪-এ দুপুর ২টা। বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং সময়ে সময়ে ইস্যু করা সংশোধনী ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। (SDAH-224/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

সংশোধনী - ৬

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে **প্রিন্সিপ্যাল চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা** কর্তৃক পূর্বে প্রকাশিত **ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এসঅ্যান্ডটি/ওয়ার্কস/ ০৮-২০২৪**-এর **সংশোধনী-৬।** উপরের টেন্ডারটিতে নিচের প্রয়োজন অনুযায়ী **পরিবর্তন** নিম্নোক্ত হিসেবে পড়তে হবেঃ **প্রয়োজনে পরিবর্তিত সামগ্রী ঃ • ফিল্ড নেম - টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ একজিস্টিং ভ্যালু -** ০৮.১১.২০২৪, ১৫.০০ ঘঃ। **মডিফায়েড ভ্যালু - ১৮.১১.২০২৪, ১৫.০০ ঘঃ।** অন্যান্য সকল বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে। **www.ireps.gov.in**-তে বিশদ দেখা যাবে।

ডেপু. চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার/কন

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

সংশোধনী-১

ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এস অ্যান্ড টি/ওয়ার্কস/১২-২০২৪-এর প্রেক্ষিতে সংশোধনী। টেন্ডারটি অপরিবর্তিত থাকবে এবং বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in**-এ দেখা যাবে। **সংযোজিত নতুন আইটেম**– (১) ফিল্ডের নাম– **টেন্ডার নথি;** ফাইলের নামঃ **Tender Document4.pdf**। (২) ফিল্ডের নাম-- **প্রি-বিডের বিবরণ ও লিঙ্ক;** ফাইলের নামঃ **PreBidDetailsandmodificationofTenderdocument.pdf**। **টেন্ডার নথি থেকে অপসারিত আইটেমঃ** ফাইলের নাম– **Tender Document_2.pdf;** নথির বিবরণঃ **টেন্ডার নথি।**

প্রিন্সিপাল চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

ফ্রন্টলাইন কর্পোরেশন লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: ৪, বি.বি.ডি. বাগ (পূর্ব), স্টিফেন হাউজ, কক্ষ নং ৫, ২য় তল, কলকাতা-৭০০০০১,
টেলি: ০৩৩-২২৩০১১৫৩, CIN NO : L63090WB1989PLC099645
ই-মেল : cs.legal.frontline@gmail.com, www.frontlinecorporation.com

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত সময়ের অনিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফল বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য বোর্ড মিটিংয়ের অবহিতকরণ

নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ এর রেগুলেশন ২৯ অনুসারে, আমরা আপনাকে জানাতে চাই যে, কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সভা বৃহস্পতিবার, ১৪ নভেম্বর, ২০২৪ অনুষ্ঠিত হবে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সমাপ্ত সময়ের অ-নিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফল বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য।

পরিচালক, প্রোমোটার্স, মনোনীত ব্যক্তি এবং পরিচালকদের নিকটাত্মীয়, প্রোমোটার্স, মনোনীত ব্যক্তি এবং তাদের সংযুক্ত ব্যক্তিদের নিকটাত্মীয়দের দ্বারা কোম্পানির শেয়ারের লেনদেনের জন্য ট্রেডিং উইন্ডো ১ অক্টোবর, ২০২৪ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এ সমাপ্ত অ-নিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের সময়কাল ঘোষণার ৪৮ ঘন্টা পর্যন্ত বন্ধ রয়েছে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
ফ্রন্টলাইন কর্পোরেশন লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
স্থান: আহমেদাবাদ এস কে ভর্মা
তারিখ: ০৮.১১.২০২৪ কোম্পানি সেক্রেটারি

লাডলো জুট অ্যান্ড স্পেশালিটিজ লিঃ

রেজিস্টার্ড অফিস : কঙ্কারিয়া এস্টেট, ৫ম ফ্লোর, ৬ লিটল রাসেল স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০৭১, ভারত
CIN: L65993WB1979PLC032394
ফোন : ৯১-৩৩-৪০৫০-৬৩০০/৬৩৩০/৩১/৩২
ই-মেল: info@ludlowjute.com ওয়েবসাইট: www.ludlowjute.com

পর্ষদের সভার বিজ্ঞপ্তি

সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস্ অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস্) রেগুলেশনস ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪৭-এর সঙ্গে পঠিত রেগুলেশন ২৯ অনুসারে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, কোম্পানির পরিচালন পর্ষদের সভা, **বুধবার, ১৩ নভেম্বর, ২০২৪** তারিখে অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে **৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪** তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবর্ষের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল বিবেচনা করা হবে।
উপরোক্ত তথ্য কোম্পানির ওয়েবসাইট www.ludlowjute.com -এর সঙ্গে সঙ্গে স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com -এও পাওয়া যাবে।

পর্ষদের আদেশানুসারে
লাডলো জুট অ্যান্ড স্পেশালিটিজ লিঃ-র পক্ষে
স্থান: কলকাতা **স্বা/- রাজেশ কে. গুপ্তা**
তারিখ: ০৯.১১.২০২৪ **চিফ ফিনান্সিয়াল অফিসার**

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে **প্রিন্সিপ্যাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা** নিম্নলিখিত কাজ সম্পাদনে **ই-টেন্ডারিংয়ের জন্য টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি** আহ্বান করছেন ঃ **কাজের নাম ঃ** "বিমানবন্দর হয়ে নোয়াপাড়া থেকে বারাসাত পর্যন্ত মেট্রো রেলওয়ের সম্প্রসারণ সংক্রান্ত কাজে সমস্ত আনুষঙ্গিক সহায়ক কাজ সমেত চেঃ ৬.২৫০ কিমি থেকে চেঃ ৯.৮৪০ কিমি পর্যন্ত, আর্কিটেকচারাল ফিনিশিং, অগ্নিপ্রতিরোধ, জল সরবরাহ, স্যানিটারি ইনস্টলেশন, নিকাশীনালা এবং বিএলটি কাজ, ই অ্যান্ড এম পরিষেবা, ইসিএস পরিষেবা, টিভিএস পরিষেবা, কম্পোজিট অ্যালুমিনিয়াম থার্ড রেল সহ ৭৫০ভি ডিসি ট্র্যাকশন সিস্টেম সহযোগে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা, সমেত কাট অ্যান্ড কভার পদ্ধতি (সাপোর্ট অ্যারেঞ্জমেন্ট সহ ডায়াফ্রাম ওয়াল/বটম আপ মেথড ব্যবহার করে টপ ডাউন) দ্বারা দুটি ভূগর্ভস্থ মেট্রো স্টেশনের (বিরাটী ও মাইকেলনগর) জন্য বিরাটীতে ভূগর্ভস্থ স্টেশন বিল্ডিং ও সাবওয়ে (প্রবেশ-নির্গমনের কাঠামো সহ) সমেত আরসিসি বক্স মেট্রো টানেলের নকশা তৈরি, সংগ্রহ ও নির্মাণ কাজ–**টেন্ডার নং ঃ ইপিসি-২৪৮৯-২০২৪**"-এর জন্য প্রোজেক্ট ম্যানেজমেন্ট পরিষেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে অথরিটি ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ। **কাজের আনুমানিক ব্যয় ঃ** ২৫,৭৫,৩২,৯২৫.০০ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১৪,৩৭,৭০০.০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ১৮২০ দিন। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২০.১২.২০২৪-এ বেলা ১২টা। টেন্ডার নথিপত্র ও অন্য বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** থেকে পাওয়া যাবে। পরিবর্তন/সংশোধন, যদি থাকে, কেবলমাত্র ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হবে।

সংক্ষিপ্ত ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ সিভিল-২৪৯৪-২০২৪ (ওপেন)

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ : /metrorailwaykol /metrorailkolkata

ফর্ম বি
সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ১২ অধীনে)
সালাসার এক্সিম লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

নং	বিবরণাদি	বিস্তারিত
১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	মেসার্স সালাসার এক্সিম লিমিটেড
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	২৫.০৬.২০০৪
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	আরওসি-কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	U51909WB2004PLC098942
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রিন্সিপাল অফিসের ঠিকানা (যদি কিছু থাকে)	২২২, গিরিশ ঘোষ রোড, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭১১১০২
৬.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির তারিখ	০৫.১১.২০২৪ মহামান্য এনসিএলটি, কলকাতা নির্দেশ মতে
৭.	কর্পোরেট ডেটরের লিকুইডেশন শুরুর তারিখ	০৫.১১.২০২৪
৮.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত লিকুইডেটরের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	শ্রীমতি বর্ষা বাগরি IBBI/IPA-001/IP-P-01812/2019-2020/12783
৯.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত লিকুইডেটরের ঠিকানা এবং ইমেল	পি-২৭৩, মানিকতলা মেন রোড, সিআইটি, স্কিম ৬ এম কলকাতা - ৭০০ ০৫৪ varsha_bagri@yahoo.com
১০.	লিকুইডেটরের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	পি-২৭৩, মানিকতলা মেন রোড, সিআইটি, স্কিম ৬ এম কলকাতা - ৭০০ ০৫৪ salasar.liq@gmail.com
১১.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	০৪.১২.২০২৪

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল (কলকাতা বেঞ্চ) নির্দেশ দিয়েছে **মেসার্স সালাসার এক্সিম লিমিটেড**-এর লিকুইডেশন শুরুর তারিখ **০৫.১১.২০২৪।**
মেসার্স সালাসার এক্সিম লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি **০৪.১২.২০২৪** তারিখে অন্তর্বর্তীকালীন লিকুইডেটরের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।
যদি কোনও স্টেকহোল্ডার লিকুইডেশন প্রক্রিয়া চলাকালীন তার দাবি জমা না দেয়, ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (কর্পোরেট ব্যক্তিদের জন্য ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৮ ধারা অধীনে জমা দিতে হবে।

স্বা/-
আইপি বর্ষা বাগরি
তারিখ : ০৮.১১.২০২৪ সালাসার এক্সিম লিমিটেড
স্থান : কলকাতা লিকুইডেটর

Manaksia Coated Metals & Industries Limited
An ISO 9001- 2015 Company

রাজস্ব বেড়েছে ৯০.১৪% (কিউ-অন-কিউ)
ইবিআইটিডিএ বেড়েছে ৯৯.৭২% (কিউ-অন-কিউ)
পিএটি বেড়েছে ১১৭.৬৫% (কিউ-অন-কিউ)

৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			অর্ধবর্ষ সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত
	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
	৩০.০৯.২০২৪	৩০.০৬.২০২৪	৩০.০৯.২০২৩	৩০.০৯.২০২৪	৩০.০৯.২০২৩	৩১.০৩.২০২৪
কার্যাদি থেকে মোট আয়	১৭,৬৫৯.৭২	১৯,৫৩৮.৪১	১৯,৫৯১.২৬	৩৭,১৯৮.১৩	৩৭,১৮৭.৩২	৭৪,৬১৮.০৩
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব	৩১৪.৪৪	৪০২.৫৬	১৯৭.০০	৭১৭.০০	২৬২.১৯	১,৪৯০.৯৩
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী	২৩৬.৩৭	২৯৮.১৯	২০০.৯১	৫৩৪.৫৬	২১৩.২৩	১,১২৩.৭১
সময়কাল [সময়কালের (কর পরবর্তী লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয়ের অন্তর্গত]-এর জন্য মোট ব্যাপক আয়	২৪২.৮২	২৯৯.৭২	২২০.৪৫	৫৪৩.৫৪	২২৯.৪২	১,১৫৪.৮৫
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৭৪২.৬৯	৭৪২.৬৯	৬৫৫.৩৪	৭৪২.৬৯	৬৫৫.৩৪	৭৪২.৬৯
শেয়ার প্রতি আয় (১/- টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়) :						
(ক) মৌলিক	০.৩২	০.৪০	০.৩১	০.৭২	০.৩৩	১.৬৭
(খ) মিশ্রিত	০.৩২	০.৪০	০.৩১	০.৭২	০.৩৩	১.৬৭

স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের মুখ্য সংখ্যা :	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
কার্যাদি থেকে মোট আয়	১৭,৬৫৭.০২	১৯,৫৩৫.৭২	১৯,৫৮৬.৫৫	৩৭,১৯২.৭৪	৩৭,১৭৯.৫৭	৭৪,৫৭৯.৭৫
কর পূর্ববর্তী নিট লাভ/(ক্ষতি)	৩২০.৭৫	৪০৮.৮২	২০৪.৬০	৭২৯.৫৭	২৭৬.২৮	১,৫৩০.৯৭
কর পরবর্তী নিট লাভ/(ক্ষতি)	২৪২.৬৮	৩০৪.৪৫	২০৮.৫১	৫৪৭.১৩	২২৭.৩২	১,১৬৩.৭৫

দ্রষ্টব্য-
(ক) ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত কোম্পানির ত্রৈমাসিক সময়ের আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি কর্তৃক পুনরীক্ষিত ও সুপারিশ করা হয়েছে এবং কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরর্স কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে ৮ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত তাঁদের স্ব-স্ব সভায়। কোম্পানির বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ এই সকল ফলাফলের সীমায়িত পুনরীক্ষণ করেছেন।
(খ) মানাকসিয়া কোটেড মেটালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, এর সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সম্পূরক, মানাকসিয়া ইন্টারন্যাশনাল এফজেডই এবং জেপিএ স্ন্যাকস্ প্রাঃ লিঃ-এর অন্তর্গত কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফল।
(গ) উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশনস ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের নির্যাস। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.nseindia.com এবং www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.manaksiacoatedmetals.com -তেও পাওয়া যাবে।

স্থান: কলকাতা ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে
তারিখ: ০৮ নভেম্বর, ২০২৪ মানাকসিয়া কোটেড মেটালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
সুশীল কুমার আগরওয়াল
DIN: 00091793

কর্পোরেট আইডেন্টিটি নাম্বার : L27100WB2010PLC144409
রেজিস্টার্ড অফিস : ৮/১, লালবাজার স্ট্রিট, বিকানির বিল্ডিং, ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০০১
ই-মেল : info@mcmil.in; ওয়েবসাইট : www.manaksiacoatedmetals.com; দূরভাষ : +৯১-৩৩-২২৪৩ ৫০৫৩ / ৫০৫৪

ময়দান

EKDIN, VOL 18, ISSUE 148, KOLKATA, SATURDAY, 9 NOVEMBER 2024, PAGE 8

কলকাতা, ৯ নভেম্বর ২০২৪

৫০ বলে ১০৭ সঞ্জুর, টানা দু'ম্যাচে শতরান, ডারবানে ভারতের ইনিংস শেষ ২০২ রানে।

ম্যাচের আগে দু'বার বন্ধ ভারতের জাতীয় সঙ্গীত, প্রথম টি২০-র আগে সমালোচিত দক্ষিণ আফ্রিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি: শুক্রবার থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে শুরু হয়েছে ভারতের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজ। ম্যাচের আগে প্রথা মতো জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হচ্ছিল। কিন্তু ভারতের জাতীয় সঙ্গীত চলার মাঝে দু'বার থেমে গেল। এই ঘটনা ঘিরে আয়োজক দেশ হিসাবে লজ্জায় পড়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা।

ভারতের জাতীয় সঙ্গীত শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্যামেরা তাক করা হয়েছিল ক্রিকেটারদের দিকে। কিছু ক্ষণ চলার পরেই তা থেমে যায়। কয়েক সেকেন্ড পর তা চালু হয়। ক্রিকেটারেরা বিস্মিত হলেও আবার গাইতে শুরু করেন।

আবার কয়েক সেকেন্ড চলার পর থেমে যায় জাতীয় সঙ্গীত। এ বার সূর্যকুমার যাদব, হার্দিক পাণ্ড্যেরা অবাক হয়ে যান। হার্দিক, অক্ষর পটেলদের হাসতে দেখা যায়। তাঁরা হাততালি দিয়ে মাঠে থাকা ভারতীয় দর্শকদের গান গাইতে উৎসাহিত করেন। নিজেরাও গলা মেলান। তবে আগের মতো মনোযোগ দিতে পারেননি।

ক্রিকেটারেরা হালকা ভাবে নিলেও ক্ষুব্ধ সমর্থকেরা। সমাজমাধ্যমে তাঁরা ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। বেশির ভাগেরই দাবি, ভারতের জাতীয় সঙ্গীতকে অশ্রদ্ধা করা হয়েছে। কেউ কেউ দক্ষিণ আফ্রিকাকে শাস্তি দেওয়ার দাবি তোলেন। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকার তরফে এই ঘটনা নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

হাস্যকর আউট হয়ে তাক লাগিয়ে দিলেন রাহুল

নিজস্ব প্রতিনিধি: মাথা কি কাজ করছিল না লোকেশ রাহুলের? ১৮তম ওভারের প্রথম বলের সময় ওই দুই সেকেন্ড রাহুলের মাথায় কী চলছিল, সেটা গবেষণার বিষয় হতে পারে। মেলবোর্নে তিনি যে ভাবে আউট হলেন তা বিস্ময়কর, হাস্যকর। দেশের হয়ে ৫৩টি টেস্ট খেলা কোনও ব্যাটার যে এই ভাবে আউট হতে পারেন তা রাহুলকে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন হত।

ভারত এ-র হয়ে খেলছেন রাহুল। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারতের টেস্ট সিরিজ রয়েছে। তার আগে প্রস্তুতি নিতেই রাহুলকে আগেভাগে অস্ট্রেলিয়া পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রথম টেস্টে রোহিত শর্মার খেলার সম্ভাবনা কম। সেই জায়গায় রাহুলকে ওপেন করানোর ভাবনা রয়েছে ভারতীয় দলের। সেই কারণেই ভারত এ দলের হয়ে ওপেন করানো হয়। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া এ দলের স্পিনার কোরে রোচ্চিকিয়োলির বলে রাহুল যে ভাবে আউট হলেন, তার পর তাঁকে প্রথম একাদশে রাখা হবে কি না তা নিয়েই ভাবতে বসা উচিত কোচ গৌতম গম্ভীরদের।

রোচ্চিকিয়োলির নির্বিষ বল অফ স্টাম্পের বাইরে ড্রপ খেয়ে সামান্য বেঁকেছিল। ভারতের মাটিতে খেলে যাওয়া রাহুল বোধ হয় ভেবেছিলেন তিনি চিপক বা ওয়াংখেড়েতে ব্যাট করছেন। বল কতটা ঘুরতে পারে সেটার আন্দাজই করতে পারেননি। ব্যাট তুলে বল ছাড়ার জন্য দাঁড়িয়ে পড়েন রাহুল। তা-ও আবার পা ফাঁক করে। হয়তো ভেবেছিলেন বল লেগ স্টাম্পের অনেকটা বাইরে দিয়ে চলে যাবে। কিন্তু তা হয়নি। বল ছিল মিডল এবং লেগ স্টাম্পের মাঝে। উইকেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা রাহুলের দুই পায়ের ফাঁক দিয়ে বল গলে যায়। প্যাডের ধারে লেগে অফ স্টাম্পের বেল ফেলে দেয়। রাহুলের মধ্যে যদিও কোনও পরিবর্তন দেখা যায়নি। অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটারেরা তখন হাসছেন। ভাবছেন এমন ভাবেও আউট হওয়া যায়! রাহুল তখন নির্বিকার। তিনি সাধারণ ভাবেই মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। যেন এমন আউট তো যে কেউ হতে পারে। তবে শুধু রাহুলের আউট হওয়াই নয়, শুক্রবার ভারত এ এবং অস্ট্রেলিয়া এ ম্যাচে আরও অনেক ঘটনাই ঘটল।

অস্ট্রেলিয়া এ ব্যাট করার সময় আম্পায়ারের একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। সেই ইনিংসের ৪৩তম ওভারে মার্কাস হ্যারিস ব্যাট করছিলেন। বল করছিলেন তানুশ কোটিয়ান। স্পিনারের বল হ্যারিসের ব্যাট ছুঁয়ে চলে যায় প্রথম স্লিপে দাঁড়ানো দেবদত্ত পাড়িক্কলের হাতে। কিন্তু আম্পায়ার আউট দেননি। হ্যারিসও ক্রিজ ছাড়েননি। আম্পায়ারের মনে হয়নি বল হ্যারিসের ব্যাটে লেগেছে। সেই সময় তিনি ৪৮ রানে ব্যাট করছিলেন। কিন্তু আম্পায়ার আউট না দেওয়ায় তিনি মাঠ ছাড়েননি। দিনের শেষে হ্যারিস বলেন, তদলের ছেলেরা বলল ২০ বার দেখেছে ভিডিয়োটা, কিন্তু বুঝতে পারেনি আদৌ বল আমার ব্যাটে লেগেছিল কি না। সত্যি বলতে আমি নিজেও নিশ্চিত নই। ওরা যদি রিভিউ নিত, তাতে যদি দেখা যেত আমি আউট, তা হলে মাঠ ছেড়ে যেতাম দ যদিও হ্যারিসের মাঠ ছাড়া উচিত ছিল বলে মনে করেন স্টুয়ার্ট ব্রড। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন পেসার বলেন, তআমি হলে মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে যেতাম দ হ্যারিস আউট হন ৭৪ রানে। প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ তাঁকে আউট করেন।

প্রথম ম্যাচে ভারত এ দলের বিরুদ্ধে বল বিকৃতির অভিযোগ উঠেছিল। দ্বিতীয় ম্যাচে তারা অনেক বেশি সাবধানি। ভারতীয় দল বল এনে আম্পায়ারের হাতে দেন। বলে ঘাস লেগেছিল। সেই ঘাস সরিয়ে দেওয়ার জন্য আম্পায়ারকে দেন রুতুরাজ গায়কোয়াড়েরা। আম্পায়ার বল নিয়ে ঘাস সরিয়ে তা ফিরিয়ে দেন। যদিও সেই বল নিয়ে ভারত এ দলের ক্রিকেটারেরা খুশি ছিলেন না। বোলার প্রসিদ্ধ চাইছিলেন বল বদলে দেওয়া হোক। কিন্তু আম্পায়ার তা মানেননি। ফলে প্রসিদ্ধ সেই বল নিয়েই ফিরে যান রান আপ নিতে।

ভারত এ প্রথম ইনিংসে ১৬১ রানের বেশি করতে পারেনি। অস্ট্রেলিয়া এ করে ২২৩ রান। দ্বিতীয় ইনিংসে ভারত এ ৫ উইকেট হারিয়ে ৭৩ রান তুলেছে। অভিমন্যু ঈশ্বরণ ১৭ রানের বেশি করতে পারেননি। ১৯ রান করে ক্রিজ রয়েছেন ধ্রুব জুরেল। প্রথম ইনিংসে তিনিই একমাত্র রান করেছিলেন। জুরেলের সঙ্গে রয়েছেন নীতীশ কুমার রেড্ডি। তিনি ৯ রানে অপরাজিত। ভারত এ এগিয়ে রয়েছে ১১ রানে।

বাবর-রিজওয়ানরা জিততেই ঘুরে গেলেন শেহজাদ-হাফিজরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: পাকিস্তানের ক্রিকেটটা এমনই। ক্রিকেটাররা পারফর্ম না করলে সব দেশেই সমালোচনা হয়, তবে পাকিস্তান ক্রিকেটে যেন সেই মাত্রাটা ছাড়িয়ে যায়। সাবেকেরাই ক্রিকেটারদের কাঠগড়ায় তোলেন। শুরু হয় নানামুখী সমালোচনা।

কিন্তু দল জিতলেই পুরো উল্টো চিত্র। ব্যর্থতার সময় সমালোচনামুখ ররাই প্রশংসায় মাতেন ক্রিকেট দলের। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডে জেতার পর এখন পাকিস্তান দলকে নিয়ে বইছে প্রশংসার জোয়ার। ইংল্যান্ড সিরিজের সময় যে পাকিস্তান দলের পেসারদের নিয়ে চলত সমালোচনা, তাঁদেরই এখন মাথায় তুলছেন পাকিস্তানের ক্রিকেটাররা।

অ্যাডিলেডে আজ পাকিস্তান অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়েছে হেসেখেলে। আগে ব্যাটিং করা পাকিস্তানকে ১৬৩ রানে গুটিয়ে দিয়ে ম্যাচটি জিতেছে ১৪১ বল আর ৯ উইকেট হাতে রেখে। দাপুটে এই জয়ে তিন ম্যাচ সিরিজে ১-১ সমতাও এনেছে মোহাম্মদ রিজওয়ানের দল। অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের সংগ্রহ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, পাকিস্তানের বোলাররাই জয়ের ভিত তৈরি করেছে। পাকিস্তানের পেসাররাই নিয়েছেন ১০ উইকেট, হারিস রউফ ৫টি, শাহিন শাহ আফ্রিদি ৩টি ও নাসিম শাহ-মোহাম্মদ হাসনাইন ১টি করে উইকেট নিয়েছেন।

পাকিস্তানের এমন জয়ের পর দেশটির সাবেক কোচ মোহাম্মদ হাফিজ এক্সে লিখেছেন, 'অস্ট্রেলিয়ায় দাপটের সঙ্গে ওয়ানডে জেতার জন্য অভিনন্দন। সিরিজে সমতা ফিরিয়েছে, ৫ উইকেট পাওয়া হারিস রউফ দারুণ বোলিং করেছে। পাকিস্তানের জয়ে সাইম আইয়ুব ও আবদুল্লাহ শফিক রান করায় আত্মবিশ্বাস পেয়েছে। ওয়েল ডান। চলো অস্ট্রেলিয়ায় ওয়ানডে সিরিজটাও জিতি।'

মোহাম্মদ হাফিজ আরও লিখেছেন, 'পাকিস্তানের ফাস্ট বোলাররা অস্ট্রেলিয়ায় গর্জে উঠেছে। আক্রমণ ও ডিসিপ্লিনের সঙ্গে জায়গামতো বোলিং করছে। অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং

লাইনআপ পুরো খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেছে।'

পাকিস্তান দলের কট্টর সমালোচক আহমেদ শেহজাদ বলেছেন, 'অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে পাকিস্তানের সহজ জয়। সিরিজে এখন সমতা। আর মাত্র একটি ম্যাচ বাকি।' ম্যাচ চলার তিনি এক্সে বলেছেন, 'হারিস রউফ, কাম অন পাকিস্তান! কী দুর্দান্ত বোলিং আক্রমণ।'

এ ছাড়া পাকিস্তানের প্রশংসা করেছেন ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক মাইকেল ভনও। তিনি এক্সে লিখেছেন, 'ওয়াও...পাকিস্তানের দারুণ পারফরম্যান্স। সাইম আইয়ুবকে মেধাবী ক্রিকেটার মনে হচ্ছে, যে সামনে সব সংস্করণে অনেক সাফল্য পাবে।'

চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে খেলে ওয়ানডেকে বিদায় জানাবেন নবী

নিজস্ব প্রতিনিধি: অনেক তো হলো, আর কত! বয়স ৪০ চলছে। আগামী ফেব্রুয়ারি,মার্চে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির সময় ৪০ পেরিয়ে যাবে। সেই টুর্নামেন্টে খেলেই ওয়ানডেকে বিদায় জানাবেন আফগানিস্তানের তারকা অলরাউন্ডার মোহাম্মদ নবী।

গতকাল রাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (এসিবি) পোস্ট করা একটি ভিডিওতে নবী নিজেই এ ঘোষণা দেন। পরে ক্রিকেট বিষয়ক ওয়েবসাইট ক্রিকবাজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন এসিবির প্রধান নির্বাহী নসিব খান।

২০০৯ সালে স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে ওয়ানডে অভিষেক হয় নবীর। আফগান ক্রিকেটের বেড়ে ওঠা ও অনেক উত্থান,পতনের সাক্ষী এই অলরাউন্ডার ১৫ বছরে খেলেছেন ১৬৫টি ওয়ানডে। করেছেন ৩৫৪৯ রান, নিয়েছেন ১৭১ উইকেট। এই সংস্করণে আফগানিস্তানের শীর্ষ রানসংগ্রাহক ও শীর্ষ উইকেটশিকারি;দুই তালিকাতেই তাঁর অবস্থান দুইয়ে।

শারজায় গত বুধবার সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে বাংলাদেশের বিপক্ষে আফগানিস্তানের ৯২ রানের জয়েও বড় অবদান রেখেছেন নবী। ব্যাটিং বিপর্যয় থেকে দলকে উদ্ধার করার পথে খেলেছেন ৭৯ বলে ৮৪ রানের ইনিংস। এরপর নিয়েছেন নাজমুল হোসেনের উইকেট। বাংলাদেশের অবিশ্বাস্য পতনের শুরু সেখান থেকেই।

ওয়ানডে থেকে নবীর অবসরের খবর নিশ্চিত করে ক্রিকবাজকে নসিব খান বলেছেন, 'হ্যাঁ, চ্যাম্পিয়নস ট্রফির পর নবী ওয়ানডে থেকে অবসরে যাচ্ছে। বোর্ডকে সে তার ইচ্ছার কথা জানিয়েছে। আমাকেও কয়েক মাস আগে জানিয়েছে, চ্যাম্পিয়নস ট্রফির পর সে তার ওয়ানডে ক্যারিয়ার শেষ করতে চায়। আমরা ওরা সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই।'

২০১৯ সালে বাংলাদেশের বিপক্ষে চট্টগ্রাম টেস্ট জিতে এই সংস্করণকে বিদায় জানান নবী। ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি দিয়ে অবসরে যাবেন ওয়ানডে থেকেও। তবে আফগানিস্তানের হয়ে টি, টোয়েন্টি খেলে যাবেন।

খুব সম্ভবত ২০২৬ টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দিয়ে এই সংস্করণকেও বিদায় জানাবেন;এমনটাই মনে করছেন নসিব খান, 'আমি বুঝতে পারছি চ্যাম্পিয়নস ট্রফির পর সে টি, টোয়েন্টি ক্যারিয়ারকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়। এখন পর্যন্ত এটাই তার পরিকল্পনা।'

আফগানিস্তান ক্রিকেটের ইতিহাস অনেকেরই জানা। একটু বয়স্ক কেউ কেউ চোখের সামনে সবকিছু দেখেছেন আর নবী সেই ইতিহাসই খেলতে খেলতে দেখেছেন। আধুনিক যুগের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে কোনো একক খেলোয়াড় তাঁর দেশকে এভাবে এগিয়ে নিতে পারেননি, যেমনটি আফগানিস্তানের জন্য নবী করেছেন;এমন মনে করেন অনেকেই। সবচেয়ে বেশি ৪৫টি দলের বিপক্ষে জয়ের বিশ্ব রেকর্ডটা তাঁরই দখলে।

নবীর ছেলে হাসান এইশাখিলও পেশাদার ক্রিকেটার। এ বছর আফগানিস্তানের হয়ে অনূর্ধ্ব,১৯ বিশ্বকাপে খেলেছেন এইশাখিল। সর্বশেষ গত আগস্টে খেলেছেন ঘরোয়া টি,টোয়েন্টি লিগে।

কে জানে, বাবা,ছেলেকে ২০২৬ টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপে একসঙ্গে খেলতেও দেখা যায় কি না! নবী নিজেও ছেলের সঙ্গে আফগানিস্তানের হয়ে খেলার স্বপ্ন অনেক দিন হলো দেখে আসছেন।

বিসিসিআইকে কঠোর বার্তা পিসিবি চেয়ারম্যান নাকভির

নিজস্ব প্রতিনিধি: চ্যাম্পিয়নস ট্রফি খেলতে ভারতীয় দলকে পাকিস্তানে আসতে হবে;কথাটা বারবারই বলে যাচ্ছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডও (বিসিসিআই) বলছে একই কথা; কোনোভাবেই পাকিস্তানে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি খেলতে দল পাঠাবে না তারা। দুই বোর্ডের এই বাগ্ যুদ্ধের কারণে এখন পর্যন্ত নিশ্চিত নয় আগামী ফেব্রুয়ারির চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে ভারত আদৌ খেলবে কি না, খেললে কোথায় হবে তাদের ম্যাচগুলো।

বিসিসিআইয়ের অনড় অবস্থানের সর্বশেষ ঘোষণা শুনে পিসিবির চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি এবার কঠোর বার্তাই দিয়েছেন। লাহোরে আজ তিনি সাংবাদিকদের যা বলেছেন, তার মানে দাঁড়ায় এ রকম;ভালো কথা তাঁরা অনেক বলেছেন, ভালো ব্যবহারও করেছেন। তবে সব সময় এত ভালো ব্যবহার তাঁরা করবেন না।

মূলত ভারতীয় একটি সংবাদমাধ্যমের এক খবরের পরই নাকভির এমন প্রতিক্রিয়া। বিষয়টির সঙ্গে সম্পৃক্ত এমন এক সূত্রের বরাত দিয়ে ভারতের পত্রিকা টাইমস অব ইন্ডিয়া খবর দিয়েছে যে বিসিসিআই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে;তারা চ্যাম্পিয়নস ট্রফি খেলতে পাকিস্তানে

দল পাঠাবে না।

টাইমস অব ইন্ডিয়াকে বিসিসিআইয়ের একটি সূত্র বলেছে, 'আমাদের ম্যাচগুলো দুবাইয়ে আয়োজন করার বিষয়টি তাদের (পিসিবি) আমরা লিখিতভাবে জানিয়েছি।' এ ছাড়া আরেকটি সূত্রকেও তারা উদ্ধৃত করেছে এভাবে, 'পাকিস্তানে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ম্যাচ নিয়ে বিসিসিআই উদ্বেগের কথা জানিয়েছে (পিসিবিকে)। তারা ম্যাচগুলো নিরপেক্ষ ভেন্যুতে খেলতে চায় এবং ভারতের খেলা আয়োজনের জন্য দুবাই খুব ভালো জায়গা।'

এর আগে ভারতীয় সংবাদ সংস্থা পিটিআইয়ের এক খবরে বলা হয়, ২০২৫ আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফি 'হাইব্রিড মডেলে'ই হচ্ছে। ভারতের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি 'হাইব্রিড মডেলে' আয়োজন করতে চায় পিসিবি। আগের অবস্থান থেকে সরে এসে ভারতের ম্যাচগুলো তারা দুবাই ও শারজায় খেলাতে চায়। কিন্তু পাকিস্তানের সামাটিভির দাবি, হাইব্রিড মডেলের খবর ভিত্তিহীন। সব খেলা পাকিস্তানেই হবে।

কিন্তু পিসিবির চেয়ারম্যান নাকভি এবার সরাসরিই সাংবাদিকদের বলেছেন, 'সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পাকিস্তান অনেক সৌজন্য দেখিয়েছে। তবে যা,ই হোক, আমরা তো সব সময় সৌজন্য দেখাব না।' এর আগে নাকভি বলেছিলেন, 'এখনো আমরা চাই ক্রিকেট রাজনীতির বাইরে থাকুক।'

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) এর আগে জানিয়েছে, পাকিস্তান সফরের বিষয়ে তারা সরকারের যেকোনো নীতিগত সিদ্ধান্ত মেনে নেবে। রাজনৈতিকভাবে বৈরী সম্পর্ক এবং ২০০৮ সালে মুম্বাইয়ে সন্ত্রাসী হামলার পর নিরাপত্তার কারণে আর পাকিস্তান সফর করেনি ভারতীয় ক্রিকেট দল। তবে আইসিসির টুর্নামেন্টে মুখোমুখি হয় দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী।

গত বছরের এশিয়া কাপও হয়েছে হাইব্রিড মডেলে। বিসিসিআই পাকিস্তানে দল পাঠাতে অস্বীকৃতি জানালে শেষ পর্যন্ত ভারতের ম্যাচগুলো শ্রীলঙ্কায় আয়োজন করা হয়।

বিশ্ব রেকর্ড হাত থেকে ফেলে দিলেন রিজওয়ান

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিশ্ব রেকর্ডে নাম লেখানো সহজ কাজ নয়। বেশ খাটুনি আছে। তবে ভাগ্য খুব ভালো হলে কখনো কখনো রেকর্ডও হাতে এসে ধরা দেয়।

যেমন ধরা দিয়েছিল মোহাম্মদ রিজওয়ানের কাছে। কিন্তু বিশ্ব রেকর্ড নিজে এসে পায়ের কাছে লুটোপুটি খেলে বা হাতের কাছে ঘোরাঘুরি করলেই তো হবে না, সেটাকে ঠিকঠাকমতো দখলেও তো নিতে হবে। পাকিস্তান অধিনায়ক সেটা পারলেন কই! আক্ষরিক অর্থেই হাত ফসকে ফেলেছেন বিশ্ব রেকর্ড!

অবশ্য ফসকে ফেলার কথা পুরোপুরি ঠিক না। বিশ্ব রেকর্ডে নাম তিনি লিখিয়েছেন, কিন্তু সেটা আরও অনেকের সঙ্গে লম্বা একটা তালিকায়। সুযোগ ছিল সবার ওপরে উঠে বিশ্ব রেকর্ডটি নিজের করে নেওয়ার। সেটাই মিস করেছেন রিজওয়ান।

অ্যাডিলেডে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডে খেলছে পাকিস্তান। এই ম্যাচেই উইকেটের পেছনে দাঁড়িয়ে একটার পর একটা ক্যাচ নিয়েছেন রিজওয়ান। হারিস রউফের বলে চারটি, মোহাম্মদ হাসনাইন ও নাসিম শাহর বলে ১টি করে। সব মিলিয়ে ৬টি।

এর মধ্যে ষষ্ঠ, অর্থাৎ রউফের বলে প্যাট কামিন্সের ক্যাচটি রিজওয়ানকে জায়গা করিয়ে দেয় বিশ্ব রেকর্ডে। ওয়ানডে ইতিহাসে এক ইনিংসে উইকেটকিপারদের মধ্যে যৌথভাবে সবচেয়ে বেশি ক্যাচ নেওয়ার কীর্তি এটি। রিজওয়ানের ৬টি ক্যাচ আলোড়ন তোলার মতো কিছু নয় কারণ এমন ঘটনা আগে অনেকবার দেখা গেছে।

রিজওয়ানের আগে ওয়ানডেতে উইকেটকিপারদের ৬ ক্যাচের ঘটনা আছে ১১টি। এর মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডাম গিলক্রিস্টই ৪ বার। এমনকি পাকিস্তানিদের মধ্যেও রিজওয়ানের আগে ম্যাচে ৬টি ক্যাচ নিয়েছেন

সরফরাজ আহমেদ (২০১৫ বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে)।

ম্যাচে ৬ ক্যাচ নেওয়ার ঘটনা এত থাকলেও কেউ-ই কখনো ৭ ক্যাচ নিতে পারেননি। আজ সেই সুযোগই এসেছিল রিজওয়ানের হাতে। ইনিংসের ৩৪তম ওভারে নাসিম শাহর প্রথম বল আকাশে তুলে দিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডাম জাম্পা। বল এতটাই ওপরে ওঠে যে, কিছুটা ডান দিকে দৌড়ে সময়মতোই বলের নিচে অবস্থান নেন রিজওয়ান। গ্লাভসে মোড়ানো উইকেটকিপারের বিশ্বস্ত হাত আছে বলে অন্য ফিল্ডারদের কেউ কাছাকাছিও ঘেঁষেননি। কিন্তু সব অনুকূলে থাকলে কী হবে, রিজওয়ান গড়বড় করে ফেলেন হাতের পজিশনে। বল নেমে আসার পথে রিজওয়ানের আঙুলে লেগে মাটিতে পড়ল! উইকেটকিপারদের জন্য সহজতম ক্যাচগুলোর একটি, যেটা মিস করলেন রিজওয়ান!

ক্যাচ তো নয়, রীতিমতো বিশ্ব রেকর্ডই হাত ফসকেছেন রিজওয়ান। কারণ, এর পর তাঁর কাছে কোনো ক্যাচ-ই যায়নি। জাম্পা শেষ পর্যন্ত আউট হয়েছেন শাহিন আফ্রিদির বলে বোল্ড হয়ে। অস্ট্রেলিয়া অলআউট হয়েছে ১৬৩ রানে।

বিশ্ব রেকর্ড হাত ছাড়া করা রিজওয়ান অবশ্য একটা স্বস্তি নিয়ে মাঠ ছাড়তে পেরেছেন। সব প্রতিযোগিতা আর সব মাঠ মিলিয়ে পাকিস্তান-অস্ট্রেলিয়া যে ১১০ ওয়ানডেতে মুখোমুখি হয়েছে, এর মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার আজকের সংগ্রহই সর্বনিম্ন।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**